পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1511, Saturday, 04 February 2023 FREE www.parichoy.com

সাহিত্যকর্ম ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ে এলে পাঠক বাড়বে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৮ পাতায়

আরো আছে...

- ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষাই বড় চ্যালেঞ্জ-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াবে চীন-৫ম পাতায়
- ফেসবুক ব্যবহারে শীর্ষ তিনে বাংলাদেশ, প্রতিদিন দুই বিলিয়ন মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন -৫ম পাতায়
- ১১ মে যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড-১৯ জরুরি অবস্থা শেষ হবে -৬ষ্ঠ পাতায়
- ইলহান ওমরকে কংগ্রেসের শক্তিশালী হাউস কমিটি থেকে সরালো রিপাবলিকানরা-৬ষ্ঠ পাতায়
- রেসিডেন্ট বাইডেনের ডেলওয়ারের বাইডেনের বাড়িতে এফবিআইয়ের তল্লাশি, পায়নি কিছু-৭ম পাতায়
- আগামী ছয় মাসেই ইউক্রেনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে বললেন সিআইএ প্রধান বিল বার্নস - ৭ম পাতায়
- বইমেলায় কখনো রাজনীতি, কখনো অনুভূতির 'রাজনীতি'-৮ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থী পাঠানোয় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম ড্রাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত-৮ম পাতায়
- অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল কি বাংলাদেশের রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিদের লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেলেন?-৯ম পাতায়

এবার চীনকে ঠেকাতে তৎপর যুক্তরাষ্ট্র

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশেও বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার

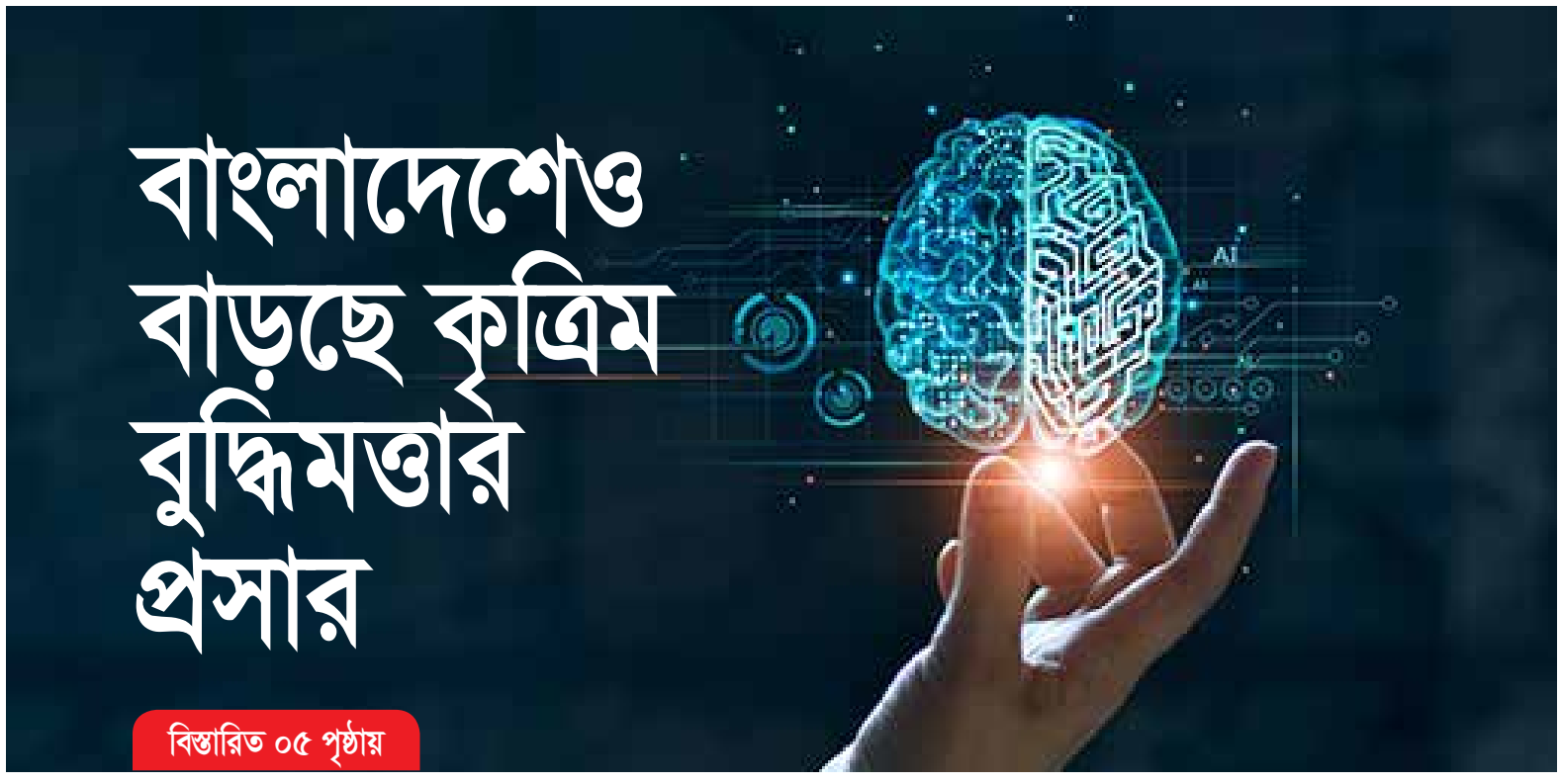

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কলুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund IRS Authorized Agent
Our Services
• TAX (Federal & State)
• IMMIGRATION
• CORPORATION
• BUSINESS SERVICES
• CONSULTING
Tareq Hasan Khan CEO
Open 7 Days A Week
e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

MOINUL ISLAM
MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশেও বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার

ঢাকা : বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন তরুণ উদ্যোক্তারা। বেসরকারি খাতে এর ব্যবহার বেশি হলেও সরকারি খাতও আধুনিক এ প্রযুক্তি থেকে দূরে নেই।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন আপারেটর, ব্যাংক, অনলাইন ও কৃষিখাতসহ অনেক খাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেছেন। আর এর গ্রাহকও বাড়ছে। তারা দেশের বাইরেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেশিন লার্নিং টুলস রপ্তানি করছেন।

'ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড'-এর সিইও মো. অলি আহাদ। তিনি জানান, এ মুহূর্তে তারা প্রায় ৪০ জনের একটি টিম। তারা এখন নানা ক্ষেত্রে লার্নিং মেশিন টুলস দিচ্ছেন। তার সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার দুই ক্ষেত্রেই কাজ করছেন।

তিনি জানান, ''এআই যেকোনো বিষয়ে অনেক দ্রুত এবং সঠিক পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। সাধারণ সফওয়্যার তার

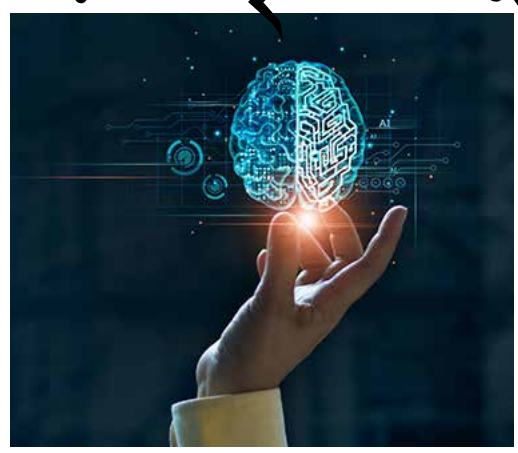

প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু এআই ডাটার ভিত্তিতে নিজেই সিদ্ধান্ত জানায়। হাজার হাজার ডাটা প্রসেস করে অনেক মানুষ অনেক সময় নিয়ে যে সিদ্ধান্ত দিতে পারে, এআই তা খুব অল্প সময়ে এবং অনেক বেশি সঠিকভাবে করতে পারে।''

তার কথা, ''আমরা যে-কোনো সেক্টরের জন্য কাজ করি। তবে ২০১৮ সালে বিকাশ দিয়ে আমাদের কাজ শুরু হয়। তাদের মার্কেটিং সিস্টেমকে আমরা এআই দিয়ে ডেভেলপ করি। অনেক কম জনবল দিয়ে তাদের মার্কেটিংকে আরো কার্যকর এবং দক্ষ করার ব্যবস্থা করি। কোনো সিস্টেম-লসও নাই। তখন তাদের এক লাখ ১৫ হাজার আউটলেটের জন্য মার্চেন্ডাইজার ছিল ৮২৪ জন। এখন পাঁচ লাখ ২৪ হাজারের চেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ আউটলেটের জন্য মার্চেন্ডাইজার এক হাজার ১৪০ জন। তাদের বেতনও বেড়েছে। সাত হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা হয়েছে। এআই বেতনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত দেয়। হিউম্যান সুপারভাইজারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াবে চীন

ঢাকা: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চীন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। আগামীতে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ আরো বাড়বে বলেও জানান তিনি। গতকাল সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। চীনা রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, 'বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন বাংলাদেশকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে চীন আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।'

এ সময় তিনি জানান, চীন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত রয়েছে। ইয়াও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষাই বড় চ্যালেঞ্জ

শেখ শাহরিয়ার জামান: প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করার নীতি থেকে সরে এসেছে সরকার। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন প্রকাশ্যে দেশটির প্রতি উষ্মা প্রকাশ করলেও সম্প্রতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে 'বন্ধু' এবং তাদের ভালো সুপারিশ বিবেচনা করার কথা বলছেন। মন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।

সরকারের এই ইতিবাচক আচরণকে সমীচীন বলে মনে করেন সাবেক কূটনীতিকরা। তাদের মতে, কূটনীতিতে ন্যারেটিভ এবং তার আর্টিকুলেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে জনসাধারণের মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। তবে লক্ষণীয় যে ন্যারেটিভ যেন ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাদের মতে, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বিভিন্ন ইস্যুতে মতদ্বৈধতা হবে, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্পর্কোন্নয়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রকাশ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

এ বিষয়ে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে ওঠানামা থাকবে। এর কারণ হচ্ছে, একেক দেশের জাতীয় স্বার্থ একেক ধরনের। দুই পক্ষের স্বার্থ যদি এক জায়গায় মিলে যায়, তবে সেটি ভালো। কিন্তু যদি না মেলে, তবে পরিপক্বভাবে দ্বৈতমত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আবশ্যকতা আছে।'

তিনি বলেন, 'ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্ব আছে। মতে মিলের কারণে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন, কিন্তু মতের অমিল বা জাতীয় স্বার্থে দ্বন্দ্বের সময়ে প্রকাশ্যে উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা করা হলে ভুল বার্তা দেওয়া হয়। এর ফলে অন্য দেশ বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নাও নিতে পারে। মনে রাখতে হবে, কোনও দেশের সঙ্গে আমাদের বৈরী সম্পর্ক নেই।'

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিংয়ের ঢাকা সফরকে অনেক রাষ্ট্র ভিন্ন চোখে দেখেছে। ওই সময়ে তাদের আমরা দুটি বার্তা দিয়েছিলাম। প্রথমত, ওই সফর বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ এমন কোনও পদক্ষেপ নেবে না, যেটি তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবাই বিষয়টি খুশি মনে মেনে নিয়েছিল, এমন নয়। তবে কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেনি।

শহীদুল হক জানান, আবার ২০১৪ সালে দক্ষিণ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ফরাসী মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাসমান হাসপাতাল ও স্কুল

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণতা বৃদ্ধির মতো শব্দগুলো চলতে-ফিরতেই কানে আসছে। কারণ এসব বিষয় চলতি শতাব্দীর প্রধানতম চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম। বিশ্বের যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে, বাংলাদেশ তাদের শীর্ষে। কিছু মানুষ এ ভয়াবহতা বুঝতে পেরে নিজেদের মতো কাজ শুরু করেছেন। এ রকম দুই ব্যক্তি হলেন রুনা খান ও মোহাম্মদ রেজোয়ান।

ফরাসি গণমাধ্যম অয়েস্ট-ফ্রান্সের সোমবার (৩০ জানুয়ারি) 'হাউ টু ডিল উইথ গ্লোবাল ওয়ার্মিং' নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে রুনা ও রেজোয়ানের কাজ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ফেসবুক ব্যবহারে শীর্ষ তিনে বাংলাদেশ, প্রতিদিন দুই বিলিয়ন মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন

পরিচয় ডেস্ক: ফেসবুকে দৈনিক সবচেয়ে সক্রিয় (ডিএইউ) ব্যবহারকারীদের শীর্ষ তিনে রয়েছে বাংলাদেশ। গত বুধবার (১ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির মূল প্রতিষ্ঠান মেটার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে ফেসবুকের ব্যবহারকারীর সংখ্যা। ফেসবুক গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর মূল কোম্পানি মেটা জানিয়েছে, গত ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসেই প্রতিদিন ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে গড়ে দুই বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ প্রতিদিন ফেসবুক ব্যবহার করছেন।এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

মেটার প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০২২ সালে প্রতিদিন ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশ, ভারত ও ফিলিপাইনের মানুষ। ২০২২ সালে দৈনিক গড়ে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ফেসবুকে ঢুঁ মেরেছেন, যা ২০২১ সালের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি। কোন দেশের ক্রম কত তা অবশ্য প্রকাশ করেনি মেটা।

নিবন্ধিত ও লগইন করা ফেসবুক ব্যবহারকারী যারা ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল ফোনে অথবা মেসেঞ্জারে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করে থাকেন তাদের ডিএইউ মনে করে মেটা।

শুধু দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর শীর্ষে নয়, মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর তালিকারও শীর্ষ তিনে রয়েছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে ভারত ও নাইজেরিয়া। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

'কোনো বইয়ের মধ্যে কখনো সূত্র লেখা থাকে না। আর কোথাও থেকে লেখা নিয়ে থাকলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সাধারণ নিয়ম। এখন মানুষের মাঝে অনেক সচেতনতা এসেছে। কাজেই আমি আশা করবো, এখন থেকে যারা বই লিখবেন, সূত্র উল্লেখ করে দেবেন।'-শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

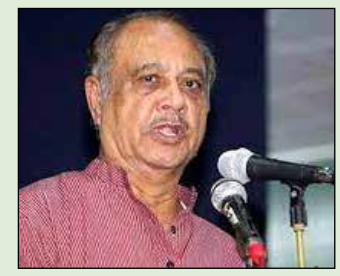

কোনো ষড়যন্ত্রে নয়, ভোটারবিহীন অনির্বাচিত এবং অসাংবিধানিক সরকারের পতন ঘটবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, জনগণের পরিকল্পনায় - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব

এত দ্রুত আইএমএফের টাকা পাওয়া একটা বিরল ঘটনা। - গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ও দীর্ঘদিন আইএমএফের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসা আহসান এইচ মনসুর

আইএমএফের শর্ত কল্পনারও বাইরে, রাজি না হয়ে উপায় নেই- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

১১ মে যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড-১৯ জরুরি অবস্থা শেষ হবে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে তিন বছর আগে কোভিড-১৯ মহামারী মোকবেলায় যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল।
আগামী ১১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে। হোয়াইট হাউস সোমবার এ কথা বলেছে।
তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে জারি করা এবং ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া উভয় ফেডারেল জরুরি অবস্থার অবসানের পর এসব তহবিল কোভিডের ওষুধে ভুর্তকি, চিকিৎসা বীমা এবং মহামারী সংক্রান্ত অন্যান্য সরকারি সহায়তায় ব্যয় করা হবে।
এদিকে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণকারী বিরোধী রিপাবলিকানরা একটি বিল প্রস্তুত করছে, যেখানে জাতীয় জরুরি অবস্থা ১ মার্চ এবং জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ১১ এপ্রিল অবসান করার কথা বলা হচ্ছে।
কিন্তু এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, আকস্মিকভাবে এ দু'টি জরুরি অবস্থা তুলে নিলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সরকারি কার্যক্রমে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে।
এছাড়া জরুরি অবস্থা তুলে নিতে যে ৬০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার পর সমস্যাপূর্ণ মার্কিন-মেক্সিকান সীমান্তে যে প্রভাব পড়বে তার প্রস্তুতির জন্যে সরকারকে সময় দেয়া।

ইলহান ওমরকে কংগ্রেসের শক্তিশালী হাউস কমিটি থেকে সরালো রিপাবলিকানরা

পরিচয় ডেস্ক: কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক হাউস কমিটি থেকে ডেমোক্র্যাট নেতা ইলহান ওমরকে সরিয়ে দিয়েছেন রিপাবলিকানরা।
ইসরায়েল নিয়ে বক্তব্যের জেরে রিপাবলিকানরা ইলহান ওমরকে বাদ দিতে বৃহস্পতিবার ভোটাভুটির আয়োজন করেন। পরে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ২০২০ সালে দুজন রিপাবলিকানকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, এর প্রতিশোধ হিসেবে এখন ইলহান ওমরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও দুজনকেও বাদ দেওয়া হয়েছে।
তবে ইলহান ওমর বলছেন, মুসলিম এবং শরণার্থী হওয়ায় তাঁকে হাউস কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হলো। ভোটাভুটির আগে তিনি বলেন, 'আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমার কথা বলাটাকে মূল্যহীন করে দেওয়া হচ্ছে। এতে কেউ কি অবাক হয়েছেন?'
গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের হারিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় রিপাবলিকান পার্টি। এ কারণেই এখন ইলহান ওমরকে তারা বাদ দিতে পেরেছে। ইলহান ওমর নব্বইয়ের দশকে সোমালিয়া থেকে একজন শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০১৮ সালে তিনি প্রথম কয়েকজন মুসলিম নারীর একজন হিসেবে মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হন।
প্রায় সময়ই আলোচনায় থাকেন মিনেসোটা অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসওমেন ইলহান ওমর। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা ইলহান ওমরকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি তোলেন। এমনকি তাঁকে বেশ কয়েকবার হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

চীনের হুয়াওয়ের কাছে পণ্য রপ্তানি বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতিমালা

পরিচয় ডেস্ক: চীনের হুয়াওয়ের কাছে পণ্য রপ্তানির লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করেছে বাইডেন প্রশাসন। ফলে হুয়াওয়ের কাছে নতুন করে আর কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা রপ্তানি করতে পারবে না।
বেশ কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র হুয়াওয়ের ৫জি ও অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। তবে মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের কর্মকর্তারা কিছু মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে হুয়াওয়ের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট পণ্য ও প্রযুক্তি বিক্রির অনুমতি দিয়েছিল। ২০২০ সালে কোয়ালকম হুয়াওয়ের কাছে ৪জি স্মার্টফোনের চিপ বিক্রির অনুমোদন পায়।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এ ধরনের পণ্য রপ্তানির পথও বন্ধ হল। হুয়াওয়ে ও কোয়ালকম এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং জানান, ওচীন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ঢালাও অজুহাতে চীনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দমন-নীতির বিরোধিতা করে।
৩১ জানুয়ারী মঙ্গলবার বেইজিং এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাও আরও জানান, ওএই উদ্যোগ বাজার অর্থনীতির মূলনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থায়নের নীতির বিপক্ষে যায়।
এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাসের ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে এবং এটি মার্কিন প্রযুক্তিগত আধিপত্য বিস্তারের সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা।
এ বিষয়ে ভালো জানেন এমন এক সূত্র রয়টার্সকে জানান, মার্কিন কর্মকর্তারা হুয়াওয়ের কাছে পণ্য রপ্তানি ঠেকাতে একটি আনুষ্ঠানিক নীতিমালা তৈরি করছে। এ ক্ষেত্রে ৫জির পাশাপাশি পুরনো প্রযুক্তি, যেমন ৪জি, ওয়াইফাই ৬ ও ৭, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও ক্লাউড স্টোরেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।
মার্কিন কর্মকর্তারা ২০১৯ সালে হুয়াওয়েকে কালো তালিকাভুক্ত করেন। তখন থেকেই লাইসেন্স ছাড়া কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের কাছে পণ্য রপ্তানি করতে পারছে না। বিভিন্ন উপায়ে হুয়াওয়ের সেমিকন্ডাকটর চিপ কেনা ও উৎপাদনের জন্য নকশা তৈরির সক্ষমতা কমিয়ে আনার জন্য মার্কিন কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন।
উল্লেখ্য, হুয়াওয়ের বেশিরভাগ পণ্য সেমিকন্ডাকটর চিপের ওপর নির্ভরশীল।
ডিসেম্বরে হুয়াওয়ে জানিয়েছে, সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব আয় ৯১ দশমিক ৫৩ ডলার। ২০২১ সালে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব এক তৃতীয়াংশ কমে যায়।-রয়টার্স

ফ্লোরিডায় বন্দুকধারীদের গুলিতে আহত ১০

পরিচয় ডেস্ক: ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে এলোপাতাড়ি গুলিতে ১০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
লেকল্যান্ড পুলিশ বিভাগ সোমবার (৩০ জানুয়ারী) এই তথ্য জানিয়েছে।পুলিশ বিভাগের প্রধান স্যাম টেলর জানান, একটি গাঢ়-নীল, চার দরজার সেডান গাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়েছিল।
'ধারণা করা হচ্ছে গাড়িটিতে চারজন শুটার ছিলেন। তারা গাড়ির চারটি জানালা থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। উভয় পাশের লোকজনের উপর গুলি চালানো হয়' বলেন টেলর।
টেলরকে উদ্ধৃত করে সিএনএন জানায়, ধীরগতিতে চলার সময় গুলি ছোড়া হয়। এরপর গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলে যায়। পুলিশ এখন সেই গাড়িটিকে খুঁজছে।
আইওয়া এভিনিউ নর্থ এবং প্লাম স্ট্রিটের কাছে সোমবার বিকাল ৩টা ৪৩ মিনিটে এই বন্দুক হামলার খবর পায় পুলিশ। এমন ঘটনা এর আগে লেকল্যান্ডে ঘটেনি বলেও টেলর জানান।সূত্র: এনডিটিভি

ল্যাবের মাংস শিগগির খাবার টেবিলে আসছে যুক্তরাষ্ট্রে

পশু-পাখি হত্যা করে মানুষকে আমিষের ঘাটতি মেটাতে হয়। এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক আছে। প্রযুক্তি আমাদের পশু হত্যার গ্লানি থেকে সম্ভবত রেহাই দিতে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রেস্তোরাঁয় ল্যাবে তৈরি মাংস পরিবেশন করা হবে। কয়েকটি রেস্তোরাঁ এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ছাড়পত্রও পেয়েছে। রেস্তোরাঁগুলো বিখ্যাত পাচক ফ্রান্সিস মালম্যান এবং জোসে আন্দ্রেসের সঙ্গে কথা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তাদের রেস্তোরাঁয় ল্যাবে উৎপাদিত প্রথম মাংস রান্না করবেন।
ল্যাবে গরু ও মুরগির মাংস উৎপাদন করে এমন পাঁচটি কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্প্রতি কথা বলেছে রয়টার্স। তাদের তথ্যমতে, প্রাথমিকভাবে কিছু রেস্তোরাঁয় ল্যাবে তৈরি মাংস সরবরাহের প্রায় সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে। তবে, ব্যাপক হারে তা সুপারমার্কেটে আসতে আরও সময় লাগবে।
ব্যাপক হারে বাজারে আনার জন্য কোম্পানিগুলোর ওপর নানান চাপ রয়েছে। প্রথ মত বিপুল পরিমাণে তা উৎপাদন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ল্যাবের মাংস নিয়ে কোম্পানিগুলোকে মানুষের ভুল ধারণা ভাঙতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক ইউপিএসআইডিই ফুডস ল্যাবে মাংস উৎপাদন করে। গত নভেম্বরে কোম্পানিটির মুরগির মাংস মানুষের খাওয়ার উপযোগী বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)।
সম্প্রতি রয়টার্সের প্রতিবেদকরা ইউপিএসআইডিইর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তখন তাদের জন্য ল্যাবে তৈরি মুরগির মাংস রান্না করা হয়। এ মাংসের স্বাদ সাধারণ মুরগির মতোই। তবে সাধারণ মুরগির মাংসের চেয়ে কিছুটা পুরু এবং কাঁচা অবস্থায় রং কিছুটা কষা।
২০২৮ সালের মধ্যে নিজেদের মাংস সুপারমার্কেটে আনার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ইউপিএসআইডিই। তবে, বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সিঙ্গাপুর ল্যাবে উৎপাদিত মাংস ইতোমধ্যে বাজারজাত করার অনুমতি দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে আরও যেসব কোম্পানি ল্যাবে মাংস তৈরি করে তাদের মধ্যে গুড মিট অন্যতম। তারাও নিজেদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য সম্প্রতি এফডিএর কাছে আবেদন করেছে। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডভিত্তিক মোসা মিট ও ইসরায়েলভিত্তিক বিলিভার মিটসও এফডিএর কাছে একই ধরনের আবেদন করেছে।
ল্যাবে মাংস উৎপাদন প্রক্রিয়া : ল্যাবে মাংস উৎপাদন বা মাংস চাষ করার জন্য নির্দিষ্ট প্রাণীর কোষের কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তা বিশাল বিশাল ইস্পাতের পাত্রে রাখা হয়, যা বায়োরিঅ্যাক্টর নামে পরিচিত। এরপর ধাপে ধাপে ওই কোষ থেকে অবিকল মাংস উৎপাদন করা হয়।
এ চাষ প্রযুক্তিনির্ভর। ব্যয়ও বেশ ভালো। তবে, প্রতিকেজি মাংস উৎপাদন করতে কেমন অর্থ ব্যয় হয়, রয়টার্সের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি। সূত্র : রয়টার্স

ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক ইউপিএসআইডিই ফুডসের ল্যাবে উৎপাদিত মাংসের পরিবেশনা। গত ১১ জানুয়ারি তোলা।

কংগ্রেসে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির তৈরি বক্তব্য পাঠ

পরিচয় ডেস্ক: : চ্যাটজিপিটি নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির লিখিত বক্তব্য মার্কিন কংগ্রেসের চেম্বারে প্রথমবারের মতো পাঠ করা হয়েছে। মার্কিন-ইসরায়েল যৌথ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র স্থাপনবিষয়ক বিল নিয়ে কংগ্রেসে এআই-এর তৈরি এই বক্তব্য পাঠ করেন প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক সদস্য জ্যাক অকিনক্লস। বুধবার (২৫ জানুয়ারি) কংগ্রেসের চেম্বারে দুই অনুচ্ছেদের এই বক্তব্য পাঠ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্তৃক লিখিত বক্তব্য পাঠের এই ঘটনা মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম।
অকিনক্লস জানান, এআই সিস্টেমটিকে তিনি আইন সম্পর্কিত তথ্যাবলি দিয়ে কংগ্রেসে পাঠ করার মতো ১০০ শব্দের বক্তব্য তৈরির আদেশ দেন। অবশ্য প্রস্তুতকৃত বক্তব্য চেম্বারে পাঠের আগে তাকে বেশ কয়েকবার সংশোধন করতে হয়েছে। এই বিলটিতে যুক্তরাষ্ট্রে একটি মার্কিন-ইসরায়েল যৌথ এআই কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা সরকারি, বেসরকারি ও শিক্ষা খাতে এআই প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ৩৪ বছর বয়সী এই অকিনক্লস বলেছেন, চ্যাটজিপিটির প্রস্তুতকৃত বক্তব্য তিনি পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে করে করে এআই বিতর্কে সহযোগিতা হয়। তিনি চান না সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আবির্ভাবের পুনরাবৃত্তি, যা ছোট আকারে শুরু হয়ে এত দ্রুত বিস্তৃত ও ব্যাপক হয় যে মার্কিন কংগ্রেস প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সময় পায়নি।

এবার চীনকে ঠেকাতে তৎপর যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিযোগিতার বিষয়টি এখন আর কারও অজানা নয়। চীন যেখানে নজর দিয়েছে সেখানে হামলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আবার যুক্তরাষ্ট্র যেখানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায় সেখান গিয়ে হাজির হয় চীনসেটা জলে, স্থলে বা আকাশেই হোক। সর্বত্রই তারা নিজেদের অবস্থান জানান দিতে সর্বদা তৎপর থাকে। এবার চীনকে ঠেকাতে সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আবারও দূতাবাস চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনের সঙ্গে পুরোনো একটি সামরিক চুক্তি সম্প্রসারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ফিলিপাইনের আরও চারটি সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশের সুযোগ পাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা। এসবের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের অবস্থান জোরদার করার পথ সুগম করল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের পদক্ষেপ হিসেবে চীনকে মোকাবিলায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আবারও দূতাবাস চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর চীনের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি করে সলোমন। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা দেশটিতে নিজেদের অবস্থান জোরদারে উঠেপড়ে লাগে। এরই অংশ হিসেবে হোনিয়ারায় দূতাবাসটি পুনরায় চালুর ঘোষণা দেয় ওয়াশিংটন।

স্নায়ুযুদ্ধের পর ১৯৯৩ সালে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসটি বন্ধ হয়ে যায়। গত বুধবার সেটি পুনরায় চালু হয়। যদিও এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেননি সলোমনের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের

দূতাবাস চালুর বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে সরকার।

এই অঞ্চলটি কৌশলগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রদের কাছে এই দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক উপস্থিতি এখন পর্যন্ত এর পাপুয়া নিউগিনি ঘাঁটিতে কেন্দ্রীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বুধবার বলেন, নতুন করে চালু হওয়া দূতাবাসটি যুক্তরাষ্ট্র-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারত্বের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে, ফিলিপাইনের সঙ্গে পুরোনো একটি সামরিক চুক্তি সম্প্রসারণের ফলে দেশটির আরও চারটি সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা। গতকাল বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানায় দেশ দুটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন গত মঙ্গলবার ফিলিপাইনে যান। তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সঙ্গে দেখা করেন। এর পরই চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়। তবে এই চুক্তি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে বলে সতর্ক করেছে চীন।

চুক্তির ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয়, ইনহান্স ডিফেন্স কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্টের (ইডিসিএ) আওতায় ফিলিপাইনের পাঁচটি সামরিক ঘাঁটির অসমাপ্ত কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে এবং আরও নতুন চারটি সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিরোধপূর্ণ জলসীমার কাছে অবস্থিত ঘাঁটিও। তারা এমন সময় এ চুক্তি সম্প্রসারণ করল, যখন তাইওয়ান ঘিরে নিজেদের সামরিক কার্যক্রম বাড়িয়েছে চীন। চুক্তির বলে এখন থেকে চীনের কার্যক্রম আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া ওই ঘাঁটিগুলোতে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও মজুত করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। এই চুক্তি ফিলিপাইনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর মাধ্যমে পূর্ব চীন সাগরে নিজেদের বিরোধপূর্ণ অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে তারা। পূর্ব চীন সাগরের প্রায় সব এলাকাকে নিজেদের বলে দাবি করে থাকে চীন।

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে ছিলেন অনেকটা চীনঘেঁষা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন তিনি। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বেশ কয়েকবার ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ফিলিপাইন থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি।

তবে মার্কোস জুনিয়র দেশটির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সবকিছু পাল্টে যায়। গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিলিপাইন সফর করেন। এরপর দুই দেশের মধ্যে আবারও উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। খবর বিবিসি, সিএনএন ও এনডিটিভির

টিকটক সরাতে অ্যাপল-গুগলকে চিঠি ডেমোক্রেট সিনেটরের

পরিচয় ডেস্ক:অ্যাপ স্টোর এবং প্লে-স্টোর থেকে চীনভিত্তিক টিকটকের অ্যাপ সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর মাইকেল ব্যানেট। এ জন্য স্টোর দুটির মালিকানা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে অ্যাপল ও গুগলকে লিখিত চিঠি দিয়েছেন মার্কিন সিনেটের এই ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিকটকের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য মাইক গ্যালাঙ্গার। তবে শর্ট ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের ব্যাখ্যায় মোটেও সন্তুষ্ট নন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা। গত বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) সিনেটের ইন্টেলিজেন্স কমিটির সদস্য মাইকেল ব্যানেট অ্যাপল ও গুগলকে ওই চিঠি দেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়।

চিঠিতে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিম কুক ও গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইয়ের উদ্দেশে সিনেটর ব্যানেট লেখেন, সিসিপির (চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি) আদেশে থাকে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে মার্কিন জনগণ সম্পর্কিত এত বিস্তারিত তথ্য থাকতে পারে না বা তারা এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগণের কাছে নিজেদের কনটেন্ট তুলে ধরতে পারে না। এই ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের স্ব-স্ব স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপ মুছে ফেলতে জোর দাবি জানাচ্ছি।

ডেমোক্রেটিক সিনেটর যেখানে টিকটক অ্যাপ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন, সেখানে টিকটকের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক গ্যালেঙ্গার। যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের নীতিনির্ধারণীবিষয়ক প্রধান মাইকেল বেকারম্যান সাক্ষাৎ করেন চীন-সংক্রান্ত কমিটির সদস্য মাইকের সঙ্গে।

বৈঠকে টিকটকের কিছু পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন বেকারম্যান। তবে সেই ব্যাখ্যায় গ্যালেঙ্গার সন্তুষ্ট নন বলে জানান তার মুখপাত্র জরদান ডান। গ্যালেঙ্গারের পক্ষে ডান বলেন, সাক্ষাতের জন্য তাদের (টিকটক প্রতিনিধি দলের) সময় দেওয়ার বিষয়টিকে কদর করছি আমরা, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা অনুপ্রেরণামূলক নয় ।অবশ্য গ্যালাঙ্গারের সঙ্গে আরেকটি সাক্ষাৎ কামনা করছেন বেকারম্যান। রয়টার্সকে দেওয়া বক্তব্যে বেকারম্যান বলেন, এই পরিকল্পনায় নেই এমন বিষয়ে গ্যালাঙ্গারের যে আরও উদ্বেগ রয়েছে, সে বিষয়ে আরও জানতে আমরা আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে গত দুই বছর আমরা যা করছি, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে একটি ক্ষুদ্র সময়ের সাক্ষাতে তুলে ধরা কঠিন। উভয় পক্ষ বৈঠকে টিকটক 'যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের সংরক্ষণ' শীর্ষক পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে 'নজরদারি' বেলুন, ব্লিংকেনের চীন সফর স্থগিত

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে 'স্পাই' বা নজরদারি বেলুন উড়তে দেখার পর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন তাঁর নির্ধারিত চীন সফর স্থগিত করেছেন। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি এই খবর প্রকাশ করেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্লিংকেন ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিলে হঠাৎ করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ব্লিংকেনের চীন সফরের কথা ছিল।

গত বুধবার (১ ফেব্রুয়ারী) মন্টানা রাজ্যের ওপরে বেলুনটি উড়তে দেখা যায়। এর আগে বেলুনটি আলাস্কার অ্যালেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও কানাডার মধ্য দিয়ে উড়েছিল। সন্দেহজনক 'নজরদারি' বেলুনকে ঘিরে আলোচনা চলছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা এটিকে চীনের উচ্চতর 'নজরদারি' বেলুন হিসেবে আখ্যায়িত করলেও চীনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এটি 'আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ' বেলুন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় অনিচ্ছাকৃত প্রবেশের জন্য এক বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করেছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তারা বেলুনটিকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তে থেকে সরে এসেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বেলুনটিকে গুলি করার নির্দেশ দিলে এফ-২২ যুদ্ধবিমান প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দিনই প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন এবং মার্কিন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলিসহ শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা গোয়েন্দা বেলুনটির হুমকি মূল্যায়ন করতে জরুরি বৈঠক করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন, গুলি করা হলে বেলুনটির ধ্বংসাবশেষ মানুষের জন্য বিপদ ঘটাতে পারে। তাই তাঁরা গুলি না করার পরামর্শ দেন।

আগামী ছয় মাসেই ইউক্রেনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে বললেন সিআইএ প্রধান বিল বার্নস

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে আগামী ছয় মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র পরিচালক বিল বার্নস। ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে তিনি এই ভবিষ্যতবাণী করেন। তিনি জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আলোচনায় বসার জন্য মোটেই আগ্রহী নন। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রেই এই সংকটের সমাধান খুঁজতে হবে। খবরে বলা হয়, বার্নস যুদ্ধের দুই রকম ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, হয় রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে কিংবা সময় পরিবর্তন হয়ে ইউক্রেনের হাতে দখলকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ইউক্রেনের বিশাল সম্পদপূর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। এই এলাকা দেশটির মোট আয়তনের ২০ শতাংশেরও বেশি। তবে রাশিয়ার এই দখলকে 'অবৈধ' বলে দাবি করেন সিআইএ প্রধান।

তিনি আরও বলেন, পুতিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ইউক্রেনকে মুচড়ে ফেলা কঠিন কিছু না এবং ভবিষ্যৎ তারই অনুকূলে। ইউরোপে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলে কিংবা যুক্তরাষ্ট্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তার অভিযান সফল হতে সাহায্য করবে। তবে বার্নস বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার এই হিসেবে ভুল রয়েছে। গত নভেম্বর মাসে তুরস্কে রাশিয়ার গোয়েন্দা প্রধান সের্গেই নারিশকিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন বার্নস। সেখানে তিনি নারিশকিনকে সাবধান করে জানিয়েছেন, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আক্রমণের মতো, রাশিয়ার এই হিসেবেও গড়মিল রয়েছে। খবর সিএনএন

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ডেলওয়ারের বাইডেনের বাড়িতে এফবিআইয়ের তল্লাশি, পায়নি কিছু

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেলওয়ারের বাড়িতে ১লা ফেব্রুয়ারী বুধবার তল্লাশি চালিয়েছে এফবিআই। বাইডেনের আইনজীবী জানান, গোপন নথি সংক্রান্ত তদন্তের অংশ হিসেবে এমন তল্লাশি চালানো হয়েছে। তিন আরো জানান, তারা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের তল্লাশি পরিকল্পনার কথা আগেই জানতেন। প্রেসিডেন্ট এ কাজে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন।

এর আগে বাইডেনের সাবেক অফিস ও একটি বাড়ি থেকে দফায় দফায় সরকারি গোপন নথি উদ্ধার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উদ্ধার করা নথিগুলো ওই সময়ের। সিবিএস নিউজ জানায়, এসব নথিসংক্রান্ত বড় পরিসরে তদন্তকাজের অংশ হিসেবে এফবিআই বাইডেনের বাড়িতে গেছে।

প্রেসিডেন্টের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের ব্যাপারে এফবিআইয়ের পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য করা হয়নি। এর আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে মার-এ-লাগো রিসোর্ট থেকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নথি উদ্ধার করা হয়েছিল। এতে তিনি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

সাহিত্যকর্ম ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ে এলে পাঠক বাড়বে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রতিটি সাহিত্যকর্ম অডিও ভার্সন করে ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ে এলে পাঠক বাড়বে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী বুধবার বিকেলে রাজধানীর বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী 'অমর একুশে বইমেলা-২০২৩' উদ্বোধনকালে দেয়া প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

“আধুনিক যুগ ডিজিটাল যুগ” উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে পারি। আমাদের বইগুলোকে ডিজিটালাইজ করা, অডিও ভার্সন করা যেতে পারে। আজকাল অনেকেই পড়তে চায় না। কিন্তু একটা ফোন কানে দিয়েও শুনতে পারে। কাজেই বইয়ের অডিও ভার্সন করা যেতে পারে। প্রতিটি সাহিত্যকর্ম যদি অডিও ভার্সন করে দিই এবং ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ে আসি, তবে আরও পাঠকশ্রেণী পাব”

“এখনকার যুগে কেউ আর বই খুলে পড়তে চায় না। হাঁটতে-চলতে কোথাও যেতে যেতে পড়তে পারে তা করে দেওয়া উচিত। তবে এটা ঠিক আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এভাবে শুনে ওই তৃপ্তি পাওয়া যায় না, যেটা বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে পড়তে যে আরাম, যে স্বস্তি সে অনুভূতিটা পাওয়া যাবে না” যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “বাংলা আমাদের ভাষা, আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলি। পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের এ অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছিল। এ অধিকার আমাদের আদায় করতে হয়েছিল বুকের তাজা রক্ত দিয়ে” তিনি আরো বলেন, “আমাদের ভাষার অধিকার থেকেই আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার সুফল যেমন ছড়িয়ে দিতে হবে, তেমন ভাষার উৎকর্ষও ছড়িয়ে দিতে হবে”

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “স্কুলজীবন থেকে আমি বইমেলায় আসি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তো আসতেই হয়। আমি সবসময় বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি ব্যবহার করতাম। আজ দীর্ঘদিন পর এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে”

তিনি বলেন, “বাংলা ভাষার একটা ঐতিহ্য আছে। শুধু এটুকু বলি বাংলা ভাষাকে একসময় মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের যে প্রচেষ্টা ছিল, তা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮। তার কারণ ছিল পাকিস্তানি শাসকরা একটা বিজাতীয় ভাষাকে আমাদের ওপর চালিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙালি কিন্তু পরাভব মানে না”

“জাতির পিতা আন্তর্জাতিক সাহিত্য মেলার আয়োজন করেছিলেন” উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমি মনে করি বাংলা একাডেমি এ ধরনের বিশেষ সাহিত্য মেলার আয়োজন করতে পারে। জেলায় জেলায় এখন বইমেলা হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের যত বই বের হবে, বিভিন্ন ভাষায় সেগুলো অনুবাদ হবে। সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। বাংলা একাডেমি ও মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ কাজটা করতে পারে”

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য যারা একটি অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে কথা বলছেন তাদের নিন্দা করে ২০০৭-২০০৮ সময়কালে এমন সরকারের কাছ থেকে কারা লাভবান হয়েছিল তা ভাবতে বলেছেন। তিনি বলেন, '২০০৭-২০০৮ সালে একটি অনির্বাচিত সরকার (বাংলাদেশে) ছিল এবং এতে কার কী লাভ হয়েছিল? বরং অশুদ্ধ হয়েছিল দেশের সংবিধান। ক্ষতি হয়েছিল দেশের মানুষের জীবনমানের।'

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে (তথাকথিত) খুব জ্ঞানী বিজ্ঞানী আছেন। তাদের কাছে আবার এটাও শুনলাম দুই-চার বছরের জন্য যদি অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলেও তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাজেই আপনারা বুঝতে পারেন কারা বলতে পারে? ২০০৭-২০০৮ সালে তো অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় ছিল, কার কী লাভ হয়েছিল? কারণ, কিছু এগাছের ছাল ওগাছের বাকল নিয়ে একটা দল করার চেষ্টা, এ দল সে দল থেকে ভিড়িয়ে দল করার চেষ্টা, আমরা রাজনীতিবিদরা সব খারাপ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে জেলে ভরা হলো এবং কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী তখন মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং কিংস পার্টি গঠনসহ বিভিন্ন রকম প্রচষ্টা চালালো।

প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে বলেন, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না এটা ঠিক। কিন্ত অশুদ্ধ হবে আমাদের সংবিধান। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা এবং এর ৮ মাসের মাথায় জাতির পিতা আমাদের দিয়েছিলেন এই সংবিধান। আর অশুদ্ধ হবে বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান। কারণ, ওই দুই বছরের অভিজ্ঞতা যদি একটু স্মরণ করেন। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, সহিত্য চর্চা, অর্থনৈতিক অবস্থা সবই বিপর্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তখন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়।

সেই নির্বাচনে বিএনপি ৩০টি আসনে এবং বাকি আসনে আওয়ামী লীগ নেতৃতাধীন মহাজোট বিজয়ী হয়। এরপর থেকে জনগণের জন্য কাজ করে জনণের সমর্থন নিয়েই আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত ক্ষমতায় রয়েছে, বলেন তিনি।

তার সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করেছিল বলেই দেশে এখন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

বইমেলায় কখনো রাজনীতি, কখনো অনুভূতির 'রাজনীতি'

ঢাকা : একটি বই নিয়ে বাংলা একাডেমির আপত্তি থাকায় এবার অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্টল পায়নি আদর্শ প্রকাশনী। বাংলাদেশে বই নিয়ে 'আপত্তি' বা মেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়।

এবার একাডেমি কর্তৃপক্ষ তাদের আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেছে। তারা বলছে বইমেলার নীতিমালা অনুসরণ না করে 'বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে' নামের একটি বই প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য বইমেলার স্টলে রাখতে চাওয়ায় আদর্শ প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে না। বইটির লেখক ফাহাম আব্দুস সালাম। বাংলা একাডেমি তাদের চোখে বইয়ের 'বিতর্কিত' অংশটুকুও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরেছে। তারা বলছে, বইটির ১৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বাঙালি জাতিসত্তা; ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বিচার বিভাগ, বিচারপতি, বাংলাদেশের সংবিধান, সংসদ সদস্য; ২০ নম্বর পৃষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ৭১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে অশ্লীল, রুচিগর্হিত, কটাক্ষমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে, যা সংবিধানের ৩৯ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। কমিটি মনে করে, বইটি বইমেলার নীতিমালা ও নিয়ামাবলির পরিপন্থি।

'বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে' বইটির লেখক ফাহাম আব্দুস সালাম বলেন, ''আমার বইটি যদি কেউ পড়েন, তাহলে তাদের মনে হতে পারে বাংলা একাডেমিতে আমার কোনো লোক আছে, তাদের দিয়ে আমি বইটি বই মেলায় নিষিদ্ধ করিয়েছি চাহিদা বাড়ানোর জন্য। বইয়ে এমন কিছু নেই যার জন্য আপত্তি করা যায়। আমরা মনে হয়, কেউ আমার বইটির কিছু লাইন মার্ক করে বাংলা একাডেমিকে দিয়েছে, তারা সরকারকে খুশি করতে আদর্শ প্রকাশনীকে 'নিষিদ্ধ করেছে।''

তার কথা, ''এতে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আরো অনেকের বই তারা প্রকাশ করতো, সেই লেখকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পাঠকরা বাইরে থেকে আমার বই হুমড়ি খেয়ে কিনছেন। তারাও আবার পড়ে হতাশ হতে পারেন। কারণ, তারা মনে করছেন হয়ত অনেক কিছু পাবেন, কিন্তু তারা যেরকম চান, সেরকম কিছু পাবেন না।''

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমার বই নিষিদ্ধ না, কিন্তু প্রকাশক 'নিষিদ্ধ'। এর মাধ্যমে বাংলা একাডেমি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মুক্তভাবে সংবাদ ওয়েবসাইট পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে -বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ

নিউ ইয়র্ক:বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বাধাহীন এবং মুক্তভাবে তাদের ওয়েবসাইট পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সম্প্রতি বাংলাদেশে ১৯১টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সোমবার জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফ্রিংয়ে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাঁর মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক। তিনি বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে অন্য দেশকে আমরা যে আহবান জানাই, বাংলাদেশকেও একই আহবান জানাচ্ছি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের বাধাহীন এবং মুক্তভাবে নিউজ ওয়েবসাইট পরিচালনা করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘ দেখতে চায়, এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগে ১৯১টি অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন, ১৯১টি অনলাইন নিউজ পোর্টালের ডোমেইন বরাদ্দ বাতিলসহ লিংক বন্ধে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে। জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায় এমন কার্যক্রম পরিচালনা করায় এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে এ চিঠি দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থী পাঠানোয় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম ঢ়াকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত

ঢাকা:যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। দেশটিতে শিক্ষার্থী পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গতকাল অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় মেলা'-র উদ্বোধনকালে তিনি এ তথ্য জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে পারেন এমন সম্ভাব্য শিক্ষার্থী ও দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধি নিয়ে আয়োজিত সবচেয়ে বড় শিক্ষা মেলা এটি।

পড়তে যাওয়া বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার বিষয়টি তুলে ধরে পিটার হাস বলেন, 'আমরা বাংলাদেশীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে রোমাঞ্চিত, যারা তাদের সম্ভাবনা উন্নত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে পড়াশোনার জন্য বেছে নিয়েছে। এ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল কি বাংলাদেশের রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিদের লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেলেন?

ড. মইনুল ইসলাম: গত ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর শীর্ষ ২০ জন ঋণখেলাপির নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন। নামগুলো গত ২৫ জানুয়ারি দেশের সব পত্রপত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ২০ জন শীর্ষ ঋণখেলাপিকে প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ১৯,২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা, যার মধ্যে ১৬,৫৮৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা খেলাপি ঋণ। সংসদে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে মোট ৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬৫ জন ঋণখেলাপি রয়েছেন। শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির এক নম্বরে থাকা প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ ১,৬৪০ কোটি ৪৪ লাখ টাকা আর ২০ নম্বরের খেলাপি ঋণ ৫৪১ কোটি ২০ লাখ টাকা। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল সঙ্গে সঙ্গে এ তালিকা প্রত্যাখ্যান করে অভিযোগ তুলেছে, অর্থমন্ত্রীর তালিকায় বাংলাদেশের 'রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি' হিসেবে কুখ্যাত একজনের নামও খুঁজে পাওয়া যায়নি। গত ২৫ জানুয়ারি দেশের ইংরেজি দৈনিক দি ডেইলি স্টার প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন করেছে, 'নিয়মিতভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া কুখ্যাত ঋণখেলাপিদের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না।'

২০১০ সালে প্রকাশিত আমার সাড়া জাগানো গবেষণা-গ্রন্থ 'আ প্রোফাইল অব ব্যাংক লোন ডিফল্ট ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ'-এই 'হেবিচুয়াল ডিফল্টারস'দের আমি 'উইলফুল ডিফল্টারস' আখ্যায়িত করেছি, যার বাংলা অর্থ হলো 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি'। এর মানে, এ রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিরা রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে এতই প্রভাবশালী যে তারা ব্যাংকের ঋণ ফেরত না দিলেও ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ, সরকার বা দেশের বিচার ব্যবস্থা তাদের শাস্তি দিতে পারছে না। এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বছরের পর বছর ঋণখেলাপি হয়ে বহাল তবিয়তে তারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা গৃহীত ঋণের বড় অংশই বিদেশে পাচার করে ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপাতি কিনে তাদের পরিবারের প্রায় সবাইকে বিদেশে অভিবাসী করে ফেলেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া ১৯৯৭ সালে ১ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রস্ত যে ২ হাজার ১১৭ জন ঋণখেলাপির তালিকা সংসদে পেশ করেছিলেন ওই তালিকার বৃহত্তর এক হাজার ঋণখেলাপি থেকে ১২৫টি নমুনা বাছাই করে আমরা গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলাম। আমি তখন ডেপুটেশনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল। ১৯৯৯ সালের মে মাসে গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে আমরা একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে খেলাপি ঋণ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আমাদের গবেষণার ফলাফল নিয়ে বিরোধী দল বিএনপিকে সংসদে তুলোধুনা করেছিলেন। অনেকদিন গবেষণা বন্ধ রাখার পর 'রিসার্চ মেথডলজি' পরিবর্তন করে 'কেস স্টাডি মেথড' *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান এর রিপোর্ট হাজার হাজার সদস্য গ্রেফতার, বাংলাদেশের বিরোধী দল এখন দমন-পীড়নের শিকার

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালের মে মাসের একটি বিকেলবেলা। বাংলাদেশের ঢাকায় তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে অলসভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন আহমেদ কবির কিশোর। সেই সময়ে তার দরজা ভেঙ্গে ২০ জন পুরুষ ভেতরে ঢোকে। মুখে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে টেনে বাইরে বের করে এনে একটি ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় উৎসুক জনতার দিকে তারা বলতে বলতে যায় "দূরে সরে যাও , আমরা একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছি।

কিশোর সন্ত্রাসী ছিলেন না। তিনি একজন কার্টুনিস্ট ছিলেন যার রাজনৈতিক আঁকা, বাংলাদেশের বিশিষ্ট *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

গণতন্ত্র সূচকে দুই ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এর গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়েছে। বর্তমানে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৩তম। এর আগে ২০২১ সালের সূচকে ৫ দশমিক ৯৯ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫তম। ২০২০ সালের সূচকেও একই স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৬তম।

গত বৃহস্পতিবার (০২ ফেব্রুয়ারী) 'গণতন্ত্র সূচক-২০২২' প্রকাশ করে দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ১০-এর মধ্যে ৫ দশমিক ৯৯। ১৬৭টি দেশ ও অঞ্চল নিয়ে এবারের সূচক তৈরি হয়েছে।

পাঁচটি মূল বিষয়ের আলোকে বিশ্বের দেশগুলোর গণতন্ত্রের অবস্থা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

তিন কারণে বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে?

তারিক চয়ন : সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের দুই শীর্ষ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বেশ ঘনঘন বাংলাদেশ সফরে আসছেন।ঘনঘন এর মাত্রা এতোই তীব্র যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে তার মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা যখন হয়তো এক দেশের নেতাকে বিদায় জানাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই হয়তো আরেক দেশ থেকে আগত নেতাকে বরণ করতে ছুটতে হচ্ছে! অতি সম্প্রতি এমন ঘটনার নজির আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

চলতি বছরের একেবারে শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লুবাখার চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এইলিন একই সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিশেষ উপদেষ্টাও বটে। যাই হোক, এইলিন লউবেখার ঢাকায় আসার দিন দশেক পরই ঢাকা সফরে এসেছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। লক্ষণীয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদ্বয়ের ঢাকা সফরের মাঝখানে (আফ্রিকা যাওয়ার পথে) হঠাৎ করেই বাংলাদেশে যাত্রাবিরতি করে বসেন চীনের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিন গ্যাং।

এসবের নেপথ্যে কী? যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কি এই অঞ্চলে পরাশক্তির *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জাপানি মাকে ফেরাল ইমিগ্রেশন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বাবা র‍্যাব হেফাজতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ইমরান শরীফের কাছ থেকে দুই সন্তানকে নিজের জিম্মায় নিতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া জাপানি মাকে আবারও ফিরিয়ে দিল শাহজালাল বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশ। গত ৩১ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাতে জাপানি মা নাকানো এরিকো বড় মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশ ছাড়ার চেষ্টা করেন। তবে দ্বিতীয়বারের মতো আবারও তাকে ফিরিয়ে দেয় ইমিগ্রেশন পুলিশ। এর আগে আইন অমান্য করে গত ২৩ ডিসেম্বর দুই সন্তানকে নিয়ে জাপানে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন নাকানো এরিকো। তখনো ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেয়।

এদিকে ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার ভোরে গুলশানের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রিজার্ভ সংকটের মূল কারণ অর্থপাচার ও বেগমপাড়া

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সে ফের উল্লম্ফন, পাঁচ মাসে সর্বোচ্চ এল জানুয়ারিতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্য আইএমএফের ঋণ অনুমোদনের পর রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহেও সুখবর এসেছে। ফের উল্লম্ফন দেখা দিয়েছে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচকে। নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ১৯৫ কোটি ৮৯ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই অঙ্ক গত পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত বছরের জানুয়ারির চেয়ে বেশি এসেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। আর আগের মাস ডিসেম্বরের চেয়ে ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি।

রেমিট্যান্সে প্রতি ডলারের জন্য ১০৭ টাকা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। এ হিসাবে টাকার অঙ্কে জানুয়ারিতে ২১ হাজার কোটি টাকা দেশে পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী সোয়া কোটি প্রবাসী। প্রতিদিন পাঠিয়েছেন ৬৮০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক বুধবার (১ ফেব্রুয়ারী) রেমিট্যান্স প্রবাহের হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, সব মিলিয়ে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) ১ হাজার ২৪৫ কোটি ২১ লাখ (১২.১৬ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের এই সাত মাসে ১ হাজার ১৯৪ কোটি ৪০ লাখ (১১.৯৪ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন তারা।

গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের মতো নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতেও রেমিট্যান্স বেড়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রবাসীরা ১৭০ কোটি (১.৭০ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন, যা ছিল চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সেপ্টেম্বরে এসেছিল ১৫৪ কোটি ডলার। অক্টোবর ও নভেম্বরে এসেছিল যথাক্রমে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ও ১৫৯ কোটি ৫২ লাখ ডলার। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই ও আগস্টে অবশ্য ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল।

জানুয়ারিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২৫ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪ কোটি ২২ লাখ ডলার। ৪২টি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৬৫ কোটি ৩৭ লাখ ডলার। আর ৯টি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৭০ লাখ ৮০ লাখ ডলার।

ক্যালেন্ডার বছরের হিসাবে ২০২২ সালে ২ হাজার ১২৮ কোটি ৫৪ লাখ (২১.২৮ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল, যা ছিল আগের বছরের চেয়ে ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ কম। ২০২১ সালে ২ হাজার ২০৭ কোটি ২৫ লাখ (২২.০৭ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

মার্চের শেষ দিকে রমজান মাস শুরু হবে। রোজা ও ঈদ সামনে রেখে রেমিট্যান্সপ্রবাহ আরও বাড়বে বলে আশা করছেন জনশক্তি রপ্তানিকারক, ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা। তারা বলেছেন, 'ব্যাংকের চেয়ে খোলাবাজার বা কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম বেশি হওয়ায় এবং বেশি টাকা পাওয়ায় মাঝে কয়েক মাস প্রবাসীরা অবৈধ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানোয় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

রিজার্ভ সংকটের মূল কারণ অর্থপাচার ও বেগমপাড়া

ড. মঞ্জুরে খোদা: দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থপাচার বিরোধী আলাপ-সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে হলেও দেশে অবস্থার এতটুকু উন্নতি হয়নি। বরং পাচার, লুটপাট নিয়ে ইসলামী ব্যাংকেরসহ বড় বড় পিলে চমকানো সংবাদ আসছে।

চলমান অর্থনৈতিক সংকটের জন্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও করোনা ২টি বড় কারণ। তবে সব দায় তাদের কাঁধে চাপানোও যথার্থ নয়। যেমন: শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় মার্চের শেষে, এপ্রিলের প্রথমে। আর রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে ২৪ ফেব্রুয়ারির শেষে।

বাংলাদেশেও করোনাকালে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে। অর্থনৈতিক সংকটকালেও সেটা বন্ধ ছিল না। করোনা ও যুদ্ধ অবশ্যই এই সংকটের কারণ। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি, লুটপাট, অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অর্থপাচার বাড়ছে। আর এই অবস্থাই রিজার্ভ সংকটের প্রধান কারণ। এ কথা কোন যুক্তিতে অস্বীকার করা যাবে?

রিজার্ভের উৎস : বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস প্রধানত ২টি। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ও গার্মেন্টস রপ্তানি থেকে আয়। সেই আয়ে কি গত ২ থেকে ৩ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ধ্বস নেমেছে? পরিসংখ্যান সেই কথা বলে না। বরং করোনাকালেও প্রবাসীরা দেশে অর্থ পাঠিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের চেয়ে অধিক অর্থ পাঠিয়েছেন। করোনাকালে রপ্তানিমুখী খাত কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেলেও তারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ধারাবাহিকতা রেখেছেন।

দৈনিক যুগান্তরের এক প্রতিবেদন বলছে,ওদেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়লেও আমদানি ব্যয় না কমায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে। যে কারণে রিজার্ভ বৃদ্ধির বদলে তা কমে যাচ্ছেএ গত বছর রেমিট্যান্স থেকে আয় হয়েছে ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সাগরের পানি থেকে হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: সাগরের পানি থেকে হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যে সকল কোম্পানী প্রস্তাব দিয়েছে, তাদের সাথে আলোচনা চলছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে মাতারবাড়ি, মহেষখালী বা বাঁশখালীতে হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবতা যাচাই করা হবে। বুধবার (১ ফেব্রুয়ারি) সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে এ সংক্রান্ত লিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন সরকারদলের সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন খান। লিখিত প্রশ্নে তিনি কক্সবাজার সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে সুবিধাজনক স্থানে সাগরের পানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলবিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না, তা জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, সাগরের পানি থেকে হাইড্রোজেন বিদ্যুত উৎপাদন নতুন ধারণা। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করা হয়, যা ব্যয়সাপেক্ষ এবং তা বাণিজ্যিকভাবে ফলপ্রসু হয়নি। ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় এ ধরণের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই। তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের খরচ কমে এলে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এদিকে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার জন্য সরকার নানামুখি পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে অধিক কর্মী পাঠানো ও বৈধভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানো অন্যতম। বৈধপথে রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার ২০১৯ সালের পহেলা জুলাই থেকে ২ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে আসছে।

সরকার ইতোমধ্যে প্রণোদনার বিষয়টি ২ শতাংশ থেকে আড়াই শতাংশে উন্নীত করেছে। সরকারের এ সব পদক্ষেপের ফলে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে। একই প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা জানান, বাংলাদেশ একটি উচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশ। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির পরও ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাপ্ত ২১ দশমিক ০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে প্রায় ১০ হাজার ৪৯৩ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। তিনি আরো *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জন্য ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন আইএমএফের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্য ৪.৭ বিলিয়ন (৪৭০ কোটি) মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। গত ৩০ জানুয়ারী সোমবার অনুষ্ঠিত আইএমএফের নির্বাহী পর্ষদের বৈঠকে এ ঋণ অনুমোদন করা হয়। আইএমএফের ওয়েবসাইটে ঋণ অনুমোদনের তথ্য জানানো হয়। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বলা হয়, আইএমএফের নির্বাহী বোর্ড বর্ধিত ক্রেডিট সুবিধা (ইসিএফ) বা বর্ধিত তহবিল সুবিধার (ইএফএফ) অধীনে প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আরএসএফ তহবিলের আওতায় ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে। ৪২ মাস ধরে ধাপে ধাপে এই ঋণের পুরো অর্থ ছাড় করা হবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে আইএমএফ জানিয়েছে, বাংলাদেশকে দেয়া *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

রপ্তানিতে টানা তিন মাস ৫ বিলিয়নের বেশি আয় বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: সংকটে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মতো পণ্য রপ্তানিতেও সুবাতাস বইছে। আগের দুই মাসের মতো নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতেও পাঁচ বিলিয়ন (৫০০ কোটি) ডলারের বেশি রপ্তানি আয় দেশে এসেছে। এই মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে ৫১৩ কোটি ৬২ লাখ (৫ দশমিক ১৩ বিলিয়ন) ডলারের বিদেশি মুদ্রা দেশে এনেছেন রপ্তানিকারকরা। এই আয় গত বছরের জানুয়ারির চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ বেশি। আর এক মাসের হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়।

এ নিয়ে টানা তিন মাস পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয় দেশে এলো। বাংলাদেশের ইতিহাসে পণ্য রপ্তানি থেকে আয়ের ক্ষেত্রে এমন সাফল্য আগে কখনো দেখা যায়নি। গত বছরের শেষ দুই মাস নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আয় হয়েছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ১ ও ৫ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলার। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

PRODUCED BY
RUPKOTHA PRODUCTIONS
Bioskope Films
USA DISTRIBUTIONS
মেইড ইন
চিটাগং
DIRECTED BY IMRAUL RAFAT
মহাসমারোহে শুভ মুক্তি
নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকার ২২টি শহরে
১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, শুক্রবার
নিউ ইয়র্ক এর জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমায় ৭ দিন ব্যাপি ২৮টি শো
EVERYDAY @ 1PM, 4PM, 7PM & 10PM
design: iHope, 9295387903
In
JAMAICA Multiplex
১০-১৬ই ফেব্রুয়ারী
প্রথমবার সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম এর ভাষায় নির্মিত
STARRING PARTHA BARUA APARNA GHOSE NASIR UDDIN KHAN SAZU KHADEM IFRAD ABED HASAN AZAD CHITTRALEKHA GUHA HINDOL ROY MUKIT ZAKARIA SAIFUL ALAM CHOWDHURY PRIYA MOULI AUDREE AUTANDRILA RAFIUL QUADER RUBEL POLY CHOWDHURY
SCREENPLAY & CREATIVE DIRECTOR RIYADH BIN MAHBUB PRODUCER ENAMUL KABIR SUJAN PLATFORM PRODUCER, BINGE AHMED ARMAAN SIDDIQUI
EXECUTIVE PRODUCER RB PRITAM BACKGROUND SCORE & DUBBING PARTHA BARUA ASSOCIATE DIRECTOR EMEL HAQUE ART DIRECTION RIYAD HASAN
EDITOR MD LINCON COLOR HM SOHEL SOUND SOUND BOX MIX MASTER RIPON NATH FOLEY MEER MASUM CINEMATOGRAPHER GOLAM MAOLA NOBIR
PUBLICITY DESIGN SAYEEM COSTUME DESIGN CHOWDHURY NOWRIN FERDOUS PHOTOGRAPHER TAHMEEDUR RAHMAN PIASH

‘ঘৃণার আদর্শ গ্রাস করছে ভারতকে’

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকা হিন্দু জাতীয়তাবাদ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের প্রতি অপমান বলে মনে করছেন তার প্রপৌত্র তুষার গান্ধী। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভারতের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সফলতা গড়ে উঠেছে ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে। মহাত্মা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের ৭৫ বছর পূর্তি সামনে রেখে এ মন্তব্য করেন তিনি।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ধর্মীয় উগ্রবাদী নথুরাম গডসের গুলিতে মারা যান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ভারতীয় এ নেতার সহৃদ আচরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন গডসে। হত্যাকাণ্ডের পরের বছরই গডসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং এখনও তিনি বড় পরিসরেই নিন্দিত। তবে লেখক ও সামাজিক অধিকারকর্মী তুষার গান্ধী বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, গডসের নীতি এবং আদর্শ এখন বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতে। তুষার বলেন, ওই পুরো আদর্শ এখন ভারত এবং ভারতীয় হৃদয়ে ধারণ হচ্ছে, ওই ঘৃণা, মেরুকরণ এবং বিভক্তকরণের আদর্শ।

ফরাসীবার্তা সংস্থা এএফপিকে তুষার আরও বলেন, তাদের জন্য গডসেকে নিজেদের দেশপ্রেমিক আদর্শ হিসেবে ধরাটা খুব স্বাভাবিক।

মূলত নিজ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তার দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) উত্তরণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। ৬৩ বছর বয়সি তুষারের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বহু সাংস্কৃতিক প্রথার অবদমনের জন্য মোদি সরকার দায়ী। তুষার বলেন, ‘তার (মোদির) সফলতা ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আমাদের সবার অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে। তিনি এমন আগুন জ্বেলেছেন যা একসময় ভারতকে গ্রাস করে নেবে, তা যে নিজ অন্তরের অন্তস্তলে মোদিও জানেন, এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই।’

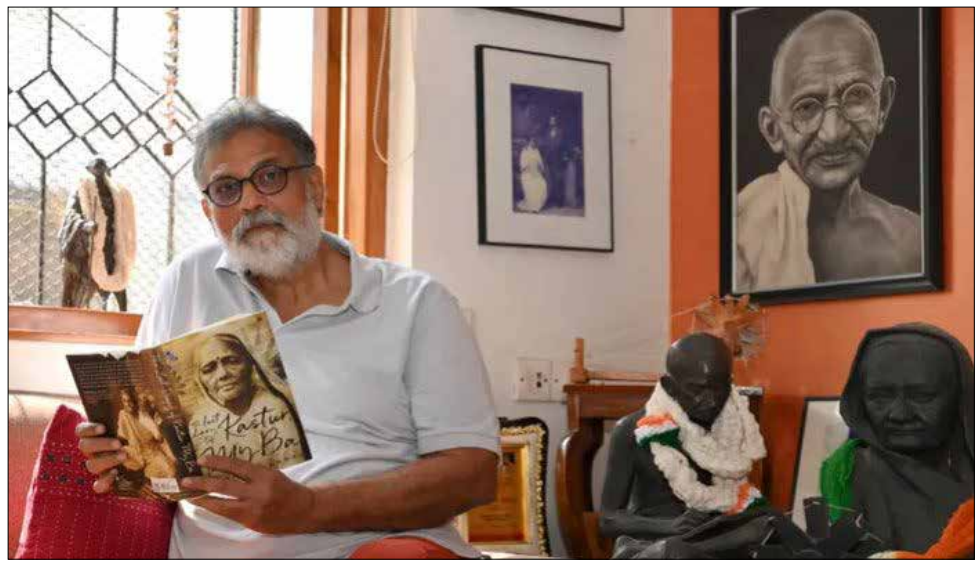

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মোদি সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার এক বছর পর ২০১৫ সালে গডসেকে উৎসর্গ করে নয়াদিল্লির কাছে মন্দির তৈরি হয়। এমনকি অনেকে গডসের নামে শহরের নামকরণের মধ্য দিয়ে তাকে সম্মানিত করার দাবিও জানান।

গডসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সদস্য ছিলেন। চরম ডানপন্থি এই হিন্দু দলের সদস্যরা এখনও বেসামরিক মহড়া ও প্রার্থনা বৈঠকের উদ্দেশ্যে একাট্টা হন। আরএসএস অনেক আগেই গডসের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নেই বলে জানিয়েছে। তবে এখনও তারা বেশ দৃঢ়ভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। আজকের বিজেপির গড়ে ওঠাটাও কয়েক দশক আগে এই সংঘ থেকেই হয়েছিল। দলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে লড়াই করা।

মোদি প্রায় নিয়মিতভাবেই গান্ধীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কখনও তার হত্যাকারীর কোনো নিন্দা করতে দেখা যায়নি তাকে। মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা বেড়েছে। দেশটির ১৪০ কোটি জনসংখ্যার ১৫ শতাংশজুড়ে রয়েছে মুসলিমরা।

বিজেপি এবং আরএসএস হিন্দুদের ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এমনকি ‘জনসংখ্যা-সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা’ বিরুদ্ধে লড়তে পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে।

মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের নিপীড়নে ক্ষমতাসীন বিজেপি ইন্ধন জোগায় বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু বিজেপি বরাবরই তা অস্বীকার করেছে।

গত সপ্তাহে ভারত সরকার বিবিসির তৈরি এক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীতে বাদ সেধেছে। ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোশ্চেন নামের তথ্যচিত্রটিতে গুজরাট দাঙ্গার সময় মোদি কী ভূমিকা রেখেছিলেন, সে বিষয়টি উঠে এসেছে। এরই মধ্যে দুটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্রটির।

এরই মধ্যে তথ্যচিত্রটিকে অপপ্রচার হিসেবে অভিহিত করেছে বিজেপি। টুইটার ও ইউটিউবকে নির্দেশ দিয়েছে নিজ নিজ প্লাটফর্ম থেকে তথ্যচিত্রটি সরাতে। তবে সরকারের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ভারতীয় কিছু ছাত্রসংগঠন এবং বিরোধী দল কংগ্রেস তথ্যচিত্রটি দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এ রকম প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরপাকড়ের ঘটনাও ঘটেছে। ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় মোদি ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫৯ হিন্দু তীর্থযাত্রী মারা যাওয়ার পর ওই দাঙ্গা শুরু হয়। অস্থিরতার জেরে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি সে সময় প্রাণ হারিয়েছিলেন, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলিম। সূত্র : এএফপি

৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর ধর্মঘটে স্থবির যুক্তরাজ্য

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ধর্মঘট পালিত হলো গতকাল বুধবার। প্রায় ৫ লাখের বেশি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেসরকারি কর্মচারী ও রেলওয়ের কর্মচারীরা সমন্বিতভাবে ধর্মঘট পালন করেছে। ধর্মঘটের ফলে পুরো দেশজুড়ে অনেকটা স্থবিরতা দেখা দেয়।

রয়টার্স জানায়, দেশজুড়ে শিক্ষকদের এই ওয়াকআউটের ফলে স্কুলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়; বেশির ভাগ রেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় এবং সীমান্ত এলাকায় সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীকে সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছে।

বুধবার প্রাথমিকভাবে তিন লাখ শিক্ষক ধর্মঘট করবেন বলে ধারণা করা হলেও পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ ৫ লাখের বেশি মানুষ কর্মস্থল থেকে এই ওয়াকআউটে অংশ নেন। গত এক দশকের মধ্যে শিক্ষক ধর্মঘটের এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ন্যাশনাল এডুকেশন ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মেরি বোস্টেড রয়টার্সকে বলেছেন, ‘ইউনিয়নের শিক্ষকরা মনে করেন, তাদের ধর্মঘট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ বেতন কমানোর ফলে প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই পেশা ছেড়ে যাচ্ছেন। ফলে যারা থেকে যাচ্ছেন, তাদের জন্য শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক শিক্ষকই আজকের ধর্মঘটে থাকতে চাননি। কিন্তু তারা বলছেন, খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতে থাকা এই পরিবর্তন ঠেকানো জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

তবে ধর্মঘটের বিপরীতে শিক্ষামন্ত্রী গিলিয়ান কিগান সরকারের অবস্থান অনড় বলে জানিয়েছেন। তিনি জানান, শিক্ষকদের বক্তব্য অনুযায়ী মজুরি বাড়িয়ে দেয়ার দাবি মেনে নেয়া মানে, মুদ্রাস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে তোলা।যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি গত চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে। গত কয়েক মাস ধরেই স্বাস্থ্য, পরিবহন কর্মী, ওয়্যারহাউস কর্মচারী এবং ডাক বিভাগের কর্মীসহ বিভিন্ন সেক্টরে ধর্মঘটের ঢেউ উঠেছে।

শিক্ষামন্ত্রী বিবিসিকে বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে আমরা যা করতে পারি, তা হলো শ্রমশক্তির একটি অংশের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দিতে। কিন্তু এই পদক্ষেপ নেয়া অর্থনৈতিকভাবে কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।’

কনসালটেন্সি ফার্ম সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর)-এর অনুমান অনুযায়ী গত আট মাস ধরে বিভিন্ন সেক্টরের মানুষ ধর্মঘট চালিয়ে আসলেও, সামগ্রিক বাণিজ্যিক খাতে সেটি বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

তবে শিক্ষকদের এই ধর্মঘট প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সরকারের ওপর একটি রাজনৈতিক প্রভাব ফেলবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। কারণ কনজারভেটিভ পার্টির আগের সরকারপ্রধানরাও এই ধর্মঘটগুলোকে নেতিবাচকভাবে সামাল দিয়েছে। ফলে ব্রিটিশ জনগণ মনে করে, ক্ষমতাসীন এই দলের ভোট ও সমীক্ষা বিরোধী লেবার পার্টির চেয়ে তাদের প্রায় ২৫ শতাংশ পয়েন্টে পিছিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষক ও বেসরকারি কর্মচারী ছাড়াও গতকাল বুধবার দেশজুড়ে এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে ১২০টিরও বেশি সরকারি দপ্তরের এক লাখ সরকারি কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার প্রভাষক। এর মাঝে কয়েকটি সেক্টরের কর্মীরা ধর্মঘট রোধে নতুন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আজও সমাবেশের পরিকল্পনা নিয়েছে।

এ ছাড়া চলতি সপ্তাহে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে আগামী সপ্তাহে নার্স, অ্যাম্বুলেন্স স্টাফ, প্যারামেডিকস, জরুরি ফোনকল গ্রহীতা এবং অন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা আরও একবার ওয়াকআউটের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। মূলত বেতনবৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই বিভিন্ন সেক্টরের কর্মীদের এই ধর্মঘট। কিন্তু সরকার এই ধর্মঘটে বিচলিত না হয়ে উল্টো মুদ্রাস্ফীতি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেই সচেষ্ট বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

সৌদি আরবের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চায় চীন

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় চীন। দেশটির নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গাং দ্রুত ‘চায়না-গালফ ফ্রি ট্রেড জোন’ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। গত ৩০ জানুয়ারী সোমবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়েছে। আরব নিউজ পত্রিকা জানিয়েছে, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল-সৌদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এক ফোনালাপে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চীনের প্রতি সৌদি আরবের অব্যাহত সমর্থণের প্রশংসা করেন। এখন চীন চায় অর্থনীতি, বাণিজ্য, জ্বালানি, অবকাঠামো, বিনিয়োগ এবং উচ্চ প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব চীন ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একটি ফ্রি ট্রেড জোন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানে মসজিদে বোমা হামলায় মৃত্যু বেড়ে ১০১

পরিচয় ডেস্ক:পাকিস্তানের পেশোয়ার পুলিশ লাইন মসজিদে বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০১। পুলিশ জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারী বুধবারের ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। ৩০ শে জানুয়ারি পেশোয়ারের রেডজোনে অবস্থিত ওই মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করতে উপস্থিত হন ৩০০ থেকে ৪০০ মুসল্লি। তার বেশির ভাগই পুলিশ কর্মকর্তা। এ সময় সেখানে আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় সে। এতে মসজিদটির ছাদের একাংশ ও ভিতরে মারাত্মক ক্ষতি হয়। ধসে পড়ে ছাদ। মারা যান বিপুল পরিমাণ মুসল্লি। পরে এই হামলার দায় স্বীকার করে নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান। পরে তারা এ ঘটনা থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখে। সূত্রগুলো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, গ্রুপটির স্থানীয় একটি অংশ এই দায় স্বীকার করে থাকতে পারে। বুধবার খাইবার পখতুনখাওয়া স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, আহত আরও একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০১।

হলুদ ড্যাফোডিল

সোহানা নাজনীন

লালের উপরে সাদা রঙ দিয়ে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" লেখা বাসটা জোড়া দোয়েল পাখীর ছাই রঙের কংক্রিটের শরীর পার হয়ে সকাল নয়টা নাগাদ কার্জন হলের লাগোয়া ফুটপাথ ঘেঁষে থামল। হুড়মুড় করে সবাই বের হচ্ছে, বের হচ্ছেন সোবহান করিম। লোহার বিশাল ফটক ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে কব্জিতে বাঁধা কালো সিকো হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন বারকয়েক। আজকেও দেরী হয়ে গেল, সকাল দশটায় পরীক্ষা শুরু হবার কথা, অথচ উনি কিনা এখনো গেটের গোড়াতেই খাবি খাচ্ছেন। বুক পকেট টা হাতড়ালেন, বাইরে থেকে প্রবেশ পত্র অনুভব করা যাচ্ছে। নাহ! জোর পায়ে হাটতে হবে নাহলে পৌঁছানো সম্ভব না। আরো দ্রুত পা চালাতে গিয়ে সোবহান করিম পড়ে গেলেন ফুটপাতের ধারে। পাশ দিয়ে ছেলে মেয়ের দল তোয়াক্কা না করেই চলে যাচ্ছে কোলাহল করে। কালো পীচের পাশে নাগকেশর গাছের নিচে যেখানে কলাবতীর লম্বা শীষগুলো বাতাসে দুলছে ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন সোবহান করিম। হঠাৎ হাত ঘড়িটায় সময় দেখলেন, দশটা বেজে গেছে! সর্বনাশ! তারমানে তো পরীক্ষা শুরু হয়েছে এতক্ষণে। উনি প্রাণপনে ওঠার চেষ্টা করছেন, হাত-পা ছুড়ছেন ওল্টানো তেলাপোকার মতো, কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা হয়ে যাচ্ছে।

ধাতব শব্দে ফোনটা কতক্ষণ বেজে চলেছে সোবহান করিম জানেন না। ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলেন, ঘামে বুকের কাছটায় শার্ট ভিজে গেছে। বুঝলেন এতোক্ষন উনি সেই পুরনো স্বপ্নটাই দেখছিলেন। আঁতিপাঁতি করে খোজার পর সোফার কুশনের নীচ থেকে সেলফোন উদ্ধার হল। খুজে পেতে কলটা ধরেই হাপিয়ে উঠলেন,

"হ্যালো, বিথী.....বল?"

"কখন থেকে ফোন দিচ্ছি, ঘুমাচ্ছিলে নাকি?"

সোবহান করিম তখনো ঘামছেন, হয়তো হিটারটা অটোমেটিক অন হয়েছে, ঘরটা বেশ উষ্ণ। উনি বিথীর কর্কশ আওয়াজের সাথে বিরক্তিমাখা চেহারাটা মনে ভাসাতে পারছেন। আঠাশ বছরের সংসার বলে কথা, অভিযোগ মেনে কথার উত্তর না দিয়ে নিরব থাকলেন।

"শোন বারবার কল দিচ্ছি এই কারনে যে বারোটার সময় মেইল দিতে আসবে, আজকেও যদি বরফ পরিষ্কার না করা থাকে তবে তো মেইল ম্যান ফেরত যাবে। কষ্ট করে বুটটা পরে যাওনা একটু। শুধু রাস্তা থেকে মেইল বক্স পর্যন্ত ক্লিন করলেই চলবে।"

সোবহান করিম জানালা দিয়ে শামুকের মতো উঁকি দিলেন, চেহারায় একটা ভয়ার্ত ভাব ফুটিয়ে ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। সেই শনিবার থেকে বরফ জমে আছে, এতো সহজে গলবে না মনে হচ্ছে। এই সপ্তাহেই একটা দরকারী চিঠি আসার কথা, বাড়িটা রেনোভেট করাবেন বলে ব্যাংকের কাছে লোনের আবেদন করেছিলেন।

"দেখি কি করা যায়, তুমি চিন্তা করো না, রাখছি এখন।"

গৃহপালিত স্বামীর মতো গলার সুরে সম্মতি জানিয়ে সোবহান করিম ফোনটা রেখে দিয়ে বস্তার মতো ভারী ঝোলানো শরীরটা টেনে তুলে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। সারারাত ভালো ঘুম হয়না দেখে সকালে নাস্তা খাবার পর উনার ভীষণ ভাবে ঘুম পায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেয়ারের মতো একগাদা কাপড় পরলেন, শরীরে রক্ত কমে গেছে, নার্ভেও প্রচুর সমস্যা, অল্পতেই খুব শীত লাগে আজকাল। ফিতার মতো চিকণ একটা রাস্তা কাটতেই সোবহান সাহেবের বুক ধড়ফড় শুরু হল। উনি লোহার বেঞ্চিটাতে বসে পড়ে হা করে বার কয়েক শ্বাস নিলেন, বীথির ভ্রু কোঁচকানো চোখ জোড়া মনে হতেই আবারো শাভলটা হাতে ধরলেন। সেই ভোরে সবাই ওঠার আগেই বীথি অফিসের জন্যে বের হয়, মেয়েটা পারেও বটে। ব্রেস্ট ক্যান্সারের দ্বিতীয় স্টেজে বীথি এতোটা সচল থাকে কিভাবে সোবহান করিম ভেবে পান না। অফিস থেকে ফিরে এক ঝটকায় একটা ম্যাক্সি পরে বীথি দাড়িয়ে যায় রান্নাঘরে, প্রতিদিন নতুন কিছু তার রান্না করা চাই। সন্ধ্যে সাতটার বসার ঘরের বিশালকায় টিভির সামনে ডাবল সোফায় নিজেকে ছেড়ে দেন। আর সোবহান করিম ঢুলতে থাকেন বেতের চেয়ারে, আধোঘুমেই কিছু ফোন ধরেন, বিড়বিড় করে কথা বলে রেখে দেন। রনকনকমা'র গাছে ঘেরা ছোট্ট বাড়িটার উপরে ততোক্ষনে চাঁদ উঠে গেছে। ঝকঝকে চারিদিক, সাদা ক্ষীরের মতো বরফ জমে আছে, পরিবেশটায় কেমন যেন একটা মোহনীয় আলো ছড়ানো। ছোট শহরে রাত আরো গভীর হয়, যানবাহন চলাচল কমে আসে কিন্তু সোবহান করিমের চোখে ঘুম আসেনা। উনি তখন জীবনের হিসেবের খাতাটা খুলে বসেন, যোগ-বিয়োগ শুরু করে দেন। বীথি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, তার নিঃশ্বাসের ভারী আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কেমোর প্রভাবে মেয়েটা রীতিমত দুর্বল, মাথার চুল একদফা ঝরে গিয়ে নতুন চুল গজিয়েছে। বীথির গোল মুখটা আর সেরকম কমনীয় নেই, চোখের কোটরে ক্লান্তির বাসা, ছয়দিনের জায়গায় আজকাল চারদিন অফিসে যায়। ত্রিশ বছর আগে এই বীথিকে দেখতে গিয়েই বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন সোবহান করিম। একহারা লম্বা গড়নের বীথি তখন চব্বিশ বছরের যুবতী, গোল মুখটায় রাজ্যের লাবন্য ঝরে পড়ছে যেন। সোবহান করিমও কম যান না, টগবগে তরুন ব্যাবসায়ী। ভার্সিটি থাকাকালীন রাজনীতি করতেন, মেধাবী ছিলেন, লম্বা একহারা অবয়ব দেখে অনেক মেয়েই উনার প্রেমে পড়েছিল। সেইসব প্রেম ধুলিস্যাত করে প্রথম দেখায় বীথিকেই পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী প্রবাসী জীবন সুখের হয়নি তাদের, ছোট দুইটা মেয়ে নিয়ে আমেরিকায় আসার পর রোড এক্সিডেন্টে সব কিছু মুহূর্তে উল্টে গিয়েছিল। দুই বছর লাইফ সাপোর্টে থাকার পর বছরখানেক হুইল চেয়ারে বসে থাকতে হয়েছিল সোবহান করিমকে। দুবেলা ফিজিও থেরাপিস্টের সাথে একজন সাইকো থেরাপিস্টও আসতো। জীবনের প্রতি রুষ্টতা মানসিক ভারসাম্যেও আঘাত হেনেছিল। কিন্তু বীথি পুরো ব্যাপারটার প্রতি ভীষণ যত্নবান হয়ে সামলেছিল সব। নিউইয়র্কের মতো ব্যায়বহুল শহরে একনিষ্ঠ ভাবে একলা হাতে সংসার চালানো, মেয়েদের বড় করা, আবার স্বামীর সেবাযত্ন কিছুই বাদ দেয়নি। মেয়েরা এখন বড়, নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে তারা সচেতন। অথচ বিথীকে দুর্ভাগ্য ছাড় দিল না, ক্যান্সারটা প্রথম স্টেজে ধরা পড়লেও ভোগান্তির কমতি নেই। শরীরের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে দেড় বছর যাবত, মনোবলের এতোটুকু কমতি নেই মেয়েটার।

আজ কতকিছু মনে পড়ছে, প্রায়ই এমন হচ্ছে আজকাল, রাত যত গভীর হয় ততোই যেন মাথার ভিতর নানান ঘটনা ঠেলাঠেলি করে। ওয়াটার হিটারটা মঝে মাঝে হিস্‌হিস আওয়াজ তুলে নীরবতা ভাঙ্গে, তবুও বাসার সবাই অতল ঘুমের সাগরে তলানো। মাঝরাত পার হয়েছে, ছোট্ট শহরটায় অনেকেই তখন জেগে নেই। সোবহান করিম জানালার ধারের উঁচু বেতের চেয়ারটায় বসে বাইরে তকিয়ে আছেন, এটা উনার বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। বরফে ডোবা রাস্তা ঘাট দেখতে এখনো উনার ভালো লাগে, সেই প্রথম প্রবাস জীবনের মতো। শিমুল তুলোর মতো সাদা সাদা তুষারকনা আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, এই দৃশ্য দেখে সোবহান করিম বাকহীন হয়ে যেতেন। বাড়ির সামনের আঙ্গিনাটুকু পায়েসের পেয়ালার মতো দুধ-সাদা হয়ে আছে। সদ্য পরিষ্কার করা লেটার বক্সের গোড়াতে তাকালেন, ওখানেই শেষ সামারে ফুটেছিল একগোছা হলুদ ড্যাফোডিল। মনে পড়লো গ্রীক পুরান কাহিনী, নারসিসাস নিজের সৌন্দর্যে নিজেই বিমোহিত হয়ে পানিতে পড়ে সলিল সমাধি হয়েছিল। আর ঐ জমিনেই ফুটেছিল ড্যাফোডিল ফুল, তাদের ঘাড় বাকানো গঠন বলে দেয় নারসাসিসের সেই পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার উদ্ধত ভঙ্গি। কিন্তু সোবহান করিম ভাবেন অন্যকথা, ড্যাফোডিল ফুলের শীষ তাকে নারসিসিজমের কথা মনে করায় না। বরং তিনি ভাবেন অন্য তুলনা, জীবনের কোথায় যেন ক্ষণস্থায়ী হলুদ ড্যাফোডিলের সাথে মিলে-মিশে যায়।

বসন্তের শুরুতে মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া শীষগুলো সবাইকে চমকে দিয়ে খুব দ্রুত নুইয়ে পড়ে। ওই শীষগুলোর মতোই নিজেকে ভাবেন তিনি। বালুর কণার মতো আঙ্গুল গলে সুখগুলো কখন বেরিয়ে গেছে সোবহান করিম টেরই পাননি। আজ জীবনের প্রতি পৃষ্ঠাজুড়ে শুধু অসুখের বিলাপ আর হাহাকার।

বই পড়া একটি উন্নত অভ্যাস কেন

এইচ বি রিতা

বই পড়া-একটি উন্নত অভ্যাস। অনেকেই বই পড়তে পছন্দ করেন। এই পছন্দের বিষয়টা মনে সুখ দেয়। অনেক ধরনের বইরয়েছে, যে যেটা পড়তে আগ্রহী। পড়ার উদ্দেশ্য হলো-বইয়ের পৃষ্ঠার ধারণাগুলিকে জানা এবং আমরা যা জানি, তার সাথেসংযুক্ত করা। আমরা যদি কোন বিষয় সম্পর্কে একেবারেই কিছু না জানি বা আগ্রহ না রাখি, তবে আমাদের মনের মধ্যে পাঠ্যেরশব্দ বিষয়গুলি ঢেলে দেওয়া বৃথা চেষ্টা করা হবে।

বই পড়ার অনেকগুলি উপকারীতা আছে। বই পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো-সহানুভূতি বৃদ্ধি। বই পড়া আমাদেরকেঅন্যদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে অন্যদের অনুভূতির প্রতি সদয় ও বিবেচনাশীল হতে উৎসাহিতকরে। কেউ যখন অন্য ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে গল্প পড়ে, তখন এটি তাদের সেই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বকে বোঝার দক্ষতাবিকাশে সহায়তা করে। বই পড়া-মনের তত্ত্ব কে উন্নত করার একটি মাধ্যমে। মনের তত্ত্ব হল বিশ্বাস, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা বাআবেগের মতো মানসিক অবস্থাগুলিকে অন্যের প্রতি আরোপ করার ক্ষমতা এবং বোঝার ক্ষমতা। অন্যদের বিশ্বাস, অভিপ্রায়এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি যে আমাদের নিজেদের থেকে আলাদা, বই পড়ার মাধ্যমেই সেটাও বোঝা যায়। আপনি যখন কোনোসাহিত্যিক কল্পকাহিনী পড়বেন, তার মানে আপনি অন্য মানুষের চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আপনার বোঝারগভীরতা বাড়াচ্ছেন।

বই পড়া স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে এবং অনেকের ক্ষেত্রে ঘুমাতেও সাহায্য করে। জীবন কোনো না কোনভাবে চাপপূর্ন হতে পারে, বিশেষ করে ব্যস্ত বা চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং স্কুলের সময়সূচীর সাথে। ব্যস্ত জীবনধারার চাপ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাওয়াকঠিন। তবে, বই পড়া চাপের মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। দ্য ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষাঅনুসারে, বই পড়া স্ট্রেস লেভেলের ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি, বই পড়া আপনাকেরাতের ভালো ঘুম পেতে সাহায্য করতে পারে। অনেকে ঘুমানোর আগে প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছেন। ফোন স্ক্রিন আমাদের রাতেজাগিয়ে রাখে এবং ঘুমের সমস্যা করে। অন্যদিকে বই পড়া আমাদেরকে শিথিল হতে সাহায্য করতে পারে এবং ভালো ঘুমআনতে সাহায্য করতে পারে।

বই পড়া মানে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করা। অভিধানে শব্দ মুখস্ত করার চেয়ে একটি বই থেকে শব্দভান্ডার শেখা অনেক অর্থবহ ওসহজ। কারণ আপনি শব্দগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে শিখছেন। সেন্টার অফ রিসার্চ ইনটু রিডিং, লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটিরগবেষক ডঃ জোসি বিলিংটনের মতে, "পঠন মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, ক্রিয়াকলাপগুলো তারা আগেও অনুসরণ করেছিল, বা তাদের কাছে এখনও জ্ঞান এবং দক্ষতা রয়েছে যা তাদের স্থান এবং উদ্দেশ্য থাকার অনুভূতি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তাকরে।চ

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বই পড়া কঠিন সময়ে মানুষকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এর সময়, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি ওয়ার সার্ভিসের উদ্যোগটি ওলাইব্রেরি অফ কংগ্রেস্থ দিয়ে শুরু হয়েছিল, যেখানে সৈন্যদের জন্য ৭০০মিলিয়নেরও বেশি পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বইগুলি সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ট্রমা থেকে নিরাময় করতেসহায়তা করতে পারে। গ্রন্থাগারিকরা উল্লেখ করেছেন যে, বইগুলি সৈন্যদের শান্ত করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের মানসিক ওআবেগ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল।

মূলত আমরা যখন পড়ি, তখন আমরা শিখি যে আরও কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের মতো একই রকম বা সমান পরিমাণকঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাদের বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

বই পড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা হলো-এটি আপনার মস্তিষ্ককে উন্নত করে! আপনি যখন কিছু পড়েন, তখন এটিআপনার স্নায়ুপথকে প্রজ্বলিত করে। পড়ার সময়, আপনার মস্তিষ্ককে অবশ্যই তথ্য এবং বিবরণ যেমন অক্ষর, প্লট এবং সাবপ্লটমনে রাখতে হয়। যেহেতু আপনার মস্তিষ্ক এই তথ্য ধরে রাখে, আপনি নতুন স্মৃতি তৈরি করেন। এর মানে নতুন প্রান্তসন্নিকর্ষতৈরি করা হচ্ছে, এবং পুরানো স্মৃতিগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। বই পড়া আপনার স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মেমরিফাংশন উন্নত করে।

গবেষকরা দেখান যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা যারা নিয়মিত পড়েন, তাদের জন্য এটা মানসিক ব্যায়াম হয় এবং তাদের মানসিক পতনেরসম্ভাবনা ৩২ শতাংশ কম থাকে।

বই পড়া আমাদের জন্য ভাল একটি অভ্যাস কারণ এটি আমাদেরকে মনোযোগী হতে, স্মৃতিশক্তি, সহানুভূতি এবং যোগাযোগদক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে। বই পড়া মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। বই পড়া আমাদের নতুন জিনিস শিখায়।ইয়েলের গবেষকদের(Yale researchers) মতে, যারা বই পড়েন তারা বেশি দিন বাঁচেন। ৫০ বছরের বেশি বয়সী ৩,৬৩৫ জনলোকের উপর তারা একটি গবেষণা করেছেন এবং দেখেছেন যে, যারা প্রতিদিন ৩০ মিনিটের জন্য বই পড়েন, তারা অপাঠক বাম্যাগাজিন পাঠকদের তুলনায় গড়ে ২৩ মাস বেশি বেঁচে থাকেন। স্পষ্টতই, বই পড়ার অভ্যাস জ্ঞানীয় ব্যস্ততা তৈরি করে যাশব্দভান্ডার, চিন্তা করার দক্ষতা এবং একাগ্রতা সহ অনেক কিছুর উন্নতি করে। এটি সহানুভূতি, সামাজিক উপলব্ধি এবংসংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তাকেও প্রভাবিত করতে পারে, যার সমষ্টি মানুষকে গ্রহে দীর্ঘস্থায়ী থাকতে সাহায্য করে।

নিউ ইয়র্ক, ফেব্রুয়ারী ২০২৩

গ্রন্থমেলা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম

‘সেন্সর বোর্ডের মতো বই দেখার কমিটি থাকলে ভালো হতো’

এবারও একুশে বই মেলা শুরুর আগেই শুরু হয়েছে এক প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ না দেয়া নিয়ে বিতর্ক। নিষিদ্ধ নয় এমন বইয়ের কারণে বাংলা একাডেমির এ অবস্থান কি যুক্তিসঙ্গত?

এমন পরিস্থিতি এড়ানোর উপায় কী? এসব বিষয়েই কথা বলেছেন গ্রন্থমেলা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রশ্ন : এবার বইমেলার প্রস্তুতি কেমন?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : আছে। এখন আমাদের সব স্টল বরাদ্দ শেষ। প্রধানমন্ত্রী পহেলা ফেব্রুয়ারি মেলার উদ্বোধন করবেন, সেই প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। এবার প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এসে উদ্বোধন করবেন। এবার মেলার আঙ্গিকগত ও বিন্যাসগত পরিবর্তন এনেছি। মেট্রোরেলের কারণে এবার আমরা মূল গেটটা পাচ্ছি না। এটাকে এবার বাহির হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে। আর রমনা মন্দিরে যাওয়ার মূল গেটটা প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহার হবে। এবার ১৮২টা স্টল আর ১১টা প্যাভিলিয়ন। এর মধ্যে গতবছর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের দিকে যে স্টলগুলো ছিল তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এবার তাদের মূল জায়গায় নিয়ে এসেছি।

প্রশ্ন : মেলা যে নীতিমালার ভিত্তিতে চলে, সেটা কারা তৈরি করে?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম :আমাদের ৩১ সদস্য-বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি আছে। প্রথম মিটিংয়ে এই কমিটি নীতিমালাটা চূড়ান্ত করে ফেলে।

প্রশ্ন : প্রতি বছরই স্টল বরাদ্দ নিয়ে নানা সংকট দেখা দেয় কেন? বিষয়টিকে বিতর্কমুক্ত করা যায় না?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : সেটা তো বুঝতেই পারছেন। এবার একটা হয়েছে আদর্শ নিয়ে। পেছনে যে ক্ষতিগ্রস্ত সে তো অনেক কথাই বলবে। যে সামনে স্টল পেয়েছে, ভালো জায়গায় পেয়েছে, সে তো কিছু বলবে না। এত বিশাল এলাকা, সবাইকে তো সন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

প্রশ্ন : এবারও আদর্শ প্রকাশনী স্টল বরাদ্দ নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে সেখানে বাংলা একাডেমি কি দায় এড়াতে পারে?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : এটা নিয়ে আমি কোনো কথাই বলতে চাই না। এখন আর ওই ইস্যুটা নেই। উনি অনেক কথাই বলেছেন। বাংলা একাডেমি এককভাবে স্টল বরাদ্দ দেয় না, এখানে একটা কমিটি আছে, তারাই সিদ্ধান্ত দেয়। সমস্যাটা যখন হয়েছে, তখন আদর্শ শো ডাউন করেছে,অনেক কথা বলেছে। তখন আমি দু-একটি কথা বলতে গেছি, দেখি বিকৃত হয়ে যায়। তখন আমি মহাপরিচালককে বলেছি, মিটিং ডাকার জন্য। উনি মিটিং ডেকেছেন। সেখানে সম্মিলিতভাবে একটা প্রেসরিলিজ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আমরা নীতিমালাটা আপলোড করেছি। এই দুটো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন : যে বইগুলো নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, এর একটিও নতুন বই নয়। সবগুলো বই গতবছর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে, তখন আপনারা কিছু বলেননি কেন?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : আমি যতটুকু জানি, গত বছর বইমেলা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা বইগুলো এনেছে। আপনারা জানেন, আগের বছর যখন মেলা শেষ হয়, সেই দিন থেকে এ বছর মেলা শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত কাউন্ট হবে। গত বছর মেলা শেষ হয়েছে ৭ মার্চ, আর বইগুলো সম্ভবত এসেছে ৪ মার্চ। যখন বইগুলো জমা হয়েছে, তখন হয়ত আমরা মূল্যায়ন করতে পারিনি। এবার যখন আমরা নীতিমালায় দেখলাম যে বইগুলোর মধ্যে এসব জিনিস রয়েছে, এগুলো কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আমাদের গোচরে এনেছে। সেই কথাটাই আমরা প্রেস রিলিজে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্ন : তাহলে কি বইমেলায় যে বইগুলো আসে তার উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই বাংলা একডেমির?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : ৫৭৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার বই বের হয়। বাংলা একাডেমির ছোট্ট একটা কমিটি দিয়ে কি সবগুলো বইয়ের মূল্যায়ন করা সম্ভব? একটা উদাহরণ দেই। বাংলা একাডেমি থেকে যদি কোনো বই হয়, সেই বইয়ের শতভাগ দায়িত্ব বাংলা একাডেমি নেবে। আমরা কী করি, দুই জায়গায় রিভিউতে পাঠাই। যদি কিছু কনফিউজিং হয় তখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পাঠাই। এরপর আমরা ছাপি। প্রকাশকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। একটা কমিটি করে দিয়ে তাদের কাছে পাঠালে তখন তারা দেখতে পারে। কেন্দ্রীয় একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সিনেমাগুলো সেন্সর করা হয়। কীভাবে হয়? একটা কমিটি আছে, তারা দেখে, তারপর সিনেমাটির অনুমোদন দেওয়া হয়। ঠিক সেইভাবে যদি একটা কমিটি থাকতো সেটাই ভালো হতো।

প্রশ্ন : বইমেলায় যে বইগুলো আসে, সেগুলো কি বাংলা একাডেমির অনুমোদন নিয়ে আনতে হয়? নাকি যে কোনো প্রকাশক স্বাধীনভাবে আনতে পারেন?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : বাংলা একাডেমির নীতিমালা করে দেওয়া আছে। যদি কোনো বই নিয়ে কনফিউশন দেখা দেয়, তখন টাস্কফোর্স আছে, তারা দেখে। এটা বলতে পারেন, টাস্কফোর্স এতদিন কঠিনভাবে হয়ত এগুলো দেখেনি। এটা আমি মানলাম। টাস্কফোর্স কোনো দায়িত্বে অবহেলা করলে তাদের উপর বর্তাবে। এবার কিন্তু টাস্কফোর্স অন্যভাবে সাজানো হয়েছে। মেলার প্রথম দিন থেকেই তারা এদিকে লক্ষ্য রাখবে। ফলে এবার অন্য রেজাল্টও আসতে পারে। শিল্পকলার মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে একটা কমিটি করা হয়েছে। তিনি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন।

প্রশ্ন : বাকস্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : আমি কিছুই বলবো না। আমি মেলার সদস্য সচিব মাত্র। আমি তো লেখকও না। অন্যভাবে বললে, বাকস্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা মেলা পরিচালনা কমিটি, মিডিয়াসহ অন্যরা এটা দেখবে।

প্রশ্ন : প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কতটুকু স্বাধীন? সরকারের হস্তক্ষেপই বা কতটুকু?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ নেই। বাংলা একাডেমি রুচিশীল ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এগুলো বাংলা একাডেমি খুব একটা ছাপে না। আমরা গবেষণাকে প্রাধান্য দেই। আমি এখানে ১৯৯৬ সাল থেকে আছি। এখানে এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, সেই কথা কিন্তু কেউ কখনো আমাদের বলেনি। বাংলা একাডেমি যথেষ্ট স্বাধীন।

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখি, ধর্মীয় উস্কানিমূলক কিছু বই মেলায় আসে। এটা নিয়ন্ত্রণে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম : নতুন যারা স্টল নেয়, তাদের কিন্তু বইগুলো জমা দিতে বলা হয়। সেই বইগুলো কিন্তু কমিটির সবাই দেখেন, যাতে বিতর্ক না হয়। সে কারণে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজ সন্দেহজনক মনে হয়েছে, তাদের স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আমাদের কমিটির সদস্যরা বলেছেন, যেগুলো ধর্মীয় বই সেগুলো তো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান হয় সেখানে তো তারা যেতে পারে। এখানে অন্য যারা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে চান, তাদের জন্য। এখানে তো স্পেস অনেক কম। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বলা হয়েছে, সেখানকার নীতিমালার আলোকে তারা ওখানে স্টল দিতে পারে। আমরা এবার যথেষ্ট সতর্ক।

প্রশ্ন : আগে বইমেলায় লেখকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, লেখদের নিরাপত কতটা নিশ্চিত করা হয়েছে?

ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম :গত ১৯ জানুয়ারি আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের একটা মিটিং হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানের লোকজন সেখানে ছিলেন। সেখানে কিন্তু প্রথমেই নিরাপত্তার বিষয়টি উঠে এসেছে। বিভিন্ন বাহিনী আমাদের বলেছে- এবার কোনো থ্রেট নেই। তারা আমাদের বলেছেন, নীতিমালার আলোকে আপনারা কঠোর অবস্থানে থাকবেন। যেভাবে চলছে, সেটা দেখে মনে হচ্ছে পহেলা ফেব্রুয়ারি আমাদের সুন্দর একটা মেলার উদ্বোধন হবে। -সমীর কুমার দে, ডয়চে ভেলে ঢাকা

ইচ্ছেমতো লিখতে চাই, ইচ্ছেমতো পড়তে চাই

অনুপম দেব কানুনজ্ঞ : মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় বলে আমার মনে হয়। ‘যা ইচ্ছা' কী আসলে স্বাধীনতা, নাকি কিছু ক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও?

লেখকদের কী এসব চিন্তা করে লেখা উচিত, নাকি পাঠকদের বেছে বেছে পড়া উচিত? বিষয়টা খুব জটিল।

সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' নামে একটি গান ছিল, যেখানে অভিনেতা উৎপল দত্ত হীরক রাজার ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করেছেন। গানের অংশটিতে দেখা যায় গায়ক গান গাইছেন, রাজা সুন্দর সেই কণ্ঠে মোহিত হয়ে ছন্দে ছন্দে মাথা দোলাচ্ছেন। এক পর্যায়ে ‘বাহ, খাসা' বলে গায়কের প্রশংসা করতেও শোনা যায় হীরক রাজাকে।

কিন্তু যখনই গানের কথায় ‘মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে' অংশটুকু আসে, রাজার মুখের অভিব্যক্তি পালটে যায়। আমাত্যরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। এক পর্যায়ে ধমক দিয়ে গান থামিয়ে দেন রাজা। টেবিল চাপড়ে বলে ওঠেন, ‘‘এ গান বন্ধ। এর মুখ বেঁধে ফেলো, হাত-পা বেঁধে ফেলো, বেঁধে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলো।"

রাজা-রাজড়াদের তুষ্ট করা, না করতে পারলে গর্দান যাওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো।

উইলিয়াম শেকসপিয়ারকে বিবেচনা করা হয় ইংরেজি সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিক হিসেবে, বিশ্বের অন্যতম সেরা নাট্যকার হিসেবে। তার হেমলেট, ম্যাকবেথ, মার্চেন্ট অব ভেনিস, রোমিও জুলিয়েটের মতো নাটক বিশ্বের সব দেশেই পাঠ্য। এমন কোনো ভাষা হয়তো নেই, যে ভাষায় শেকসপিয়ারের সাহিত্য অনুবাদ হয়নি।

শেকসপিয়ারের এসব সাহিত্যকর্মে ছিল সরাসরি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। রানি প্রথম এলিজাবেথ এবং রাজা প্রথম জেমসের আনুগত্য নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। ম্যাকবেথ নাটকটিও রচনা হয়েছে রাজা প্রথম জেমসকে খুশি করার লক্ষ্যেই। জেমসকে বিজয়ী পক্ষে রেখেই সাজানো হয়েছে নাটকের গল্প। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন জেমস নিজেই এই নাটকটি লিখতে শেকসপিয়ারকে আদেশ দিয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে ম্যাকবেথ অসাধারণ সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু তখন যারা রাজার বিরোধীতাকারী ছিলেন, তারা শেকসপিয়ারকে কেমন দৃষ্টিতে দেখতেন?

যুগ যুগ ধরে সাহিত্যকর্ম এমন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই এগিয়েছে। আরাকান রাজসভায় স্থান না পেলে মহাকবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্য লিখতেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উল্লেখ্য, এ কাব্য আরাকান রাজার আমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই রচনা করেছিলেন আলাওল।

আধুনিক যুগেও এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। এমনকি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিভূ বলে ধরে নেয়া হয় যাদের, তাদের ক্ষেত্রেও এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।

বর্তমান সাহিত্যিকরাও কী এর ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? প্রকাশনা শিল্প এখন আরো অনেক জটিল হয়েছে। সাহিত্য প্রকাশনা এখন অনেকটাই বইমেলা কেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে। ফলে সাহিত্য মুল্য কতোটুকু, তার চেয়ে অনেকাংশে বড় হয়ে উঠছে বিক্রয় মূল্য।

বইমেলায় কেমন বই প্রকাশ করা যাবে, কেমন যাবে না, সেটিও নাকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলা একাডেমি তো বটেই, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও এখন বইয়ের ‘কনটেন্ট' নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে চায়। আগের যুগে ছিলেন রাজা-সম্রাট, এখন তৈরি হয়েছে নানা সিন্ডিকেট। সাহিত্য পুরস্কার ও বুক রিভিউয়ের নামে নিজেদের সিন্ডিকেটের সাহিত্যিককে প্রচার করা, অন্যদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা রয়েছে একদিকে। অন্যদিকে বিপুল অর্থ শক্তি নিয়ে অনলাইন-অফলাইনে প্রকাশনা শিল্প নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করারও চেষ্টা চলছে।

বর্তমান প্রজন্ম থেকে কালোত্তীর্ণ কোনো সাহিত্য জন্ম নেবে কিনা, তা সময়ই বলতে পারবে। সমাজ পরিস্থিতির প্রভাব সাহিত্য কখনই এড়াতে পারে না। ফলে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন এখন যে অস্থির সময় পার করছে, তার প্রভাবও সাহিত্যে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

ফলে একদিকে কেউ কেউ ক্ষমতাসীন বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে খুশি করে জনপ্রিয়তা ও আনুকূল্য পাওয়াটাকে মূল লক্ষ্য কের নিয়েছেন। অন্যদিকে অনেকে যা ইচ্ছা লিখে কোনঠাসা হওয়া বা হীরক রাজার দেশের গায়কের মতো ‘গর্তে পড়তে' চাওয়াটাও মানতে পারছেন না।

কিন্তু এর ফল যা হচ্ছে, তাতে কী বাংলা সাহিত্যের কোনো বিশেষ উপকার হচ্ছে? পাঠকেরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী বই বেছে নেবেন, কিন্তু সেই উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টির পরিস্থিতি কী রয়েছে? আমার মনে হয় না।

- ডয়চে ভেলে

KT KHAN'S TUTORIAL

2 FREE WEEKS OF IN-PERSON CLASSES!*

SHSAT & SAT Students get:

2 FREE Group Classes, & 1 FREE Diagnostic Exam

Grades 3-6 State Exam Students get:

2 FREE ELA Classes & 2 FREE Math Classes

*This promotion can be claimed at any of our locations and must be completed in **2 CONSECUTIVE WEEKS (Offer Expires Sunday, January 15th).**

EXTRA $150 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights
74th St. & 37th Ave

Jamaica
178th St. & Hillside Ave.

Ozone Park
86th St. & 101 Ave.

NYC - Flatiron
23rd St. & 5th Ave.

4,450+
SHSAT Students Accepted

1,400+
4/4s on State Exams

THOUSANDS
1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ভিন্নমত গ্রহণ করার মতো মানবিক সমাজ চাই

রুমা মোদক

স্রোতের অনুকূলেই পথ চলে অধিকাংশ। সেই পথ মসৃণ আর সরল। গা ভাসিয়ে দিলেই হয়। স্রোতই ভাসিয়ে নিয়ে চলে। ছা-পোষারা তাই করে। স্রোতের অনুকূলে মিথ্যাটাও জোর গলায় বলে। জেনেই বলে।

কারণ, স্রোতের প্রতিকূলে সত্য বলার স্পর্ধা সবার থাকে না। কারণ, স্রোতের অনুকূলে চলা নিরাপদ। যুগে যুগেই এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। স্রোতের অনুকূলে চলা মানুষের সংখ্যা সব যুগেই বেশি। প্রতিকূলে চলা কঠিন এবং কঠোর। মুষ্টিমেয় স্পর্ধিত কিছু মানুষ সেই কঠিন এবং কঠোর পথে হাঁটে। স্বকাল সমকাল মেনে নেবে না জেনেও তারা সত্য বলে। নিজদের অবস্থান বিপন্ন করে হলেও সত্য বলে। সমকালে তার মূল্য চুকায় নিষ্ঠুর পরিণতিতে।

মূল্য চুকিয়েছিলেন সক্রেটিস। স্পার্টার সাথে হেরে নিদারুণ পরিস্থিতিতে দেশে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিল এথেন্স ।কিন্তু সুশাসনের অভাবে ক্রমাগত ফুঁসে উঠছিল মানুষ। সক্রেটিস তখন পক্ষ নিয়েছিলেন মানুষের। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি দেশের তরুণ সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। হেমলক পানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন সক্রেটিস।

১৬০০ সালে রোমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল ব্রুনোর। তাঁর অপরাধ দীর্ঘকাল প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তিনি। যে চোখ দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিলেন গ্যালিলিও, সে দু চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। একাকী নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন বন্দি অবস্থায়।

এই তো মাত্র বছর কয়েক আগে আমাদের দেশে ভিন্নমত প্রকাশের কারণে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে অভিজিৎকে। অভিজিতের বই প্রকাশের কারণে দীপনকে। ব্লগার হত্যা শুরু হয়েছিল রাজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে। রাজিব ব্লগ লিখতেন প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

ভিন্নমত সহ্য না করা শাসক, শোষক এবং আধিপত্যের স্বাভাবিক প্রবণতা। শাসকের আবার নানা মোড়ক থাকে। ধর্ম,বর্ণ কিংবা রাষ্ট্র- যে কোন মোড়কেই শাসন এবং শোষণের প্রক্রিয়া যখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, তখনই প্রকাশ ঘটে চূড়ান্ত অসহনশীলতার। নিষিদ্ধতার চাবুক তখন হাতিয়ার। মত চেপে ধরার জন্য হত্যাকাণ্ডও ঘটে সেখানে। যেখানে ক্ষমতা অসংহত, সেখানে অনিরাপত্তা। আর অনিরাপত্তায় খড়্গহস্ত এস্টাবলিশমেন্ট।

এবারের বইমেলায় স্টল দিতে দেয়া হচ্ছে না প্রকাশনা সংস্থা আদর্শকে। অভিযোগ- তাদের প্রকাশিত একটি বই একাডেমির নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। একজন আম পাঠক হিসাবে আমি জানি, যে বই কিংবা যে লেখকের বই নিয়ে অভিযোগ সেই বইটির নাম খুব কম পাঠকই জানতেন। বইটি নিষিদ্ধ হয়নি। বইটি প্রকাশের দায়ে বন্ধ হয়েছে প্রকাশনীর স্টল।

আমি জানি না বইটিতে কী আছে। কিন্তু নিশ্চিত করে জানি এই একটি বইয়ের জন্য আদর্শকে মেলায় ঢুকতে না দেয়ার প্রক্রিয়া বইটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়াবে বৈ কমাবে না। এ এক অভিনব কাজ। মেলায় স্টল বরাদ্দ না দেয়ার ঘটনা ইতোপূর্বেও ঘটেছে। পৃথিবীতে বই নিষিদ্ধ করার ঘটনাও নতুন নয়। লেডি চাটার্লিজ লাভার নিষিদ্ধ হয়েছিল অশ্লীলতার দায়ে।

কিন্তু পরবর্তী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছিল নিম্নশ্রেণীর এক কর্মচারীর সাথে মালিকের স্ত্রীর প্রেম সামন্ত আভিজাত্যের মূলে যে কুঠারাঘাত করেছে- তা মেনে নিতে পারেনি সামন্ত সমাজ। নিষিদ্ধতার মূল কারণ ছিল এটিই। নিষিদ্ধ ছিল প্রজাপতি, বিবর। দেখা গেছে নিষিদ্ধতার সার্টিফিকেট বইগুলোর পাঠক গ্রহণযোগ্যতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিক্ষেত্রে।

যে বইটির জন্য আদর্শকে মেলায় নিষিদ্ধ করা হলো, হতে পারে বইটি সত্যিই পাঠক সমীপে নেতিবাচক কোনো বার্তা দেবে। হতে পারে বইটি কোনো পক্ষ বা মহলের প্রতি বিষোদগার করে লেখা। লেখকের যেমন দায় থাকে পাঠকের কাছে, পাঠকেরও দায় থাকে নিজের কাছে। বিদগ্ধ পাঠক উপলব্ধি করতে পারে কোন বই গ্রহণ করা উচিত, কোন বই নয়। বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বই নিষিদ্ধ করার পরিসংখ্যান যত ভারি, বই পড়ে আন্দোলন কিংবা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইতিহাস তত নেই।

ভিন্নমতকে চেপে ধরার মানে দাঁড়ায় নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা। ভিন্নমতকে চেপে ধরার মানে দাঁড়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রকাশের অপচেষ্টা। ভিন্নমত চেপে ধরার মানে দাঁড়ায় নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নেয়া।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা মূলত উন্নত সমাজের লক্ষণ। যে সমাজ যত উন্নত সেই সমাজ তত স্বাধীন ও মত প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ভিন্নমত যুগে যুগে ছিল। শাসক শোষকদের চেপে ধরাও ছিল। এর মানে দাঁড়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা ব্যক্তির ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করার মতো উন্নত সমাজ আমরা এখনো গড়ে তুলতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিন্নমতকে এইভাবে অবরুদ্ধ করে রাখার ফল হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনবে।

রুমা মোদক, শিক্ষিকা। ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

তসলিমা থেকে বিবিসি টু : শাসকের চরিত্র একই

স্যমন্তক ঘোষ

ক্ষমতার বলে বই থেকে তথ্যচিত্র, সবই নিষিদ্ধ করতে পারে শাসক। কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিস মানুষের হাতে আরো বেশি পৌঁছায়।

বিবিসি টু চ্যানেলটি ভারতে দেখা যায় না। ভারতের প্রায় ১৪০ কোটি জনগণের ৯৫ শতাংশ মানুষ এমন একটি চ্যানেলের অস্তিত্ব জানতেন না। তারা কেবল বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস চেনেন। সেহেন এক চ্যানেলের তথ্যচিত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিষয়ে কী বলা হয়েছে, আপামর ভারতীয় সমাজের তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। বিবিসি টু-তে প্রদর্শিত তথ্যচিত্রের তথ্য আসমুদ্রহিমাচল ভারতীয় নাগরিকের কানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ছিল। মেরেকেটে এক থেকে দেড় শতাংশ মানুষ হয়ত বা তা জানতে পারতেন। কিন্তু ভারতীয় প্রশাসন দায়িত্ব নিয়ে তা পৌঁছে দিয়েছে ঘরে ঘরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিবিসি টু-র ওই তথ্যচিত্র চোরাপথে ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবির স্ক্রিনিং নিয়ে শুরু হয়েছে অশান্তি, আন্দোলন, বিক্ষোভ।

আধুনিক বাণিজ্যশাস্ত্রে 'নেগেটিভ পাবলিসিটি' বলে একটি তত্ত্ব আছে। বিবিসি টু তথ্যচিত্রটি নেগেটিভ পাবলিসিটির এক অসামান্য উদাহরণ। সরকারবাহাদুর নির্দেশ দিয়েছিল, ওই তথ্যচিত্র ভারতে নিষিদ্ধ। কোথাও ওই ছবি প্রদর্শন করা যাবে না, কেউ ওই ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করতে পারবে না। সরকারবাহাদুর ওই নির্দেশ দেওয়ার আগে ছবিটি যদি এক শতাংশ শেয়ার হয়ে থাকে, প্রশাসনিক নির্দেশের পর তার শেয়ার অন্তত ১০০ গুণ বেশি হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশজুড়ে ওই ছবিটিই এখন সবচেয়ে বড় ট্রেন্ডিং টপিক।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে পশ্চিমবঙ্গের একটি নাটকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। জর্জ অরওয়েলের নাটক অ্যানিমেল ফার্মের বাংলা রূপান্তর করেছিলেন নাট্যকার ও নির্দেশক অর্পিতা ঘোষ। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উঠে এসেছিল ওই নাটকের আধারে। তৎকালীন বামপন্থি শাসকদল তেলেবেগুন হয়ে গ্রামে গ্রামে নির্দেশ জারি করেছিল, পশু খামার দেখাতে দেওয়া যাবে না। নাট্যকর্মীদের উপর বার বার চড়াও হয়েছে রাজনীতির হুলিগানেরা। স্টেজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মারধর হয়েছে। কিন্তু তাতে নাটক বন্ধ হয়নি। অর্পিতা ঘোষের পশু খামারের যতটা জনপ্রিয়তা পাওয়ার কথা ছিল, শাসকের দমননীতির কল্যাণে তা অন্তত ১০০ গুণ বেশি পেয়েছিল। শাসকের উগ্রতাই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে তৃণমূল জমানার পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনা বার বার ঘটেছে এবং ঘটছে। নাট্যকর্মীকে মারধর, কার্টুন আঁকার দায়ে অধ্যাপককে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া, নাট্যমেলার মাঠ দখল করে নেওয়া-- প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে এমন ঘটনা। শাসকের নির্দেশে ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে, পরিচালককে ছবি চালানোর প্রেক্ষাগৃহ দেওয়া হয়নি, এমন ঘটনাও ঘটেছে। পরিচালক অনীক দত্ত এ নিয়ে প্রতিবাদও করেছেন একাধিকবার। শাসক যত চাপ তৈরি করেছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে তত বেশি।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে তসলিমা নাসরিনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের করে দেওয়ার ইতিহাস। কিন্তু তাই বলে কি তার বইয়ের কাটতি বন্ধ করা গেছে? এক প্রকাশক বলেছিলেন, তসলিমাকে যখন বিতাড়িত করা হচ্ছে কলকাতা থেকে, সে সময় তার বইয়ের বিক্রি ছিল সব চেয়ে বেশি। তার যে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ফটোকপি করে সেই বইয়ের পাইরেসি হয়েছে। মজা করে ওই প্রকাশক বলেছিলেন, নিষিদ্ধ না হলে ওই বই হয়ত হাজার কপিও বিক্রি হতো না।

নেগেটিভ পাবলিসিটির তত্ত্ব কি তবে শাসক বোঝে না? আলবাৎ বোঝে। তবু তারা বার বার সে রাস্তায় যায় ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করতে। এও এক ধরনের ইগোর প্রশান্তি। কোনো ছবি, কোনো বই, শিল্পকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মাধ্যমে নিজেকে সর্বশক্তিমান প্রমাণ করা যায়। বিভিন্ন সময়ে শাসক একাজ করে এসেছে। এখনো করছে। শাসক কেবল বোঝে না, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াই করা যায় না। নাগরিককে ক্ষমতার দম্ভ দেখানো যায়, প্রযুক্তিকে যায় না। নেগেটিভ পাবলিসিটির প্রচারে সে কারণেই নিষিদ্ধ বই, নিষিদ্ধ সিনেমা, তথ্যচিত্র মানুষের হাতে হাতে ঘোরে। ঘুরছে।

পাঠান ছবির কিছু দৃশ্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছেন কিছু বিজেপি নেতা। তারা ঘোষণা করেছিলেন, নিজেদের রাজ্যে নিষিদ্ধ করবেন ওই সিনেমা। ফল কী হলো? সারা দেশে প্রথম দিনেই রেকর্ড টিকিট বিক্রি। বিতর্ক না হলে হয়ত এত কাটতি হতো না আদতে অতি মধ্য মানের এই ছবিটির।

সংকীর্ণ রাজনীতির বাইরে দেশ বা রাষ্ট্রের আরো কিছু পরিচয় থাকে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সমানাধিকার, ঐক্য-- এই শব্দগুলি রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে। বিবিসি-র তথ্যচিত্রে নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক আপত্তি থাকতে পারে। থাকা উচিতও। গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তার বিচার হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। সুতরাং, সেই একই অভিযোগ নতুন করে তোলা অর্থহীন। কিন্তু তাই বলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কি হস্তক্ষেপ করা যায়? সরকার চাইলে কোনো মতের বিরুদ্ধতা করতে পারে, নিন্দা করতে পারে, আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা দেখিয়ে নিষিদ্ধ করতে পারে না। যে সরকার সে কাজ করে, তার পরিচয় দিতে অন্য শব্দের ব্যবহার হয়। ইতিহাসে ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী, একনায়ক-- এমন বহু শব্দের অস্তিত্ব আছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে বিভিন্ন রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে এধরনের শব্দ ইদানীং অনেকেই বার বার ব্যবহার করছেন। - স্যমন্তক ঘোষ, ডয়চে ভেলে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2149 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

নির্বাচিত সরকার বনাম আমলাতন্ত্র: দেশ চালাচ্ছেন কে

মাহফুজ আনাম

দেশ কে চালাচ্ছেন, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কার মাধ্যমে তিনি দেশ পরিচালনা করছেন? সংসদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে? নাকি আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে? আমরা এই কলামে সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছি।

একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচিত রাজনীতিবিদ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অনির্বাচিত সরকারি কর্মচারী। জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে রাজনীতিবিদদের অবস্থান পরিবর্তন হলেও অনির্বাচিত সরকারি কর্মচারীরা স্থায়ী। রাজনীতিবিদরা নীতিমালা তৈরি করেন, আর আমলারা তা বাস্তবায়ন করেন। রাজনীতিবিদরা স্বাভাবিক প্রবণতায় জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন, আর আমলাদের দায়িত্ব নিয়ম-নীতি নিশ্চিত করা। রাজনীতিবিদরা জনগণের সমর্থনে চলেন, আর আমলাদের খরচ নির্বাহ করা হয় করদাতাদের অর্থ দিয়েড়এর থেকেই সম্ভবত ওপাবলিক সার্ভেন্ট কথাটি এসেছে।

সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও অপরিবর্তনীয় সরকারি কাঠামোর সমন্বয়। অর্থাৎ, এই দুইয়ের সুষ্ঠু ভারসাম্যে নিশ্চিত হয় সুশাসন। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা তা অনেকাংশে নষ্ট করে ফেলেছি। আর সেটা হয়েছে উভয়পক্ষ থেকেই। রাজনীতিবিদরা আমলাদের রাজনীতিকরণ করেছে এবং এরপর আমলারা রাজনীতির আমলাতান্ত্রিকরণ করেছে। উভয়েই একে অপরের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেখানে উপেক্ষিত থেকেছেন সাধারণ মানুষ। কারণ সাধারণ মানুষের চাহিদা নিয়ে লড়াই করার আর কেউ নেই। এর ফলে আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে প্রান্তিককরণ দেখা দিয়েছে, সেটা শুধু করুণই নয়, একইসঙ্গে বিপজ্জনক। কারণ রাজনীতিবিদরা যতই পথভ্রষ্ট হন না কেন, জনগণের কাছে তাদেরকে কিছুটা হলেও জবাবদিহি করতে হয় রাজনৈতিক দল এবং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু আমলাদের জবাবদিহি করতে হয় শুধুমাত্র তাদের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কাছে, যা কালের প্রবাহে কেবল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বভার আরও বেশি করে ন্যস্ত হচ্ছে সেইসব শীর্ষ আমলাদের হাতে, যাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি। গত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের চেয়ে আমলাদের ওপর বেশি ভরসা করছেন।

রাজনীতিবিদরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গায় আমলাদের কাছে পরাজিত হয়েছেন সেটা হচ্ছে, সংসদ। রাজনীতিবিদদের কারণেই সংসদের ক্ষমতা, কার্যকারিতা, প্রাসঙ্গিকতা ও সম্মান হারিয়েছে। যখন সংসদের ভূমিকা সংকুচিত হতে হতে কেবল আত্মপ্রশংসা ও বিরোধীদলের সমালোচনায় এসে ঠেকে, সেই সময়ে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতাসীন দলের হন কিংবা বিরোধীদলের, সবাই সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা হারান। বর্তমান সময়ে সার্বিক নীতিমালা প্রণয়ন বা দেশের দৈনন্দিন দেখভালের প্রক্রিয়ায় আমাদের সংসদ সদস্যদের ভূমিকা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তারা যখন কোনো কথা বলেন, তাতে আমাদের মনোযোগ তেমন একটা থাকে না। কারণ তাদের মন্তব্যের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

সংসদে কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ে বিতর্ক হয় না। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি না হলেও অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হলেও, এ বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সংসদে হয় না। মহামারি থেকে শুরু করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, অর্থপাচার, খেলাপি ঋণ, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাসহ বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ সড়ক দুর্ঘটনায় শীর্ষে থাকার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনোটিই আমাদের সংসদ সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

সরকারে সামরিক বাহিনীর অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং স্বভাবতই আমলাতন্ত্রের ওপর তাদের নির্ভরতায় দেশের রাজনৈতিক আবহে আমলাদের ক্ষমতা অনেক বেশি

বেড়ে যায়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের আধা-সামরিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে উৎখাতের পর আমাদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ ছিল সবকিছু ঢেলে সাজিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল, যা দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেয় (১৯৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত লেখকের উৎবধসং জবনড়ৎহ কলাম দেখুন)। তবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার বৈরিতায় এই মহাজোট দুর্বল হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। ফলে আমলারা আবারও তাদের হারানো ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাব ফিরে পান।

সম্ভবত এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক রূপটি তখন সামনে এসেছিল, যখন মহানগর আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রধান ও ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সচিবালয়ের সামনে জনতার মঞ্চ গঠন করেছিলেন। সেখানে যোগ দিয়ে অসংখ্য আমলা খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। প্রথমবারের মতোড়কোন দল ক্ষমতায় আসবে তা নির্ধারণে আমলারা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হলেন। এই ঘটনার পর তারা আর পেছনে ফিরে তাকাননি।

এই মুহূর্তে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবানদের দেখতে চাইলে চোখ রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে। কেননা, শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠ আমলারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করেন। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সমন্বিত জোট প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেন। তাদের সঙ্গে যদি অর্থসচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর (২ জনই আমলা) এবং আরও ২-১ জন সচিবকে যোগ করি, তাহলেই দেশ পরিচালনায় ক্ষমতা অবকাঠামোর মোটামুটি চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বেশিরভাগ দেশে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে মন্ত্রিসভা (কেবিনেট) থাকলেও আমাদের মন্ত্রিসভা শুধু রাবার স্ট্যাম্পের ভূমিকা পালন ছাড়া আর কিছুই করছে না। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সামনেও সুপারিশগুলো আমলারা তৈরি করে দেন এবং কমিটির সদস্যদের কার্যত সেখানে তেমন কিছুই করার থাকে না।

আমলাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাদেরকে রাজনীতিবিদদের ক্ষয়িষ্ণু গুণগত মান, বিশেষত তাদের নৈতিকতার মানদণ্ডের অবনতির বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। রাজনীতিবিদদের মানদণ্ড কখনোই তাদের একাডেমিক ডিগ্রি দিয়ে নির্ধারণ করা হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে মানদণ্ড ছিল মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং জনগণের সেবায় অঙ্গীকারের মাত্রা বিবেচনা। কিন্তু যখন অর্থকড়ি, স্থানীয় মাস্তানদের অর্থায়ন, সহিংসতার মাত্রা (বিশেষত, প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতে) এবং অর্থের বিনিময়ে দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পাওয়াই মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বভাবতই সার্বিকভাবে তাদের সম্মান ও নৈতিকভিত্তি কমে যায়। বর্তমান সময়ের সরকারি কর্মকর্তারা ধরেই নেন যে একজন সংসদ সদস্য বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা অন্য যে কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যে উন্নয়ন তহবিল পাবেন, তার পুরো অংশ বরাদ্দকৃত খাতে ব্যয় হবে না। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে আরও কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আসে এবং কর্মকর্তাদের দিকেই ক্ষমতা ঝুঁকে যায়। সম্প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশ কাটিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মহামারির সময়ে সহায়তা বণ্টন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাড়ি বরাদ্দ, ত্রাণ ও অন্যান্য সরকারি প্রণোদনা বণ্টন রাজনৈতিক দল-নেতার প্রতি বিশ্বাসের অভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ওআমলাতন্ত্র বলতে আমরা সাধারণত প্রশাসনিক ক্যাডার বুঝি। কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাতের ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্ত করলে, বিশেষত, পুলিশ ও অন্যান্য গোয়েন্দা শাখাকে বিবেচনায় নিলে আমরা এর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কঠিন সময় এবং অবিশ্বস্ত অর্থনীতিবিদ

আব্দুল বায়েস

এক.

'পৃথিবী বদলে গেছে যা দেখি নতুন লাগে...' কিশোর কুমারের গাওয়া এ গানের মতো বাংলাদেশ নাকি বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে। সমালোচকদের ধারণা এ দেশে গণতন্ত্র আর বিতর্কের পরিবেশ ক্রমে কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে; সংলাপের পথ সরু হয়ে আসছে। অবস্থা অনেকটা হয় তুমি নয় আমি। তবে 'ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস' এমনটি নিশ্চিত নন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এস্থার ডুফলো। ২০১৯ সালে তাদের রচিত বই 'কঠিন সময়ের জন্য ভালো অর্থনীতি' (এড়ড়ফ ঊপড়হড়সরপং ভড়ৎ ঐধৎফ ঞরসবং) বলছে: 'আমরা বর্তমানে বাস করছি এমন একটা যুগে যখন মেরুকরণ বেড়েই চলেছে। হাঙ্গেরি থেকে ভারত, ফিলিপাইন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন থেকে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া থেকে ইতালি সবখানে ডান ও বামের সংলাপগুলো উচ্চতর ধ্বনিসমৃদ্ধ দীর্ঘ পারস্পরিক গালিগালাজ; অব্যাহতভাবে ছোড়া কর্কশ শব্দ অতিক্রান্ত পথ ধরে ফিরে আসার সুযোগ দেয় খুব কম।' প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে বিখ্যাত সেই বইটিই, ক্ষেত্রবিশেষে ভাষান্তরে, বর্তমান নিবন্ধের উৎস।

খোদ মার্কিন মুল্লুকের কথা দিয়ে হারানো দিনের গল্পের শুরু হয়। ওই দেশে যারা কোনো একটা বিশেষ দলের সমর্থক আছেন, তাদের প্রায় ৮০ ভাগ নাকি অন্য দলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। যেমন ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মনে করেন রিপাবলিকানরা সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া এবং যৌনবৈষম্যবাদী। আবার অর্ধেকেরও কিঞ্চিৎ বেশি রিপাবলিকানের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে ডেমোক্র্যাটরা বিদ্বেষপূর্ণ। মজার ব্যাপার হলো, সমগ্র মার্কিনদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হতাশ হয় যখন পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন সদস্য অন্যপক্ষের কাউকে বিয়ে করে। সুতরাং, গণতন্ত্র ও বিতর্কের ওপর নির্মিত সভ্যতা, হোক তা ফ্রান্স কিংবা ভারতে এখন যে হুমকির মুখে তা বলাই বাহুল্য।

দুই.

অভিজিৎ ও এস্থার মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে ঘটনা উপস্থাপন করা এবং ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়া। এটা ঘটলে বিদ্যমান বিভাজন প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক পক্ষকে বোঝানো অন্যপক্ষ কী বলছে-এমন প্রক্রিয়া ঐকমত্য না হলেও কিছুটা যৌক্তিক ভিন্নমত পোষণে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস। মনে রাখা দরকার যে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাহলে মতদ্বৈধতার মাঝেও গণতন্ত্র বাস করতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধা-সৃষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে খানিক বোঝাপড়া যা নেই বলেই যত সমস্যা। বর্তমান অবস্থাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ভাবার কারণ সংলাপের জায়গাটুকু সংকুচিত হয়ে আসছে। শুধু রাজনীতি নিয়ে নয়, এমনকি মূল সামাজিক সমস্যা শনাক্তকরণ এবং সমাধানের পথ খোঁজার মধ্যেও এক ধরনের গোত্রীয় মনোভাব (Tribalization of views) লক্ষণীয়। একটা বড় সমীক্ষায় দেখা যায়, বিস্তৃত বিষয়ের ওপর দেয়া মতামতগুলো আঙুরের গুচ্ছের মতো একত্রে আসতে থাকে। যেমন যারা মূল কিছু বিশ্বাসে অংশীদার তারা বিভিন্ন ইস্যুতে একই মতামত নিয়ে আসেন; হোক সে অভিবাসন, আয়বৈষম্য কিংবা সরকারের ভূমিকা বিষয়ক। নীতিমালার ক্ষেত্রে তাদের অভিমত প্রকাশে বেশি প্রাধান্য পায় এ মূল বিশ্বাসগুলো: কোথায় তারা বাস করে। তাদের আয় অথবা তাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য পড়ে থাকে পেছনে।

পৃথিবীর সবখানেই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দখল করে আছে অভিবাসন, বাণিজ্য, কর কিংবা সরকারের ভূমিকা ইত্যাকার বিষয় যা আবার বিবাদের উৎস। কিন্তু এগুলোর ওপর করা মন্তব্য অনেক সময় ব্যক্তিগত বিশেষ বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত হতে দেখা যায় এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি, এর সমর্থনে কিছু মনগড়া সংখ্যা আর খুব সরলরৈখিক ব্যঞ্জনার বাড়াবাড়ি দৃষ্টি এড়ায় না। আফসোস আরো এই যে এই ইস্যুগুলো নিয়ে কেউ অত্যন্ত ক্লেশকর চিন্তাভাবনা করে না।

তিন.

তবে স্বীকার করতেই হয় যে এ প্রবণতা বেশ ধ্বংসাত্মক বিশেষত যখন আমরা দুঃসময়ে পড়েছি। বাণিজ্য বিস্তৃতি এবং চীনের চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক সাফল্যের ফলে লব্ধ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির রমরমা অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। সব জায়গায় বাণিজ্যযুদ্ধ এবং চীনের শ্লথ প্রবৃদ্ধির কারণে হয়তো সেই দিন সমাপ্ত প্রায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যেসব দেশ স্ফীত স্রোতে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল তারা এখন ভাবছে তাদের জন্য এরপর কী অপেক্ষা করছে। অবশ্য শ্লথ প্রবৃদ্ধি উন্নত বিশ্বে অপরিচিত নয় কিন্তু যেটা উদ্বেগজনক তা হলো এসব দেশে প্রতীয়মান সামাজিক চুক্তির দ্রুত তন্তুসার হওয়া; অনেকটা যেন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস 'কঠিন সময়' (Hard Times)-এর মতো, যাদের আছে (হ্যাভস) তারা ক্রমবর্ধিষ্ণু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে যাদের নেই (হ্যাভ-নটস) তাদের কাছ থেকে এবং এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত/আপস দৃশ্যমান আছে বলে মনে হয় না।

নিঃসন্দেহে বর্তমান সংকটের কেন্দ্রে আছে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রশ্নগুলো। যেমন কীভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সমস্যা না সমাধান এবং বৈষম্য সৃষ্টিতে এর প্রভাব কী, কেন সর্বত্র বৈষম্য ব্যাপক, স্থানীয় কর্মসংস্থানে নতুন প্রযুক্তি ও অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতি। এসব বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং উদ্বেগ উদ্বেলিত।

যা-ই হোক, এসবের উত্তর শুধু 'টুইট' করে দেয়া যায় না বিধায় এদের উপেক্ষা করার প্রবণতা প্রকট থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য অর্থনীতিবিদরা পারেন এ সন্ধিক্ষণে কিছুটা হলেও হাত বাড়াতে। কারণ তারাই তো এসব বিষয় নিয়ে বেশি ভাবেন, গবেষণা চালান এবং সুপারিশমালা তৈরি করে থাকেন। যথা- বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা, স্থানীয় অর্থনীতিতে অভিবাসনের প্রভাব, আয়বৈষম্য, বাজারের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণী ইত্যাদি।

চার.

মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে খুব কম লোকই অর্থনীতিবিদদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে এবং তাদের কী বলার আছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। যেমন ব্রেক্সিট নিয়ে ভোটের আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদরা যথেষ্ট কসরত করেছেন এটা বোঝাতে যে ব্রেক্সিট হবে খুব ক্ষতিকারক, কিন্তু সবই গরল ভেল, তাদের কথায় কেউ পাত্তা পর্যন্ত দিল না। ২০১৭ সালে ব্রিটেনে চালানো এক জনমত জরিপে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যখন নিজেদের দক্ষতার বিষয়ে কথা বলা হয়, কার মতামতকে আপনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন?' সে জরিপে চার-পঞ্চমাংশ উত্তরদাতার সমর্থন পেয়ে সবচেয়ে ওপরে ছিল নার্স বা সেবিকা সম্প্রদায় আর ২০ শতাংশ উত্তরদাতার বিশ্বাস নিয়ে সবচেয়ে নিচে ছিল রাজনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ ২৫ শতাংশের বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতিবিদের প্রান্তিক ওপরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। ২০১৮ সালে আমেরিকায় ১০ হাজার লোকের ওপর চালানো জনমত জরিপেও দেখা গেল যে মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে নিজের বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের কিছু বলার দক্ষতা আছে।

এ বিশ্বাস ঘাটতির পেছনে কাজ করে অনেক কারণ। এর প্রথম প্রতিফলন দেখা যায় যখন পেশাজীবী অর্থনীতিবিদদের ঐকমত্য (আদৌ যদি থাকে) সাধারণ মানুষের মতামত থেকে প্রণালিবদ্ধভাবে আলাদা, যেন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় নিয়মিত ৪০ জন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের (বুথ প্যানেল) এবং জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে যে মতামত সংগ্রহ করে থাকে যেখানেও একই অবস্থা বিরাজ করে। যেমন অর্থনীতিবিদদের ৪০ শতাংশ মনে করেছিলেন ২০১৫ সালে জার্মানির দিকে প্রবাহিত অভিবাসন স্রোত আসছে দশকে অর্থনৈতিক সুবিধা বয়ে আনবে অথচ এ মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল ৩৫ শতাংশ সাধারণ মানুষ, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ একমত হয়েছিল অর্থনীতিবিদদের ইতিবাচক ধারণার সঙ্গে। বাণিজ্য চুক্তি নাফটার ফলে একজন গড়পড়তা মানুষের মঙ্গল বৃদ্ধি করেছে এমন ধারণা ৯৫ শতাংশ অর্থনীতিবিদের যেখানে এমনটি ভাবে ৪৬-৫১ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতা। মোট কথা, গড়পড়তা একাডেমিক অর্থনীতিবিদরা যা ভাবেন তা গড়পড়তা মার্কিনদের চেয়ে আলাদা। এমনকি এটা বলাও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আমজনতার একটা বড় অংশ অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে অর্থনীতিবিষয়ক কোনো কিছু শোনা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

তাই বলে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করার অবকাশ নেই যে যখন অর্থনীতিবিদ আর জনগণের ধারণা আলাদা, তখন সবসময় অর্থনীতিবিদরাই ঠিক বলেন। 'আমরা, অর্থনীতিবিদরা, প্রায় অতিরিক্তভাবে মডেল আর মেথডে মোড়ানো থাকি এবং কখনোসখনো ভুলে যাই কোথায় বিজ্ঞানের শেষ এবং কোথায় ভাবাদর্শের শুরু। নীতিমালাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই পূর্ব ধারণার (Assumptions) ওপর ভিত্তি করে...এগুলো আমাদের মডেলের নির্মাণ-পাথর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

প্রবাসী বাড়ে, রেমিট্যান্স বাড়ে ভালো থাকে কে?

পাপলু রহমান

মানবজীবনের বড় এক উপলব্ধির নাম টাকা। টাকার ওপর টিকে থাকে সম্পর্ক, সমাজ ও দেশ। মানুষের সব ফন্দি-ফিকিরের মূলে রয়েছে এটি। সভ্যতার শুরু থেকে টাকা মানুষকে ভাবিয়েছে। যেকোনো উপায়ে টাকা কামানোই মানুষের মুখ্য হয়ে উঠেছে। টাকার জন্যই কেউ পৈতৃক ভিটেহারা, কেউবা নিজের স্ত্রী-সন্তানকে বিক্রি করে দেন। টাকা মানুষকে ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া করেছে। ব্যবহারভেদে টাকার বাহারি অনেক নাম আছে। যেমন- শ্রমিককে দিলে মজুরি, সরকারকে দিলে কর, আবার প্রবাসীরা দেশে পাঠালে রেমিট্যান্স।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ কর্মী বিদেশে গেছেন। কভিড সময়কাল বিবেচনায় এ প্রবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো খবর রেমিট্যান্স প্রবাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। গত ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স বেড়ে ১ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল, যা ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ছিল ১ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার। তবে গত বছর আর্থিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২১ সালের তুলনায় কিছুটা কমেছে। এর পেছনে যেসব কারণ ছিল, সেসব বিবেচনা করলে তা কোনোভাবেই মন্দ বলা যাবে না। যুদ্ধচালিত অর্থনীতি, বিশ্ব ভোক্তা বাজারে ধীরগতি, অভ্যন্তরীণ ডলার সংকট, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, ব্যাংক ও অন্যান্য ওপেন সোর্সের বিনিময় হারে পার্থক্য ও হুন্ডির মতো অবৈধ উৎসের মাধ্যমে টাকা পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথচ ২০২১-২২ অর্থবছরে এসেছে মাত্র ২১ দশমিক ০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহ কমার হার এক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

বাংলাদেশী কর্মীদের সবচেয়ে বড় গন্তব্য সৌদি আরব। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোয় প্রবাসী কর্মীদের সংখ্যা বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, রেমিট্যান্সের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশটিতে শ্রমবাজার বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, উপসাগরীয় দেশগুলোয় ভারত, মেক্সিকো, রাশিয়া ও চীন প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক পাঠাচ্ছে। যার ফলে দক্ষতা ও যোগ্যতার মানদণ্ডে প্রতিযোগিতা করে টিকতে হচ্ছে বাংলাদেশী কর্মীদের।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ ৬ জানুয়ারি সাংবাদিকদের জানান, সরকার চলতি বছর নতুন করে আরো প্রায় ১৫ লাখ কর্মী বিদেশ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় নিয়মিত লোক যাচ্ছে। রোমানিয়া, ইতালি ও গ্রিসে কর্মী যাওয়া শুরু হয়েছে। লিবিয়ায়ও কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে সরকার। আগামী দু-এক বছরের মধ্যে চীনসহ আরো কিছু দেশে শ্রমিক সংকট দেখা দেবে। সে সময় সুযোগ কাজে লাগাতে সরকার প্রস্তুত রয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালের রেমিট্যান্স প্রবাহ ভালো হবে। উন্নত দেশগুলোয় বিপুলসংখ্যক ব্লু-কলার (মজুরিভিত্তিক শ্রমিক) চাকরি সৃষ্টি হবে। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ব্যাপক উপকৃত হতে পারে। এছাড়া কভিডের পর অস্থায়ী অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে, দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত ২ দশমিক ৫ শতাংশ লভ্যাংশ অভিবাসী শ্রমিকদের আরো বেশি টাকা পাঠাতে উৎসাহিত করবে।

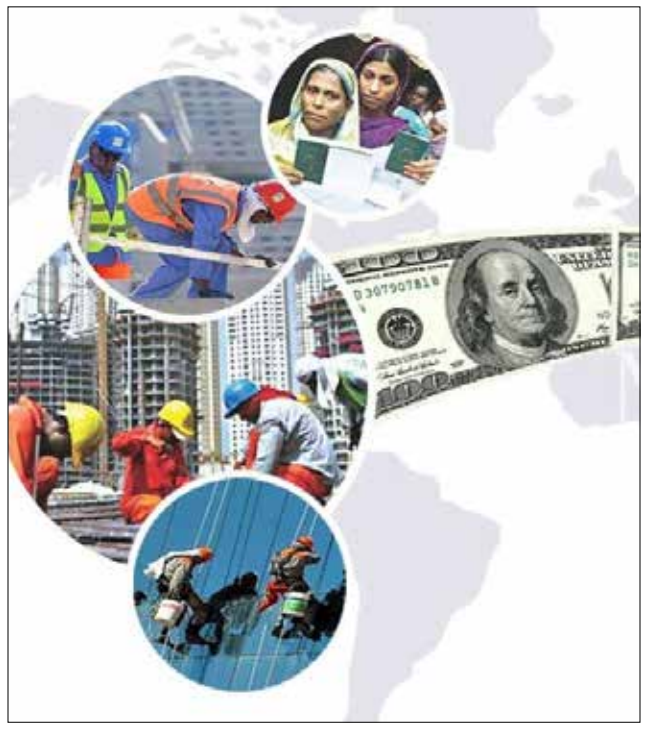

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (আরএমএমআরইউ) তথ্য মতে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের ৭৪ শতাংশ কম দক্ষ থেকে অদক্ষ ছিল। এটি দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার প্রাণশক্তি হলো রেমিট্যান্স। প্রবাসীদের ঘাম ঝরানো এ অর্থে দেশের বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলে। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে রেমিট্যান্সের প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু এই রিজার্ভ যারা সরবরাহ করেন, তাদের বেশির ভাগই বিদেশে গিয়ে গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রেস্টুরেন্টকর্মী, নিরাপত্তাপ্রহরী, মালি, ড্রাইভার ও নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তাদের মধ্যে কারো কারো এমন অবস্থা, কাজ করলে টাকা পান, কাজ না করলে নেই। অর্থাৎ তারা বেতনভুক্ত নন। তবে যারা মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যালের কাজ করেন, তাদের মূল্যায়ন একটু আলাদা, তারা বেশি বেতন পান। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) তথ্য অনুযায়ী, একজন বাংলাদেশী প্রবাসীর গড় আয় ২০৩ দশমিক ৩৩ ডলার, যা একজন ফিলিপিনো শ্রমিকের আয়ের (৫৬৪ ডলার) তুলনায় অর্ধেক। আমাদের তুলনায় ভারতীয় ও পাকিস্তানি শ্রমিকেরও আয় ভালো। তাদের আয় যথাক্রমে ৩৯৫ দশমিক ৭১ ও ২৭৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক থেকে শীর্ষস্থান ভারতের দখলে।

অন্য দেশের বিচারে প্রবাসীরা যত কম আয় করুন না কেন, দেশের অর্থনীতি পুষ্ট করতে তাদের অবদান ও ত্যাগ অসামান্য।

বাংলাদেশ থেকে যারা প্রবাসজীবন বেছে নেন, বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাদের যাওয়ার পথটা সহজ নয়। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে যেতে হয়। আবার পরভূমিতে গিয়ে দেখেন, যে কাজের জন্য তাদের নিয়ে আসা হয়েছে, সে কাজ দেয়া হয়নি। যে বেতনের কথা বলা হয়েছে, সেটা মেলেনি। প্রাপ্য অন্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে তাদের দুঃখের সাগরে ভাসতে হয়। তাদের মধ্যে এমনও আছেন, কেউ গোয়ালের গরু বিক্রি করে, কেউ জমি বন্ধক রেখে, কেউ স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে যান। এ রকম মানসিক চাপে তারা সেখানেও ভালো থাকতে পারেন না। চিন্তা-অনিদ্রা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও ঋণ পরিশোধে তাদের তিন-চার বছর চলে যায়। কেউ কেউ আছেন, এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে জীবনটাই হারিয়ে ফেলেন। অনেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নেন, কেউ কেউ হৃদরোগে মারা যান। অনেক প্রবাসীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, দায়িত্বের বোঝা টানতে টানতে যৌবনের ২০/২৫ বছর হারিয়ে ফেলেন।

প্রবাসীদের সম্মানে সরকার প্রতি বছর ৩০ ডিসেম্বর প্রবাসী দিবস পালন শুরু করেছে। অথচ প্রবাসীদের প্রাণই বাঁচে না। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি-নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশ থেকে ৩ হাজার ২২২ জনের মরদেহ এসেছে। তাদের অনেকে অপমৃত্যুর শিকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃত কর্মীর পরিবার না পান ন্যায়বিচার, না ক্ষতিপূরণ, পেলেও যৎসামান্য। অভিযোগ রয়েছে, বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাস ও রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে প্রবাসীরা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি

ফারিহা জেসমিন

করোনাপরবর্তী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আর্থিক মন্দার এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ সময়ের দাবি। ভূরাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ আমেরিকার কাছে গুরুত্ব বহন করে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা রয়েছে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র তখনই বাংলাদেশকে ৩শ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছিল।

উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সন্ত্রাসকে আস্কারা নয়-এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ- যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি বা বাংলাদেশের প্রতি আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বা আমেরিকার বাংলাদেশনীতি । গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রশ্নে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কিছুটা টানাপড়েন দেখা গেলে এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর যেন একটা সুসম্পর্কের নববারতা দিয়ে গেল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং গণতন্ত্রের শীর্ষ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয়। তবে ডোনাল্ড লুর এই সফরে মানবাধিকার প্রশ্নে র‍্যাবের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা , জিএসপি সুবিধা স্থগিত করা, নির্বাচনসহ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নানারকম বক্তব্য প্রদান ইত্যাদি কারণে দুই দেশের মাঝে সৃষ্টি হওয়া দূরত্ব অনেকটাই ঘুচে গেছে আশা করা যায়।

গুগল নিউজে প্রতিদিনের বাংলাদেশ্বর খবর পড়তে ফলো করুন

২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মোহাম্মদ ইমরান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগদানের পর জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাইডেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন এবং দুই দেশের মধ্যে পূর্বের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়াও আগামীর সুসম্পর্কের আশার কথা ব্যক্ত করেন। বিগত ৫০ বছরে কৃষিনির্ভর হয়েও চমৎকারভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন বাইডেন। তার বক্তব্যে এটাই স্পষ্ট হয়েছে, এক সময় তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা দিলেও এখন বাংলাদেশের সঙ্গে আরও গভীর এবং আন্তরিকভাবে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, এশিয়ার বৃহৎ শক্তি চীনের উত্থানের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ইতিহাস অন্য কথা বললেও আমেরিকা-বাংলাদেশ সম্পর্ক ৫০ বছরের পুরনো। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আমেরিকার একটি অন্যতম মিত্র দেশে পরিণত হয়। এরপর থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক বিষয়াদি, উদ্বাস্তু সমস্যা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন, সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে সহায়তা করতেও আগ্রহী ।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ওপরেই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রায় সব পর্যায়ে বিস্তৃত, যাকে একটি

পূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বলা যায়। এই সম্পর্ক আরও জোরদার হয় যখন ২০০০ সালের ২০ মার্চ প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করেন। এটি ছিল প্রথমবারের মতো কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। রপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, জুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী ও কৃষিপণ্য। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রায় দেড় শ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল।

অধিকাংশই বস্ত্র ও তৈরি পোশাক হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে ওই বছরেই বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি বাড়ে ব্যাপক হারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ৫ শতাংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ওই বছর দেশে ২১২ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থমূল্যের মার্কিন পণ্য আমদানি হয়। এছাড়া দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি ও স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে দেশে এফডিআইর সবচেয়ে বড় উৎস যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল ৪৬ কোটি ডলার, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ শতাংশ বেশি। দেশের মোট এফডিআইতে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। এর মধ্যে জ্বালানি তেল ও গ্যাস, ব্যাংকিং ও বীমা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগগুলো এসেছে ।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার সাভারে রানা প্লাজা ধসের ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুন মাসে দেশটির জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) বাণিজ্য সুবিধা স্থগিত করে। জিএসপির ওপর স্থগিতাদেশ বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ওপর সামান্যই তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য বস্ত্র ও তৈরি পোশাক জিএসপি সুবিধার আওতাভুক্ত নয়। তবে পুনরায় জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়ার শর্তপূরণের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যে কর্মপরিকল্পনা দেয়, তার মাধ্যমে বাংলাদেশ বেশকিছু অগ্রগতি লাভ করে– বিশেষ করে পরিদর্শন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে আরও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের জন্য আমেরিকা একটি বিরাট একক বাজার, রয়েছে রপ্তানির প্রচুর সুযোগ-সম্ভাবনা। প্রতিবছর বেড়ে চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের ব্যাপক চাহিদা ও জোগান। একটু কৌঁসুলি হলে, বাণিজ্য আরও সহজ করে দিলে, পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ আরও উন্নত এবং নিরাপদ হলে অন্য যেসব দেশ থেকে তারা পোশাক কেনে; যেমন- ভিয়েতনাম, ব্রাজিল বা চীন তাদের বাদ দিয়ে মার্কিন ক্রেতারা বাংলাদেশের প্রতি আরও আকৃষ্ট হবে। যদি এই সুযোগ কাজে লাগানো যায়, তাহলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই আরও দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL حلال FOOD
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave.
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave.
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
info@barihomecare.com
www.barihomecare.com

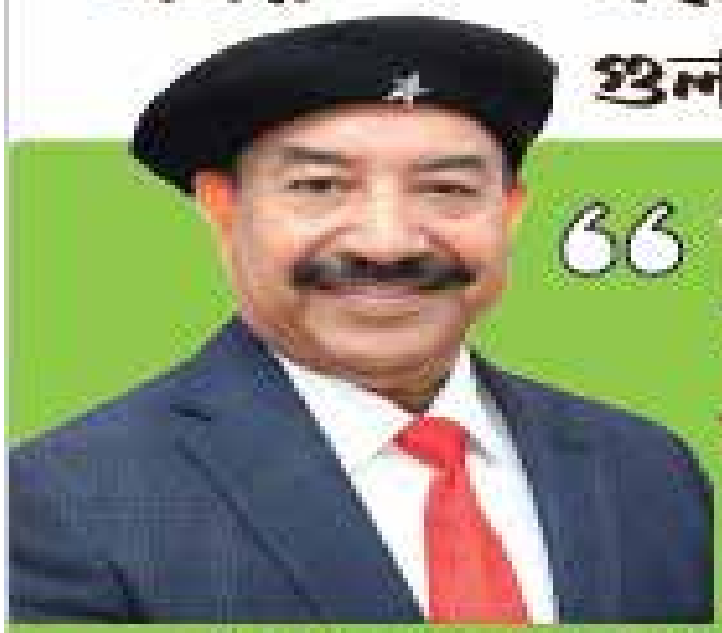

আন্তর্জাতিক মাতৃ
অ ঐ ক
অমর
একুশে
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সোমবার
সময় : সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত
গুলশান টেরেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক
নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান,
মানুষ মানুষের জন্য দেশপ্রেম
মানুষের জন্য দরদী সেবা, আমাদের
বাঙালির জন্য বাঙালির সেবা, মানুষ
সবকিছুর শুরু ও শেষ,
পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া কোনো
বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
জয় বাংলা
জয় বাংলাদেশ
জয় বাংলা

ভাষা দিবস ২০২৩

বাংলাদেশের অর্জনের দিন

আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য

দেশ ইনক

BANGLA COPAP
ALEGRA HOME CARE INC.

যে উপায়ে লেবু খেলে দূরে থাকবে ডায়াবেটিস

দিন দিন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। জীবনযাত্রার অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর খাবার ও শরীরচর্চার অভাব এই রোগের মূল কারণ। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ বা খাদ্যাভ্যাসে বদল তো করতেই হবে। কিন্তু তার পাশাপাশি আরও কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলো এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এই তালিকায় একেবারে প্রথমেই রয়েছে লেবু। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলটি ডায়াবেটিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের অনেক উপায় রয়েছে। কিছু নিয়ম মেনে চললে এটি নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ জীবনযাপন করা যায়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মিত ওষুধ, খাদ্যাভ্যাসে ব্যালেন্স ও ব্যায়ামসহ নানাভাবে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

ডায়াবেটিস রোগীদের খাদ্যতালিকায় অনেক খাবার রাখা যায় না। আবার কিছু খাবার না রাখলেই নয়। তেমনই একটি খাবার হলো লেবু। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ফাইবার সমৃদ্ধ লেবু বা এই জাতীয় ফল ডায়াবেটিসের 'সুপারফুড' বলা চলে।

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিন লেবু খাওয়ার উপকারিতা অনেক। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে পেট পরিষ্কার রাখার মতো প্রচুর উপকার করে লেবু। এ ছাড়া নানাভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এটি। কিন্তু কীভাবে লেবু খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে ডায়াবেটিস? চলুন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে জেনে নেয়া যাক সেই উপায়।

খালি পেটে লেবুপানি

সকালে খালি পেটে লেবুপানি খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের। হালকা গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিতে হবে। সেই পানি সকাল সকাল খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

খাবারে লেবুর রস

প্রতিদিনের খাবারে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। তা সে ভাতই হোক, কিংবা তরকারিড়সব কিছুতেই অল্প লেবুর রস মেশালে খেতেও ভালো লাগবে, তার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তে শর্করার মাত্রাও।

স্যালাডে লেবুর রস

স্যালাড স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী, তা সবারই জানা। এটি খেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমেও। কিন্তু আরও ভালো কাজ হয়, যদি স্যালাডে লেবুর রস মিশিয়ে নেন। নিয়মিত এটি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমবে।

ডিটক্স পানি

নিজের জন্য ডিটক্স পানি বানিয়ে নিন। পানির মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিষ্টিজাতীয় কিছু খেতে ইচ্ছা করলে এই পানি খান। এতে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা কমবে। তার পাশাপাশি শরীর থেকে টক্সিনও বেরিয়ে যাবে। এতে কমবে রক্তে শর্করার মাত্রা।

ভাত ও আলুর সঙ্গে লেবুর রস

স্টার্চজাতীয় খাবার খাওয়ার সময়ে তার মধ্যে অবশ্যই মিশিয়ে নিন লেবুর রস। বিশেষ করে ভাত বা আলু খাওয়ার সময়ে তাতে লেবুর রস মেশালে রক্তে শর্করার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম বাড়বে।

চিনাবাদাম খেলেই ত্বকের ১০ সমস্যার হবে সমাধান!

চিনাবাদামে থাকে অনেক পুষ্টিগুণ। এতে থাকে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন ও অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা। আরও থাকে স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ।

শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে চিনাবাদাম। এটি কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রদাহ কমাতে, হজমের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও শক্তির একটি ভালো উৎস হিসেবে সহায়তা করে।

চিনাবাদামে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বক ও শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ধ্বংস করে। ফলে ত্বক ও স্বাস্থ্য দুটোই ভালো থাকে। জেনে নিন ত্বকের যত্নে কেন খাবেন চিনাবাদাম-

১. চিনাবাদামে বেশ কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে, যা বার্ধক্যজনিত লক্ষণগুলোর সঙ্গে লড়াই করে যেমন- বলিরেখা ও বয়সের দাগ প্রতিরোধ করে।

২. ত্বকের আর্দ্রভাব বজায় রাখতে শীতে নিয়মিত খান চিনাবাদাম। এই বাদামে থাকা অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড, ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে ও এর প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে।

৩. চিনাবাদামে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৪. চিনাবাদামে থাকে ভিটামিন ই, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বককে ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

৫. কোলাজেন উৎপাদনকে উদ্দীপিত করতেও সাহায্য করে চিনাবাদামে থাকা জিঙ্ক।

ওষুধ ছাড়াই গভীর ঘুম হবে যে ফলে

প্রতি রাতে ভালো ঘুমের অধিকারী সবাই হতে পারে না। রাতের একটি খারাপ ঘুম যে কারো জন্য সত্যি হতাশাজনক। কারণ, এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে এবং আপনার স্বাস্থ্যকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

ঠিকমতো ঘুমাতে না পারার কারণে আপনি কোনো কাজেই তখন মনোনিবেশ করতে পারেন না। আপনার মেজাজও এ সময় থাকে যথেষ্ট খিটখিটে। আপনি কি রাতে ভালো ঘুম পেতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকেন? তাহলে আজকের আয়োজন আপনারই জন্য। আপনি সহজেই একটি ফল খেয়ে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার বদভ্যাসটি ত্যাগ করতে পারবেন।

কলা একটি বারোমাসি ফল। কলায় রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড, ট্রিপটোফ্যান। এর ফলে মস্তিষ্কে রাসায়নিক সেরোটোনিন উৎপাদন হয়। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস অনুসারে সেরোটোনিন ব্রেনকে শান্ত রাখে এবং তাড়াতাড়ি ঘুমাতে সাহায্য করে। তাই ঘুমানোর আগে একটি কলা খেলে আপনার গভীর ঘুম হবে।

আপনি কি জানেন কলা-চাও খেতে পারেন? সারা বিশ্বে কলা ও দারুচিনি দিয়ে চা নাইটক্যাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কলা ও দারুচিনির অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

আর্থ্রাইটিসের লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায়

অস্টিওআর্থ্রাইটিস কী

সাধারণত অস্টিওআর্থ্রাইটিস আস্তে আস্তে হয়। প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করলে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়, অস্থিসন্ধি ফুলে যায় ও ব্যথা করে, অস্থিসন্ধির জড়তা দেখা দেয় (সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার পর বা দীর্ঘসময় বসে থেকে ওঠার সময়), ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের পর অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা হয়, অস্থিসন্ধিতে কড়মড় শব্দ হয়। অস্টিওআর্থ্রাইটিস বেশি হয় হাঁটুর জয়েন্টে। উঁচু কোথাও উঠতে গেলে হাঁটুতে বেশি চাপ লাগে। হাতে যদি ভারী কোনো বোঝা থাকে, তবে তা বহন করা কষ্টকর হয়। হাঁটু ফুলে যায়। কোমরে হলে নড়াচড়া কঠিন হয়। বিশেষ করে শরীরের নিচের অংশ। ব্যথা কোমরের সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি, উরু এমনকি হাঁটুতেও হতে পারে। হাতের মধ্যে বৃদ্ধাঙুলে বেশি হয়। আঙুলে ব্যথা হয়, ফুলে যায়, ঝিমঝিম করে, জয়েন্টের আশপাশে গোটার মতো গুটি হয়। মেরুদণ্ডে হলে ঘাড় ও কোমরে উভয় স্থানে ব্যথা হতে পারে। কখনো কখনো হাত-পা ঝিমঝিম করে।

যাদের আর্থ্রাইটিসের সমস্যা বেশি হয়

অস্থিসন্ধিতে যে কোনো ধরনের আঘাত পেলে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ে। এ কারণে যারা পেশাগত কারণে শারীরিক পরিশ্রম বেশি করেন বা আঘাতের ঝুঁকিতে থাকেন তাদের ঝুঁকি বেশি। যাদের বয়স বেশি, যেমন বয়স ৬৫-র বেশি হলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ৪৫ বছর বয়সী পুরুষদের এবং ৪৫ পরবর্তী নারীদের এটি বেশি হয়। যাদের ওজন বেশি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস তাদের বেশি হয়। সাধারণ স্থূল শরীরের মানুষের হাঁটুতে রোগটি বেশি দেখা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে বংশগত কারণেও অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস ও রোগের ধরন দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার

প্রতি মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে বিভিন্ন দেশে কিছু দিবস পালিত হয়। ঐ নির্দিষ্ট দিনে অতীতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করা বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতেই এই সব দিবস পালিত হয়। পালনীয় সেই সব দিবস গুলোর মধ্যে একটি হলো বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস।

১২ অক্টোবর, আজ বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস। গ্রিক শব্দ 'আর্থো'-এর মানে হলো অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়া এবং 'আইটিস' শব্দের মানে প্রদাহ। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, আর্থ্রাইটিস হলো অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়ার প্রদাহ। সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস। ১৯৯৬ সাল থেকে 'ওয়ার্ল্ড আরথ্রাইটিস ডে' দিবসটি 'আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড রিউমেটিজম ইন্টারন্যাশনাল'-এর তত্ত্বাবধানে উদ্যাপিত করে আসছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রোগটির অস্তিত্ব থাকলেও ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকেই এটি পুস্তক বা নথিভুক্ত হওয়া শুরু করে এবং আকারে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তে এবং সংক্রমিত হতে শুরু করে। ১৮৫৯ সালের দিকে রোগটিকে তার বর্তমান 'আর্থ্রাইটিস' নামকরণ করা হয়। 'আর্থ্রাইটিস ফাউন্ডেশন' আটল্যান্টা'-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে মানুষের অক্ষমতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো আর্থ্রাইটিস। বর্তমানে শুধু আমেরিকাতেই সাত মিলিয়নের বেশি মানুষ আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত। আমাদের দেশে প্রায় পঁচিশ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের বাত ও জটিল বাতরোগে আক্রান্ত। তবে দুঃখের বিষয় এখনো অনেকে এই বিষয়ে অজ্ঞই থেকে গেছে। আর্থ্রাইটিস বলতে সাধারণত অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের প্রদাহকেই বোঝানো হয়। এটি নির্দিষ্ট একটি রোগ নয়। সবচেয়ে বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।

প্রয়োজন হয়। যেমন এক্স-রে, জয়েন্ট অ্যাসপিরেশন ইত্যাদি।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কী

এটি অটোইমিউন অসুখ। এতে শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার কারণেই কিছু টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অস্থিসন্ধির বহিরাবরণীতে প্রদাহ হয়। এ কারণে অস্থিসন্ধি ও এর আশপাশে ব্যথা হয়, জড়তা তৈরি হয়, ফুলে যায়, লাল হয়ে যায় এবং শরীরে জ্বরজ্বর অনুভূতি হয়। এতে অস্থিসন্ধির আকারের বিকৃতিও ঘটে। সময়ের সঙ্গে এটি তীব্র হতে থাকে। মাঝেমধ্যে ব্যথা ও ফোলা আপনিতেই কমে যায়, আবার বাড়ে।

আর্থ্রাইটিসের সাধারণ লক্ষণ

১. ঘুম থেকে ওঠার পর অস্থিসন্ধিসহ শরীরের কিছু অংশে ব্যথা ও জড়তা থাকে।

২. হাতের আঙুল, কনুই, কাঁধ, হাঁটু, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় বেশি সমস্যা হয়।

৩. সাধারণত শরীরের উভয় পাশ একসঙ্গে আক্রান্ত হয়। যেমন- হাতে হলে দুই হাতের জয়েন্টই একসঙ্গে ব্যথা করে, ফুলে যায় ইত্যাদি।

৪. শরীর দুর্বল লাগে, জ্বরজ্বর অনুভূতি হয়। ম্যাজম্যাজ করে।

৫. কারো কারো ক্ষেত্রে ত্বকের নিচে এক ধরনের গুটি দেখা যায়, যা ধরলে ব্যথা পাওয়া যায় না।

আর্থ্রাইটিস প্রতিরোধের উপায়

১. শারীরিক তৎপরতা বাড়ানো। যেমন- বহুতল ভবনে ওঠার সময় মাঝেমধ্যেই লিফট ব্যবহার না করে সিড়ি ব্যবহার করা এবং যানবাহনে ওঠার আগে অন্তত ৫০০ মিটার পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া।

২. মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ব্যায়াম করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৪. শরীরের জয়েন্টগুলোকে নতুনভাবে জখম হতে না দেয়া এবং ইতোমধ্যেই জখমে আক্রান্ত হয়ে থাকলে তা দ্রুত সারিয়ে তোলা।

৫. প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়া। ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া। ভিটামিনযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া।

৬. যে কোনো ছোটখাটো জখমের চিকিৎসা করানো।

৭. ধূমপান না করা। মদপান না করা। কারণ মদ হাড়ের স্বাস্থ্য ও কাঠামো দূর্বল করে দেয়।

৮. নিয়মিত দুধ পান করুন। তবে ল্যাকটোজ জাতীয় খাদ্য উপাদান হজমে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম ও ব্রোকোলি জাতীয় খাবার বেশি খান।

৯. মেনোপোজ পরবর্তী নারীদের জন্য হরমোন প্রতিস্থাপন, অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০. সঠিক সাইজের ও নরম জুতা পরতে হবে।

১১. প্রদাহসৃষ্টিকারী খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রায়ই দেখা যায় যে, লবন, চিনি, মিষ্টি, মদ, ক্যাফেইন, প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস, সাধারণ রান্নার তেল, ট্রান্স ফ্যাট ও লাল মাংস ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়।

১২.ঠাণ্ডায় আর্থ্রাইটিসের ব্যথা ও সমস্যা বেড়ে যায়, তাই ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে। কুসুম গরম পানির সেঁক ব্যথা নিরাময়ে কার্যকরী। কুসুম গরম পানিতে গোসল করা যেতে পারে।

উদ্বেগ-হতাশা কমায় কাঁচা হলুদ

বিশ্বজুড়েই বেড়েছে উদ্বেগের সমস্যা। দিন দিন যত গতিময় হচ্ছে জীবন, ততই মানসিক রোগ বাড়ছে মানুষের। বিশেষ করে গতিময় জীবনে পিছিয়ে পড়ার চিন্তায় অস্থির হচ্ছেন অনেকেই। ফলে ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে উদ্বেগের সমস্যা।

কিন্তু কথায় কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে সমস্যা বাড়ে। কাজেও তার ছাপ পড়ে। কমে কাজ করার ক্ষমতা। তবে ওষুধ খেয়ে উদ্বেগ কমাতে চান না অনেকেই। মনে করেন, একবার ওষুধ খেতে শুরু করলে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবেন।

নিয়মিত ধ্যান করলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেকোনও মানসিক সমস্যা। তবে আরও একটি ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। প্রতিদিন একটু করে কাঁচা হলুদ খেতে হবে মাত্র। তাহলেই অনেকটা শান্ত থাকবে মন।

বিজ্ঞানীরা বহু দিন ধরেই গবেষণা করছেন বিভিন্ন মশলার গুণ নিয়ে। দেখা গেছে, হলুদে উপস্থিত কার্কুমিন শরীরের প্রদাহ কমায়। এর প্রভাবে কমে মানসিক চাপও। মনের মধ্যে তৈরি হওয়া অস্থিরতা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শরীর-মন দুই থাকে স্থিতিশীল। কার্কুমিনের আরেক গুণ হল, তা মস্তিষ্ক সচল রাখতে সাহায্য করে। তাতেও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয় বলে বক্তব্য মনোবিদদের।

গবেষকেরা দেখেছেন,প্রতিদিন ১৫০-২৫০ মিলিগ্রাম হলুদ খেলেই যথেষ্ট কাজ হয়। তবে ব্যক্তি বিশেষে হলুদের পরিমাণ কম বা বেশি প্রয়োজন হতে পারে।

তবে নিয়মিত হলুদ খেতে শুরু করার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

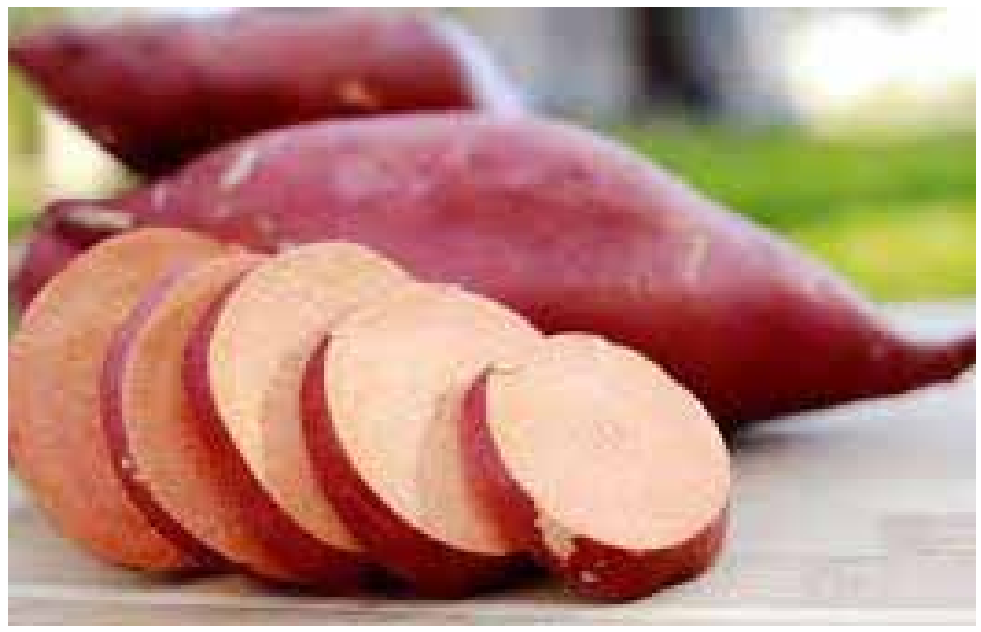

মিষ্টি আলু খাবেন যেসব কারণে

মিষ্টি আলু এমন একটি খাবার যা সকালের নাশতায়, দুপুরে কিংবা বিকালেও খাওয়া যায়। মিষ্টি আলু শুধু খেতেই শুধু সুস্বাদু নয়, এর উপকারিতাও অনেক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের সময় কাশি-সর্দি-জ্বরসহ নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। তাই এই সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা খুবই জরুরি। এছাড়াও, এই মৌসুমে শরীরে উষ্ণতা প্রয়োজন হওয়ায় সবাই গরম পোশাক পরেন এবং গরম পানীয়ও গ্রহণ করেন। অনেকেই হয়তো জানেন না, মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু শীতকালে শরীরকে কেবল উষ্ণতাই দেয় না, নানা রোগের হাত থেকে বাঁচায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়বএমডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিনে যে পরিমাণ ভিটামিন এ প্রয়োজন তার প্রায় ৪০০ শতাংশ পূরণ করে মিষ্টির আলু। মিষ্টি আলু খেলে চোখ সুস্থ থাকে। সেই সঙ্গে শরীর জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পায়। মিষ্টি আলু প্রজনন ব্যবস্থা, হৃৎপিণ্ড এবং কিডনির মতো অঙ্গগুলির জন্যও ভালো।

মিষ্টি আলুতে ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পাটাসিয়াম, থায়োমিন, জিঙ্ক রয়েছে। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুকেও সুপারফুড বলা হয়। গবেষণা দেখা গেছে, মিষ্টি আলু খেলে শরীরের নানা উপকার হয়। যেমন-

ক্যান্সার প্রতিরোধে : মিষ্টি আলুতে থাকা ক্যারোটিনয়েড ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে পারে। বেগুনি মিষ্টি আলুতে অ্যান্থোসায়ানিন নামক এক ধরনের প্রাকৃতিক যৌগ বেশি থাকে। এ উপাদানটি শরীরে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে : মিষ্টি আলুতে থাকা নানা যৌগ রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে।

রুই মাছের শাহি কোফতা

উপকরণ: রুই মাছ ২৫০ গ্রাম, ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ, পেয়াজ বেরেস্তা ২ টেবিল চামচ, সিদ্ধ আলু (মাঝারি) ১টা, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, গরমমশলা গুঁড়া ১ চা চামচ, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, ডিম ১টি, কাঁচামরিচ ফালি ৭টি, লবণ আধা চা চামচ, চিনি আধা চা চামচ, তেল ৪ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালী: প্রথমে রুই মাছ সিকি চা চামচ লবণ এবং ১ কাপ পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। মাছ সিদ্ধ হয়ে এলে কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। এবার কাঁটা ছাড়ানো মাছে সিদ্ধ আলু চটকে দিন। সঙ্গে ডিম এবং সামান্য লবণ দিয়ে ভালোভাবে চটকে নিন। এবার পছন্দ মতো আকারে গোল করে মাঝারি আঁচে তেল গরম করে তাতে হালকা বাদামি করে কোফতা ভেজে নিন। এবার কারি বানাতে প্যানে কোফতা ভাজা তেল থেকে ১ টেবিল চামচ তেল এবং ঘি গরম করে এতে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, বাদাম বাটা, গরমমশলার গুঁড়া দিয়ে হালকা কষিয়ে নিন। এরপর তাতে ফ্রেশ ক্রিম, পেঁয়াজ বেরেস্তা, কাঁচামরিচ ফালি, চিনি এবং লবণ দিয়ে বলক এসে তেল উপরে উঠে আসলেই তাতে কোফতাগুলো দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে দমে রাখুন। এবার চুলা বন্ধ করে ৫ মিনিট অপেক্ষা করলেই দেখবেন কোফতা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এবার গরম পোলাও এর সঙ্গে পরিবেশন করুন মজার স্বাদের শাহি রুই কোফতা কারি।

ভাপা ডিমের কোফতা

ডিম এমন একটি খাবার যা দিয়ে তৈরি করা যায় অসংখ্য পদ। ডিম দিয়ে তৈরি যে কোনো খাবারই খেতে অনেক সুস্বাদু হয়। বাড়িতে সাধারণত আমরা ডিম ভাজি, পোচ কিংবা ভুনা করে খেয়ে থাকি। তবে কখনো কী ভাপা ডিমের কোফতা খেয়েছেন? না খেতে থাকলে আজই বাড়িতে বানাতে পারেন। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু। রান্না করাও খুবই সহজ। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক ভাপা ডিমের কারি তৈরির রেসিপিটি-

উপকরণ: ডিম ১০টি, মরিচের গুড়া এক চা চামচ, গরমমশলা গুড়া এক চা চামচ, লবন পরিমান মতো, হলুদ গুঁড়া খুব সামান্য, তেল আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, চিনি ১ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচের ফালি চার থেকে পাঁচটি, পেঁয়াজ বেরেস্তা এক টেবিল চামচ।

প্রণালী: প্রথমে ডিমের সঙ্গে মরিচের গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া, লবণ ও হলুদের গুঁড়া খুব সামান্য মিশিয়ে চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। পুডিং বসানোর পাত্রে তেল ব্রাশ করে নিন। এখন ডিমের এই মিশ্রণ পাত্রে ঢেলে দিন। এক ইঞ্চির মতো পুরু বা উঁচু হবে। চাইলে পাত্রের আকার অনুযায়ী ডিম ভাজি বড় বা ছোট করতে পারেন। পাত্রটি ফয়েল দিয়ে অথবা ঢাকনা দিয়ে দিন। একটি বড় হাড়ি বা পাতিলে পানি দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। চুলা বন্ধ করে ডিমের পাত্রটি সাবধানে হাড়িতে রাখুন। পুডিং বানানোর নিয়মে এবার ভাপ দিতে হবে। ১৫ থেকে ২০মিনিটের মতো রাখলেই হয়ে যাবে। এরপর নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। ঠাণ্ডা হলে পছন্দ মতো আকৃতিতে কেটে নিন।

এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে নিন। ডিমের টুকরোগুলো হালকা করে ভেজে তুলুন। এজন্য চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে একে একে সব বাটা ও গুঁড়া মশলা দিয়ে দিন। এক কাপ পানি দিয়ে সময় নিয়ে মসলা ভালোভাবে কষিয়ে নিন। কষানো হলে ভাজা ডিমের কোফতাগুলো মিশিয়ে নিন। প্যান দুই হাত দিয়ে নেড়ে দিন। চামচ ব্যবহার না করাই ভালো। এরপর ঢেকে অল্প আঁচে পাঁচ থেকে সাত মিনিট রান্না করুন। ঝোল শুষে কোফতাগুলো আকারে কিছুটা বড় হবে। এবার লবণ দেখে নিন। ঝোল কিছুটা ঘন হলে কাঁচা মরিচের ফালি, চিনি, বেরেস্তা দিয়ে নেড়ে নিন। তারপর চুলা থেকে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ভাপা ডিমের কোফতা কারি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গরম গরম বড় চিংড়ির চপ

বিকেলের নাস্তায় মুখরোচক কিছু খেতে মন চাইলে ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন চিংড়ির চপ। চিংড়ির তৈরি প্রায় সব খাবারই খেতে সুস্বাদু হয়। এটিও ব্যতিক্রম নয়। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সবাই খেতে পছন্দ করবে এটি। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক রেসিপিটি-

উপকরণ: বড় চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ, জিরা বাটা এক টেবিল চামচ, মরিচ দুইটি, আদা বাটা এক চা চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ বাটা আধা চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ, তেজপাতা দুইটি, কিশমিশ পরিমাণ মতো, ডিম একটি, বিস্কুটের গুঁড়া, লবণ,সরিষার তেল পরিমাণ মতো।

প্রণালী: প্রথমে মাছ সিদ্ধ করে বেটে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে মাছ সিদ্ধ হলে ওতে ছেড়ে দিন। ঝুরো ঝুরো হলে তুলে নিয়ে কড়াইয়ে তেল, তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। তারপর সব বাটা মশলা দিয়ে ভালোভাবে কষে নিন। ভাজা মাছ দিয়ে আবার ভাজুন। মাখা মাখা হলেই নামিয়ে নেবেন এবং মশলার গুঁড়া মিশিয়ে দিন।একটি পাত্রে ডিম ভেঙে ফেটিয়ে রাখুন। মাছের ঝুরি চপের আকারে গড়ে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়া মাখিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার বড় চিংড়ির চপ।

ফুলকপির চপ

পুষ্টিকর সবজির মধ্যে অন্যতম ফুলকপি। এটি রান্না, ভাজিসহ নানাভাবে খাওয়া যায়। স্বাদের পাশাপাশি সবজিটি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। শীতের ঠান্ডা আমেজে বিকালের নাশতায় ভেজে নিতে পারেন গরম গরম ফুলকপির চপ।

উপকরণ : গোটা একটি ফুলকপি, হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ, চালের গুঁড়া বা ময়দা, লবণ পরিমাণমতো, ভাজার জন্য তেল

প্রস্তুত প্রণালি : ফুলকপিগুলো বড় বড় টুকরা করে কাটুন। কাটা ফুলকপিগুলো ভাপে সিদ্ধ করে নিন। এরপর ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন। একটা পাত্রে চালের গুঁড়া বা ময়দা নিয়ে তার সঙ্গে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ আর সামান্য পানি দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। ঘন মিশ্রণটিতে ফুলকপিগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে আস্তে আস্তে তেলে ছাড়ুন। অল্প আঁচে ভাজুন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার ফুলকপির চপ। গরম গরম পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

রিজার্ভ সংকটের মূল কারণ অর্থপাচার ও বেগমপাড়া

১০ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৫ হাজার ২০৮ কোটি ডলার। এই ২ খাত মিলে আয় হয়েছে ৭ হাজার ৩১১ কোটি ডলার। কিন্তু আমদানি বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮ হাজার ২৫০ কোটি ডলার। তারমানে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে ৯৩৩ কোটি ডলার।

আগে রপ্তানি আয় থেকে ৬০ ভাগ আমদানি ব্যয় মেটানো যেত, বাকি ৪০ ভাগ মেটানো হতো রেমিট্যান্স দিয়ে। এই ব্যয় মিটিয়েও কিছু ডলার থেকে যেত, সেগুলো রিজার্ভে জমা হতো। বলা হচ্ছে, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রেমিট্যান্সের ওপর বাড়তি চাপ পড়ায় এই সংকট তীব্র হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের আমদানি ও অভ্যন্তরীণ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় রিজার্ভ না থাকায় সরকার আইএফএফ ও বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণের আবেদন করেছে।

সংকটের প্রধান কারণ বেগমপাড়া ও অর্থপাচার : ডলার সংকটের কারণ প্রসঙ্গে অর্থপাচার প্রতিরোধ সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস বলেন, ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য বাড়িয়ে দেখিয়ে কোনো কোনো পণ্য আমদানি করা হয়েছে। তারমানে, এই বাড়তি মূল্যের অর্থ দেশে আনা হয়নি, তা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই অর্থপাচারের কারণে ডলারের একটি বড় অংশ দেশে আসছে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করছে। তার সঙ্গে আছে সরকারি আমলা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির পাচারকৃত অর্থ। যেসব অর্থ দিয়ে দেশে দেশে গড়ে উঠেছে বেগমপাড়া।

সেই তথ্যই দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে আসছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান জিএফআই। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে (২০০৯-২০১৮) ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সংকট মোকাবিলায় আইএমএফের কাছ থেকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ করছে। আর প্রতিবছর দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ।

এস্টোরিয়ার 'জালালাবাদ ভবন' জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নয়, সকল অর্থ সংগঠনের একাউন্টে ফেরত দেয়ার আহ্বান, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা

৪৪ পৃষ্ঠার পর

সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা আজ অত্যন্ত বিষন্ন মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি, "জালালাবাদ এসেসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক" এর কিছু অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং বিতর্কিত জালালাবাদ ভবন ক্রয় করা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি এবং সৃষ্ট ধুম্রজাল দূর করতে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ, জালালাবাদ এসেসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক কিছু কর্মকর্তা এবং বর্তমান শোকজ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ায় জালালাবাদ এসেসিয়শন অব আমেরিকা ইনক এর নামে ভবন ক্রয় সংক্রান্ত বিবৃতির প্রতি নিশ্চই আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ভবন ক্রয় করা সংক্রান্ত এইসব প্রচার প্রপাগান্ডা আমাদের সমাজে বিশেষ করে প্রবাসী জালালাবাদবাসীর মধ্যে নানাভাবে বিভ্রান্তি এবং অনৈক্য সৃষ্টি করছে। বিধায় আমরা প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নামে ক্রয় করা কথিত ভবনটির তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার মাত্র। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নামে কোন ভবন নিউইয়র্কে ক্রয় করা হয় নাই। বর্তমানে শোকজ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যোগসাজশে কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাষ্টিকে না জানিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের একাউন্টে গচ্ছিত অর্থ অসৎ উদ্দেশ্যে ও অসাংগঠনিকভাবে ব্যবহার করে "জালালাবাদ ইউএসএ ইনক" নামে একটি কর্পোরেশন করে বিতর্কিত ভবনটি ক্রয় করেন। যা এই কর্পোরেশনের একক মালিক শোকজ প্রাপ্ত মঈনুল ইসলাম নিজে। এখানে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করতে চাই মঈনুল ইসলাম গং এই বিতর্কিত ভবনটি নিজের ব্যক্তি মালিকানায় ক্রয় করতে গিয়ে জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর গঠনতন্ত্রের ধারা ৭-এর 'ক', অনুচ্ছেদ ৯ এর 'গ' 'ঘ' এবং অনুচ্ছেদ ১৬ এর ৬ ধারা সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৭ এর 'ক'তে বলা হয়েছে, সংগঠনের সকল প্রকার কর্মসূচি/কার্যক্রম কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহিত হতে হবে। কিন্তু তিনি এই বিশাল অংকের অর্থ সরিয়ে নিতে কার্যকরী পরিষদের মতামত নেননি।

অনুচ্ছেদ ১৬ এর ৬ ধারায় উল্লেখ আছে যে, সংগঠনের তহবিল থেকে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার বা এর অধিক অর্থ খরচ করতে হলে কার্যকরী পরিষদকে ট্রাষ্টি বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। এছাড়াও গঠনতন্ত্রের ৯'গ' তে নির্দেশ আছে সংগঠনের তহবিল কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন এবং তা প্রমাণিত হয় তবে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অথচ শোকজ প্রাপ্ত মঈনুল ইসলাম, সংগঠনের ৩,৩২,৮০৬.৬৯ ডলার (তিন লাখ বত্রিশ হাজার আটশত ছয় ডলার উনসত্তর সেন্ট) নিরবে সরিয়ে নিয়ে নিজের নামে বিতর্কিত ভবন ক্রয় করেছেন।

এখানে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করতে চাই যে ইতিমধ্যে শোকজ পধাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম গঠনতন্ত্রের উপরোল্লেখিত ধারা এবং উপধারার সুস্পস্ট লঙ্ঘন করেছেন। তাই তাকে ইতিমধ্যে কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে শো'কজ করা হয়েছে। এসব ছাড়াও মঈনুল ইসলাম গংদের আরও কিছু অপকর্ম এবং অনিয়মের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই।

বিগত কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ মঈনুল ইসলাম অজ্ঞাত কারনে সংগঠনের পুরনো একাউন্ট ক্লোজ করে এই একাউন্টে কোন অর্থ নেই বলে আমাদেরকে অবহিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন উক্ত একাউন্টের স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করি তখন দেখতে পাই এই একাউন্টে ২৪৫৬৪.৬৫ ডলার (চব্বিশ হাজার পাঁচশত চৌষট্টি ডলার পয়ষট্টি সেন্টস) ব্যালেন্স রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে জালালাবাদের সেই অর্থ আজ অবধি বর্তমান কমিটির নিকট হস্তান্ত করা হয়নি।

সংগঠনের তহবিল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের কোন অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও মঈনুল ইসলাম সেই অসাংবিধানিক ও অগঠনতান্ত্রিক কাজটি বার বার করেছেন। আমাদের কাছে তথ্য আছে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ সালে তিনি ওয়্যার ট্রান্সফার করে জালালাবাদের একাউন্ট থেকে ২৫০০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ডলার "কোর কন্সট্রাকশন গ্রুপ" নামের একটি একাউন্টে ট্রান্সফার করেন। যার মালিক হচ্ছেন জনৈক এম এ আজিজ। যদিও এই অর্থ পরবর্তীতে ফেরত আনা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সংগঠনের তহবিল কার্যকারী কমিটির অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া কিভাবে অন্য একটি একাউন্টে ট্রান্সফার হলো।

এছাড়াও মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠনের একাউন্ট থেকে তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। যার উদাহরণ হচ্ছে (চেক- ১০৭) পরিমান ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার তারিখ ৩০ জুলাই ২০২২। এছাড়াও বিগত কমিটি কর্তৃক নিউজার্সীতে কবরস্থান ক্রয়ে সাধারণ সদস্য হতে সংগৃহীত অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র নতুন কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। অথচ কবর কেনা বাবদ প্রতিমাসে বর্তমান কমিটিকে ২৩৪৫.৩৩ ডলার (দুই হাজার তিনশত পয়তাল্লিশ ডলার তেত্রিশ সেন্টস) পরিশোধ করতে হচ্ছে।

ভোটার রেজিষ্টেধশন ফি, নমিনেশন ফি ও নির্বাচনী প্যাকেজ ফি বাবাদ আদায় কৃত ১৫৬,১২৯ (এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার একশত উনত্রিশ) ডলার যার সমুদয় অর্থ সংগঠনের একাউন্টে জমা দিয়েছেন এরকম তথ্য আমরা খুজে পাই নাই। এমনকি আদায়কৃত অর্থ সময়মত একাউন্টে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত কাজে মাসের পর মাস ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমাদের কাজে তথ্য আছে।

এছাড়াও ২০২২ সালে বাংলাদেশে বন্যায় আক্রান্তদের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্টন না করে ব্যক্তি সাইর্থে ব্যবহার করার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর তহবিল কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা হচ্ছে সংগঠনের সম্পত্তি। যার মালিক হচ্ছেন সংগঠনের সকল সদস্য। এই তহবিল নিয়ে কোন ধরনের অনিয়ম বর্তমান কমিটি সহ্য করবে না। আমরা অবিলম্বে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর আত্মসাতকৃত সকল অর্থ সংগঠনের একাউন্টে ফেরত দেয়ার জন্য বর্তমান শো'কজ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মইনুল এইচ চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায় সংগঠনের তহবিল তছরুফ, সংবিধান লংঘন এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে গঠনতান্ত্রিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

আমরা আরো বলতে চাই যে, আগামী সাধারণ সভায় আমরা মঈনুল ইসলাম গংদের সকল অপকর্ম যথাযথ তথ্য প্রমাণ সহ জালালাবাদবাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করবো, যাতে তাদের সকল অপকর্মের মুখোশ উন্মোচিত হয়। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান নয়। কেউ যাতে ভবিষ্যতে আপনাদের বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে আমানতের খেয়ানত করতে না পারে সেই লক্ষ্যে যা করার প্রয়োজন সেটাই করবে জালালাবাদের বর্তমান কমিটি।

আমরা সংগঠনের তহবিল এবং মান মর্যাদা রক্ষা করতে সকল জালালাবাদবাসীর সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। পরিশেষে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করে আবারও সকলকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।

সংগঠনের পক্ষে- (বদরুল হোসেন খান) সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক । তারিখ: ২৮ জানুয়ারী, ২০২৩

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

বাংলাদেশের জন্য ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন আইএমএফের

১০ পৃষ্ঠার পর

এই ঋণের গড় সুদ হবে ২.২ শতাংশ। তবে তাৎক্ষনিকভাবে ৪৭৬ মিলিয়ন ডলার ছাড়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে আইএমএফ বোর্ড।

বিজ্ঞপ্তির শুরুতে তিনটি পয়েন্টে এই ঋণের বিস্তারিত তুলে ধরেছে আইএমএফ। সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যয়ে সক্ষমতা তৈরিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা, আর্থিক খাত শক্তিশালী করা, নীতি কাঠামো আধুনিক করে তোলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাজে এই ঋণ সাহায্য করবে।

ঋণ অনুমোদনের পরপর আইএমএফকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'আমরা অবশ্যই আইএমএফের প্রতি এই ঋণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আইএমএফের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) আন্তোয়ানেট মনসিও সায়েহ এবং মিশনপ্রধান রাহুল আনন্দসহ যে দলটি এই ঋণের বিষয়ে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন, তাদের প্রতি জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিনসহ অর্থ মন্ত্রণালায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যারা এই ঋণ প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা।'

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে আইএমএফ হয়তো বা এই ঋণ দেবে না। তারা ভেবেছিল আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক এলাকাসমূহ দুর্বল তাই আইএমএফ এ ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকবে। এ ঋণ অনুমোদনের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হলো যে, আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক এলাকাসমূহ শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে আছ এবং অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো।'

গত বছরের ২৪ জুলাই ঋণ চেয়ে আইএমএফের কাছে চিঠি দেয় বাংলাদেশ সরকার। এতে পরিমাণের কথা উল্লেখ ছিল না। পরে ১২ অক্টোবর ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তার কথা উল্লেখ করেন। পরে আইএমএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্তইনেত মনসিও সায়েহ তাঁর ঢাকা সফরের সময় ১৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সেদিন তাদের মধ্যে ঋণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

রপ্তানিতে টানা তিন মাস ৫ বিলিয়নের বেশি আয় বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানি আয়ের যে তথ্য প্রকাশ করেছে; তাতে দেখা যায়, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) পণ্য রপ্তানি থেকে মোট ৩২ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। এই অঙ্ক গত ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি এসেছে দশমিক শূন্য তিন শতাংশ।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side))
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

সাগরের পানি থেকে হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০ পৃষ্ঠার পর

বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে রেমিট্যান্সের কোনো বিকল্প নেই এবং তা আনতে হবে বৈধ পথে। নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান বাজার সংহত করা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলো আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। এদিকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য কাজিম উদ্দিন আহম্মেদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকারের নেয়া পদক্ষেপের ফলে ২০২২ সালে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় ১১ লাখ ১৩ হাজার ৩৭৪ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। এরমধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা এক লাখ ৫ হাজার ৪৬৬ জন। এছাড়া সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিডেটের (বোয়েসেল) মাধ্যমে ২০২২ সালে ৬১৫ জন পেশাজীবী এবং ১৭ হাজার ৯৭৮ জন দক্ষ কর্মীসহ মোট ১৮ হাজার ৫৯৩ জন কর্মীর কর্মসংস্থান লাভ করেছে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সে ফের উল্লম্ফন, পাঁচ মাসে সর্বোচ্চ এল জানুয়ারিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

কমে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক হুন্ডির বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়তে শুরু করেছে।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও জনশক্তি রপ্তানিতে রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ২০২২ সালের জনশক্তি রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, গত বছরে সব মিলিয়ে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন লোক কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন। এর আগে কোনো বছরে এত লোক কাজের সন্ধানে বিদেশে যাননি।

জনশক্তি রপ্তানিতে এই উল্লম্ফনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সভাপতি আবুল বাশার। তিনি বলেন, 'এই যে আমরা সাড়ে ১১ লাখ লোককে বিদেশে পাঠালাম, এটি একটি বিশাল বড় ঘটনা। এর ফলেই কয়েক মাস ধরে রেমিট্যান্স ফের বাড়তে শুরু করেছে। আরও বাড়ত যদি অবৈধ হুন্ডি বন্ধ করা যেত। করোনা মহামারির কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় বিশ্বব্যাপী অবৈধ হুন্ডি কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকেই ফের হুন্ডি কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। ডলারের বাজারের অস্থিরতার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে তা আরও বেড়ে গেছে।'

তিনি বলেন, '২০২২ সালে যারা বিভিন্ন দেশে গেছেন, তারা বেশিরভাগ এরইমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। বেতন পাচ্ছেন; দেশে পরিবার-পরিজনের কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন। সে হিসাবে রেমিট্যান্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। এটি একটি উদ্বেগের বিষয়।'

আবুল বাশার বলেন, 'এখানে প্রবাসী ভাইবোনদের কোনো দোষ আমি দেখি না। তারা প্রতি ডলারে ২-৩ টাকা বেশি পাচ্ছেন বলেই ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক হুন্ডি বন্ধে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। হুন্ডি বন্ধে সরকারের কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে বা বৈধ পথে টাকা পাঠালে সরকার এখন যে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে। তা বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করলে হুন্ডি বন্ধ হবে বলে আমি মনে করি।'

তবে ভিন্ন কথা বলেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, 'প্রণোদনা দিয়ে রেমিট্যান্সের ইতিবাচক ধারা কখনোই ধরে রাখা যাবে না। হুন্ডি বন্ধ করতেই তো সরকার প্রথমে ২ শতাংশ, পরে তা আরও বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করেছে। কিন্তু হুন্ডি তো বন্ধ হচ্ছে না; উল্টো আরও বাড়ছে। এখানে যে কাজটি করতে হবে, তা হলো ডলারের বাজারকে স্থিতিশীল করতে হবে। কার্ব মার্কেট ও ব্যাংকের ডলারের দামের পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে। যতদিন এই পার্থক্য বেশি থাকবে, ততদিন হুন্ডি বন্ধ হবে না।'

আহসান মনসুর বলেন, 'খোলাবাজার বা কার্ব মার্কেটে ডলারের দর এখন ১১১ থেকে ১১২ টাকা। ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে ১০৭ টাকা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা যোগ হয়ে পাওয়া যায় ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। আর হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে, যার নামে পাঠান তিনি ১১২ টাকা পর্যন্ত পাচ্ছেন। এ কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে গেছে।'

বিএমইটির তথ্যে দেখা যায়, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন কাজের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। তার আগের বছর ২০২০ সালে করোনার কারণে এই সংখ্যা ছিল একেবারেই কম; ২ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ কম। ২০২০-২১ অর্থবছরে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে, যা ছিল আগের বছরের চেয়ে ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি।

অর্থনীতিতে চাপ সামাল দিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে বাংলাদেশ ৪৫০ কোটি (৪.৫ বিলিয়ন) ডলার ঋণ চেয়েছিল, আইএমএফ তার চেয়েও ২০ কোটি ডলার বেশি অর্থাৎ ৪৭০ কোটি (৪.৭০ বিলিয়ন) ডলার দেবে। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফের সদর দপ্তরে এই ঋণ অনুমোদন করেছে সংস্থাটির নির্বাহী পর্ষদ। প্রথম কিস্তির ঋণ যেকোনো মুহূর্তে জমা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে, বেড়ে যাবে রিজার্ভ।-সূত্র দৈনিক বাংলা

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

কঠিন সময় এবং অবিশ্বস্ত অর্থনীতিবিদ

১৮ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এরা সবসময়ই শুদ্ধ ...কিন্তু আমাদের এমন উপকারী বিশেষ বিজ্ঞান ও দক্ষতা আছে যা অন্য কোথাও নেই।'

তার জন্য জানা দরকার অর্থনীতিবিদদের ওপর বিশ্বাস কুরে কুরে খায় কে বা কীভাবে। এ প্রশ্নের উত্তরের একটা অংশে আছে চারদিকে থাকা খারাপ অর্থনীতি (ইধফ উপড়হড়সরপং)। যারা পাবলিক ডিসকোর্সে 'অর্থনীতিবিদদের' প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তারা প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠিত বুথ প্যানেলের সদস্য নন বরং টিভি এবং প্রেসে হাজির হওয়া স্বঘোষিত অর্থনীতিবিদরা, কেউ অমুক ব্যাংকের বা কারখানার প্রধান অর্থনীতিবিদ, দুএকটা ব্যতিক্রম বাদে, প্রধানত তাদের প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত মুখপাত্র যারা অবলীলায় সাক্ষ্যপ্রমাণের ভার অবজ্ঞা করে চলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, তারা দেখতে কী রকম (টাই-স্যুট পরিহিত) অথবা যেভাবে কথা বলে (অনেক বিভাষা বা জারগণের ব্যবহার), তাতে মনে হবে তারা বুঝিবা ঝানু অর্থনীতিবিদ। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আস্থার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা দুর্ভাগ্যবশত যা তাদের কর্তৃপক্ষীয় করে তোলে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশ্বাসে ঘাটতি ঘটায় তা হলো একাডেমিক অর্থনীতিবিদরা তাদের অধিকতর সরল উপসংহারের পেছনে যে জটিল যুক্তি থাকে তা তারা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক নন অথবা এটা করার সময় তাদের আছে সামান্যই। তাছাড়া টিভির উপস্থাপক বিস্তারিত বলার আগেই চিলের মতো ছোঁ মেরে কথা নিয়ে যায় এবং সম্ভবত এজন্য একাডেমিক অর্থনীতিবিদ প্রায় নির্ভয়ে মতামত দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। অর্থনীতিবিদের কথা ভালো করে বুঝতে এবং শুনতে সময় লাগে বেশ এবং কথার মারপ্যাঁচে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা অন্যরকম দাঁড়ানোর ঝুঁকি থাকে প্রচুর।

নির্দ্বিধায় কথা বলার লোক যে নেই তা নয়, তবে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, তাদের মতামত খুবই শক্ত এবং আধুনিক অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো কাজে যুক্ত হওয়ার ধৈর্য একেবারে কম মনে হয়। কেউ আছেন বহু আগে বাতিল হওয়া ধারণা আগলে আছেন, পুরনো কথা মন্ত্রের মতো আওড়ান, মতের সঙ্গে না মিললে রাগে অগ্নিশর্মা হন। আর এক দল আছেন যারা মূল স্রোতের অর্থনীতিকে নিন্দা জানানোয় ব্যস্ত, এটা হয়তো তার প্রাপ্য, কিন্তু আজকের সর্বোত্তম অর্থনৈতিক গবেষণায় কথা বলার সম্ভাবনা কম।

এতকিছুর পরও অর্থনীতিবিদ ভরসা মম। তথ্য-উপাত্ত আর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তারাই পারেন সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে অর্থনীতির অগ্রযাত্রা এবং মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে।

পাদটীকা:

এক নারী তার ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে তিনি আর মাত্র ছয় মাস বাঁচবেন। ডাক্তার তাকে এও উপদেশ দিলেন এরই মধ্যে তিনি যেন একজন অর্থনীতিবিদকে বিয়ে করেন।

নারী: 'ওতে কি আমার অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে ডাক্তার?'

ডাক্তার: 'না, তবে ছয় মাস মনে হবে অনেক লম্বা সময়।'

আব্দুল বায়েস: অর্থনীতিবিদ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও অধ্যাপক

বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন অধ্যাপক

সৌদি আরবের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চায় চীন

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেন কিন গাং। ফোনালাপে প্রিন্স ফয়সাল চীনের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিন্দন জানান। এরপর তারা দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন। প্রিন্স ফয়সাল বলেন, সৌদি আরব চীনের সাথে সম্পর্ককে বৈদেশিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে এবং সৌদি আরব সম্পূর্ণরূপে 'এক-চীন নীতি' মেনে চলে। ফোনালাপে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ইস্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন সম্প্রতি আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে সফর শেষ করেছেন। এরপরই সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন তিনি। এদের মধ্যে আছেন, ডাচ উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াপকে হোয়েকস্ট্রা এবং আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো ক্যাফিয়েরো।

রয়টার্সের হিসাবে, ২০২২ সালে চীনের কাছে সবথেকে বেশি অপরিশোধিত তেল বিক্রি করেছে সৌদি আরব। গত বছর চীনে মোট ৮৮ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করেছে রিয়াদ। চীনের রাষ্ট্রীয় তেল শোধনাগারগুলি অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকা সত্ত্বেও ২০২২ সালে সৌদি আরব থেকে তেল আমদানি হ্রাস পায়নি। ডিসেম্বরে রিয়াদ সফর করেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চীন এখন ডলারের পরিবর্তে চীনা ইউয়ানে তেল কিনতে চায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে।

নির্বাচিত সরকার বনাম আমলাতন্ত্র: দেশ চালাচ্ছেন কে

১৮ পৃষ্ঠার পর

সুবিশাল কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাই, যাদের হাতে রয়েছে অপরিসীম ক্ষমতা। জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে এমন সব কাঠামো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের এই ক্ষমতা অসীম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে আমলাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বার্ষিক বাজেটের বিপুল বরাদ্দ ও মেগাপ্রকল্পগুলো যোগ হয়ে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও তহবিল বরাদ্দের ক্ষমতা অকল্পনীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এমন কর্তৃত্ব ও অসীম ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক সুবিধার কথা তো বলাই বাহুল্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকার তাদেরকে নিজেদের পক্ষে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছে। কেন? কারণ, বর্তমানে আমাদের রাজনীতি অনেকাংশেই আমলা নির্ভর, বিশেষত নির্বাচনের দিক থেকে। এই বিষয়টি আমাদের আমলাতন্ত্রকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে। আগামীতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে আমলাতন্ত্রের এই ক্ষমতা বাড়তেই থাকবে এবং আমাদের রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি, সম্মান ও ক্ষমতা কেবল কমতেই থাকবে, যা গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার, অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

প্রবাসী বাড়ে, রেমিট্যান্স বাড়ে ভালো থাকে কে?

২০ পৃষ্ঠার পর

কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পান না।

অনেক প্রবাসী বিভিন্ন কারণে দেশে চলে আসেন। দেশে এসে তাদের ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

পরিবারের কাছে ছোট হয়ে থাকতে হয়, পাওনাদারের ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলতে হয়। আবার প্রবাসজীবন খেটে কেউ দেশে এলে ব্যবসা শুরু করতেও তাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। ধার-দেনা করে চলতে হয়। সরকারের উচিত, এসব প্রবাসী ভাইদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, পেনশন/বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা। তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়া। মনে রাখতে হবে, রেমিট্যান্স যোদ্ধারা আমাদের মহামূল্যবান বন্ধু। দেশের উন্নয়নে, দেশের স্বার্থে তাদের ভালো থাকার দিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

একই সঙ্গে বেকার যুবকদের প্রতি আহ্বান থাকবে তারা যেন বিদেশ যাওয়ার মোহে অসাধু দালালের খপ্পরে না পড়েন। কাঙ্ক্ষিত দেশে যাওয়ার আগে সে দেশের ভাষা, সংস্কৃতি জেনে ও সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ হয়ে যেতে হবে। এতে ইনকামও ভালো আসবে। অনেকে অবৈধভাবে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ভাসতে থাকেন, কেউ কেউ লাশ হন, নিখোঁজ হন।

আবার তীরে পৌঁছলেও অভিবাসন পুলিশের কাছে ধরা পড়েন। পরবর্তীতে তারা মাদক বহন, মানব পাচার ও পতিতাবৃত্তির মতো অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। আবার অনেকে নির্দিষ্ট কাজে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিদেশে গেলেও সেখানে পৌঁছে ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে আরেক দেশে অন্য কাজে চলে যান।

এতে নিজ দেশের বদনাম হয়। সরকারকে দালালনির্ভর অভিবাসন প্রক্রিয়া পুরোপুরি রোধ করে যোগ্য ও সৎ শ্রমিক বেছে নিতে হবে। তাহলে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। পাপলু রহমান সাংবাদিক। বণিকবার্তার সৌজন্যে

গণতন্ত্র সূচকে দুই ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

মূল্যায়ন করা হয় সূচকে। বিষয়গুলো হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক স্বাধীনতা।

সূচকে দেশ ও অঞ্চলগুলোকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছেড়পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। এবারের সূচকে পূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে রয়েছে ২৪টি দেশ। ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে ৪৮টি দেশ। হাইব্রিড শাসনব্যবস্থায় ৩৬টি দেশ। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় ৫৯টি দেশ।

গত কয়েকবারের মতো এবারও হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বিভাগে রয়েছে বাংলাদেশ। ১০-এর মধ্যে যেসব দেশের স্কোর ৪ থেকে ৬-এর মধ্যে, তারাই এই বিভাগে রয়েছে। এই বিভাগে সবার ওপরে বাংলাদেশ। সবার নিচে মৌরিতানিয়া। সূচকে দেশটির অবস্থান ১০৮তম, স্কোর ৪ দশমিক শূন্য ৩।

এই বিভাগের অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভুটান (৮৪তম), ইউক্রেন (৮৭তম), উগান্ডা (৯৯তম), নেপাল (১০১তম) ও পাকিস্তান (১০৭তম)।

হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বলতে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এমন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে প্রায়ই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। এ শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল ও বিরোধী প্রার্থীদের ওপর সরকারের নিয়মিত চাপ থাকে। এই বিভাগে থাকা দেশগুলোর বিচারব্যবস্থা স্বাধীন নয়। সাংবাদিকদের হয়রানি ও চাপ দেওয়া হয়। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, দুর্বল আইনের শাসন, দুর্বল নাগরিক সমাজ এই ধরনের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

এবারের সূচকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে থাকা দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (৩০তম), মালয়েশিয়া (৪০তম), ভারত (৪৬তম), ইন্দোনেশিয়া (৫৪তম), শ্রীলঙ্কা (৬০তম) ও সিঙ্গাপুর (৭০তম) রয়েছে।

এবারের সূচকে শীর্ষস্থানে আছে নরওয়ে। পূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগের এই দেশের স্কোর ৯ দশমিক ৮১। এর পরের দেশগুলো হলো নিউজিল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড।

গণতন্ত্র সূচকে সবার নিচে রয়েছে আফগানিস্তান (১৬৭তম)। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা বিভাগের এই দেশের স্কোর শূন্য দশমিক ৩২। এ ছাড়া মিয়ানমার (১৬৬তম), উত্তর কোরিয়া (১৬৫তম), মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (১৬৪তম), সিরিয়া (১৬৩তম), চীন (১৫৬তম), ইয়েমেন (১৫৫তম), ইরান (১৫৪তম), সৌদি আরব (১৫০তম) ও রাশিয়া (১৪৬তম) এই বিভাগে রয়েছে।

KHAAMAR BAARI

খামার বাড়ি

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

০ লাইভ ফিশ ০ ফ্রোজেন ফিশ ০ হালাল মাংস ০ তাজা শাক-সবজি ০ গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

sunman express
global money transfer

Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

Fast, Secure & Reliable Remittance

আপনজনকে আরো আপন করে নিতে

সানম্যান এক্সপ্রেস

আছে আপনার পাশে

SUNMAN EXPRESS Remittance Partner with **PUBALI BANK LTD**

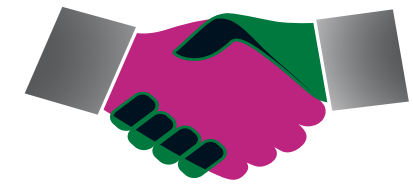

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

Customers can pickup money from

647+ LOCATIONS

Cash Pickup | Bank Deposit | Mobile Wallet | bKash | উপায়

Remittance Partner

Agrani Bank Limited | Uttara Bank Limited | SBAC Bank Limited | JAMUNABANK | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED

DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING | aibl Al-Arafah Islami Bank Limited | Southeast Bank Limited | SIBL Social Islami Bank Limited | UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED | UCB

Sunman Global Express Corp.

Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

HEAD OFFICE
3714 73rd Street (Suite-201),
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224

JACKSON HEIGHTS BRANCH
37-17 74th Street (1st FL)
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Phone: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH
29-24 36 Avenue
L.I.C, NY- 11106
Phone: 718-729-0600

www.sunmanexpress.com

জাপানি মাকে ফেরাল ইমিগ্রেশন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বাবা র‍্যাব হেফাজতে

৯ পৃষ্ঠার পর

কালাচাঁদপুরের একটি বাসা থেকে ইমরান শরীফ ও তার ছোট মেয়েকে নিজেদের হেফাজতে নেয়ার কথা জানিয়েছে র‍্যাব। তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে র‍্যাবের কোনো কর্মকর্তা মন্তব্য করতে রাজি হননি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ জানুয়ারি আদালত দুই মেয়েকে মায়ের জিম্মায় রাখার আদেশ দেন। এরপর ৩১ জানুয়ারী গত মঙ্গলবার রাতে বড় মেয়েকে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মা নাকানো। কিন্তু ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে আদালতের কোনো আদেশ না থাকায় তাদের দেশ ছাড়তে বাধা দেয়া হয়।

এদিকে র‍্যাবের একটি সূত্র জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার ভোরে র‍্যাবের একটি দল গুলশানের কালাচাঁদপুর এলাকার একটি বাসা থেকে ছোট মেয়েসহ বাবা ইমরান শরীফকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। ঐদিনই তাদের গুলশান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শিবলী জানান, বাবা ইমরান শরীফকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে তার কাছে থাকা ছোট মেয়েকে তেজগাঁওয়ের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

জাপানি দুই শিশুকে নিজের হেফাজতে রাখা নিয়ে এক বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে আসছিলেন জাপানি মা নাকানো এরিকো ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ইমরান শরীফ। ইমরান ও নাকানো ২০০৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও ২০২০ সালে নাকানো বিচ্ছেদের আবেদন করেন। এরপর তিন সন্তানের মধ্যে বড় দুই সন্তানকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন ইমরান শরীফ।

গত ১৯ আগস্ট দুই জাপানি শিশু জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনা এবং তাদের বাবা শরীফ ইমরানকে এক মাসের জন্য দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে দুই শিশুকে আগামী ৩১ আগস্ট আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওই দিন বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিপুল বাগমার। ওই দিন সকালে দুই কন্যা সন্তানকে আদালতে হাজির করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে হেবিয়ার্স কর্পাস আবেদন করেন জাপানি চিকিৎসক নাকানো এরিকো (৪৬)। রিটে দুই কন্যা সন্তানকে নিজের জিম্মায় নেওয়ার নির্দেশনা চান ওই নারী। ২০০৮ সালে জাপানি চিকিৎসক নাকানো এরিকো ও বাংলাদেশি-আমেরিকান নাগরিক শরীফ ইমরান (৫৮) জাপানি আইন অনুযায়ী বিয়ে করে টোকিওতে বসবাস শুরু করেন। তাদের ১২ বছরের সংসারে তিন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। তারা তিনজনই টোকিওর চফো সিটিতে অবস্থিত আমেরিকান স্কুল ইন জাপানের শিক্ষার্থী ছিলেন।

২০২১ সালের ১৮ জানুয়ারি শরীফ ইমরান-এরিকোর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ২১ জানুয়ারি ইমরান আমেরিকান স্কুল ইন জাপান কর্তৃপক্ষের কাছে তার মেয়ে জেসমিন মালিকাকে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেন। কিন্তু এতে এরিকোর সম্মতি না থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ইমরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর এক দিন জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনা স্কুল বাসে বাড়ি ফেরার পথে বাসস্টপ থেকে ইমরান তাদের অন্য একটি ভাড়া বাসায় নিয়ে যান।

গত ২৫ জানুয়ারি শরীফ ইমরান তার আইনজীবীর মাধ্যমে এরিকোর নিকট থেকে মেয়েদের পাসপোর্ট হস্তান্তরের আবেদন করেন। কিন্তু এরিকো ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে মেয়েদের নিজ জিম্মায় পেতে আদেশ চেয়ে গত ২৮ জানুয়ারি টোকিওর পারিবারিক আদালতে মামলা করেন।

আদালত ৭, ১১ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের সঙ্গে এরিকোর সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে আদেশ দেন। কিন্তু ইমরান আদালতের আদেশ ভঙ্গ করে মাত্র একবার মায়ের সঙ্গে দুই মেয়েকে সাক্ষাতের সুযোগ দেন। এরপর গত ৯ ফেব্রুয়ারি 'মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে' ইমরান তার মেয়েদের জন্য নতুন পাসপোর্ট গ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনাকে নিয়ে তিনি দুবাই হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন।

গত ৩১ মে টোকিওর পারিবারিক আদালত জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনাকে তাদের মা এরিকোর জিম্মায় হস্তান্তরের আদেশ দেন। তবে দুই মেয়ে বাংলাদেশে থাকায় বিষয়টি নিয়ে তিনি বাংলাদেশের একজন মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর গত ১৮ জুলাই তিনি শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে এসে এরিকো করোনা পরীক্ষা করালে তার রিপোর্ট নেগেটিভ থাকার পরেও ইমরান ওই রিপোর্ট অবিশ্বাস করে সন্তানদের সঙ্গে তার সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানান। গত ২৭ জুলাই এরিকোর মোবাইল সংযোগ বন্ধ করে চোখ বাঁধা অবস্থায় মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। এ অবস্থায় দুই মেয়েকে নিজের জিম্মায় পেতে হাইকোর্টে রিট করেন জাপানি চিকিৎসক নাকানো এরিকো।

গত ২৯ জানুয়ারি পারিবারিক আদালতের বিচারক দুরদানা রহমান দুই মেয়েকে মায়ের হেফাজতে দেয়ার নির্দেশ দেন। তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানিয়েছেন ইমরান শরীফ।

তিন কারণে বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে?

৯ পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে? উভয় দেশই কি বাংলাদেশের সাথে কৌশলগত জোট গঠনে আগ্রহী? দ্য জিওপলিটিক্স এ লেখা এক নিবন্ধে গবেষক অমিত ঠাকুর বলছেন, দুটি প্রশ্নের উত্তরই হলো হ্যাঁ। বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সংকটময় কৌশলগত সময়ের মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলছেন, মূলত তিনটি কারণে সম্প্রতি পরাশক্তি দেশগুলোর শীর্ষ কূটনীতিকদের ঘনঘন বাংলাদেশ সফরের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওই তিনটি কারণ হলোঃ করোনাকালের পর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মার্কিন-চীন দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সাথে কথা বলতে রাজধানী ঢাকার শাহীনবাগের একটি বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের যাওয়াকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অমিত লিখেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়ানোর অনুরোধও এসেছে। জোরপূর্বক গুমের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর উপর দেশটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর থেকে ঢাকার সাথে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য ২০২২ সালের বিভিন্ন সময় মার্কিন কূটনীতিকদের নানা মন্তব্যের পর ওই উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের (তৎকালীন) রাষ্ট্রদূত লি জিমিং ২০২১ সালের মে মাসে দেশটিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কোয়াড জোটের যেকোনো উদ্যোগে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে "যথেষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বাংলাদেশের জবাব ছিল, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমরা নিজেরাই নিজেদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করবো। পরে অবশ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অবস্থানের আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন এই ভেবে যে বাংলাদেশের সাথে তার সাম্প্রতিক উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে চীন দেশটির কাছাকাছি যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন-মিয়ানমার সম্পর্ক মূলত চীনা ফ্যাক্টর দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। পশ্চিমারা মিয়ানমারের ওপর অনেক ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে, সেগুলো মিয়ানমারকে নিজের দিকে ঝুঁকতে চীনকে সাহায্য করেছিল।

গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি উল্লেখ করে অমিত ঠাকুর লিখেছেন, "ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে বাণিজ্য থেকে বিনিয়োগ, শ্রম অধিকার, নিষেধাজ্ঞা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক সহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বেশ স্পষ্ট ও খোলামেলাভাবে আলোচনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশকে অপরিহার্য অংশীদার বলে মনে করে। এটি এখন ওপেন সিক্রেট যে এশিয়াকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি প্রাথমিকভাবে এই অঞ্চলে চীনা আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান চীনা বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্বে দেশটির সম্পৃক্ততা ত্বরান্বিত হওয়ার প্রেক্ষিতে "অফশোর ব্যালেন্সারের জন্য বিষয়গুলো অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেছেন, দেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখবে। এর কিছুদিন আগেও তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারাটা 'চ্যালেঞ্জিং'।

ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন যা বলেছেন, বাংলাদেশ তাই করছে- এমন ইঙ্গিত করে অমিত ঠাকুর বলছেন, "বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট: তারা চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চায়। তবে কাজটি যে কঠিন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন, "উদীয়মান বনাম উদীয়মানদ্য যুদ্ধের এই খেলায় চিরতরের জন্য "খেলার মাঠ হয়ে ওঠা এড়াতে বাংলাদেশকে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।- মানবজমিন

হাজার হাজার সদস্য গ্রেফতার, বাংলাদেশের বিরোধী দল এখন দমন-পীড়নের শিকার

৯ পৃষ্ঠার পর

সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কোভিড মহামারীর ভুল ব্যবস্থাপনার মতো একাধিক বিষয়কে তিনি তার সমালোচনামূলক আঁকার বিষয়বস্তু করে তোলেন। সেই অপরাধে তিনদিন ধরে তাকে চোখ বেঁধে এবং একটি ছোট ঘরে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন। কিশোর বলেন, "ওরা আমার সারা শরীরে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার পায়ে লাঠি দিয়ে মেরেছে "। সাদা পোশাকের অফিসাররা বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে তার সংযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, শুধু তাই নয় তাকে এত জোরে আঘাত করেছিল যে, কিশোরের কানের পর্দা ফেটে যায়। পায়ে আঘাতের জেরে তাঁর চলাফেরার ক্ষমতাও প্রায় চলে যায়।

চোখ খোলার পর কিশোর বুঝতে পেরেছিলেন তিনি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ফোর্স অর্থাৎ বাংলাদেশ পুলিশের অভিজাত অ্যান্টি-টেররিজম ইউনিটের হাতে এসে পড়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বিচারবহির্ভূত অপহরণ এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য র‍্যাব এখন একটি "ডেথ স্কোয়াডচ হিসাবে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে এবং তাকে সেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ৫মে কিশোর, তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে তার ক্ষতস্থানে সেপটিক হতে শুরু করেছে। সাংবাদিক ও কর্মীসহ আরও ১১ জনের পাশাপাশি তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, স্পষ্টতই কোভিড সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি দাবি করেছে যে, আইনটি সরকারের সমালোচকদের নীরব করার এবং ভিন্নমতকে দাবিয়ে রাখার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। প্রায় এক বছর ধরে কারাগারে থাকার কারণে আহত কিশোর ক্রমেই দুর্বল হতে থাকেন।কিন্তু তার একজন সহ বন্দী, সাংবাদিক মুস্তাক আহমেদ কারাগারে মারা যাওয়ার পরে - বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ এবং তার আঘাতের কারণে কিশোরকে ২০২১ সালের মার্চ মাসে জামিন দেয়া হয়েছিল। তাকে আবার আটক করার চেষ্টা করা হলে কিশোর প্রথমে নেপাল এবং পরে সুইডেনে পালিয়ে যান। তখন থেকে সেখানেই তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন । তিনি বলেছিলেন আমার আঘাতের কারণে আমি এখনও ঠিকভাবে হাঁটতে পারি না এবং ডান কানের শ্রবণশক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। "

২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিশোর, আহমেদ এবং অগণিত সমাজ কর্মী, লেখক, শিল্পী, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবীরা বাংলাদেশের বড় শহরগুলিতে সরকারবিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে। কোভিড মহামারী, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশা, জ্বালানি ও খাদ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নির্বাচনে কারচুপির কারণে সৃষ্ট হতাশার জেরে বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভে সাড়া দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। হাসিনা এবং তার আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন যে, বছরের শেষের দিকে হওয়া নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু নাও হতে পারে। এর আগে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনগুলি বিরোধীদের বয়কট এবং কারচুপির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিরোধীরা হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবি করছেন। বিএনপি বলছে, হাসিনার অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না। প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা বেশ কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন । আওয়ামী লীগ বিশাল সমাবেশ করার ছাড়পত্র পেলেও বিএনপির সমাবেশের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং জনগণের উপস্থিতি বন্ধ করতে পরিবহন ধর্মঘট জারি করা হয়েছে। বিরোধীদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালানোর অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে।শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অফিসাররা গুলি চালিয়েছে, গত পাঁচ মাসে আট বিএনপি কর্মীকে হত্যা করেছে এবং ২০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। বিএনপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে অন্তত ২০ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে, গত মাসে এক হাজারেরও বেশি নেতাসহ বিএনপির ৭ হাজারেরও বেশি সদস্য ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতীতে তারা রাতের বেলায় বন্দুক নিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালাত; এখন তারা দিবালোকে হত্যা করছে। এই সরকারের অধীনে কেউ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা করতে পারে না বলেছেন বিএনপি নেতা একেএম ওয়াহিদুজ্জামান।

মসনদে থাকাকালীন হাসিনার ১৩ বছরের সময়কালে বাংলাদেশ পশ্চিমি দেশগুলিতে পোশাকের প্রধান সরবরাহকারী হয়ে এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসাবে উন্নতি করেছে। তবে এই সময়কালে রাষ্ট্রের হাতে, বিশেষ করে র‍্যাবের হাতে কর্তৃত্ববাদ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও দেখা গেছে। গত বছর, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক গুমের অভিযোগে ছয় র‍্যাব কমান্ডারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা । ২০১১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের হাতে নিখোঁজদের মধ্যে একজন ছিলেন সাবেক সেনাকর্তা মেজর জাকির হোসেন (৩৭) । ৫০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা তাকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, নির্যাতন করা হয় এবং হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে জাকির বলেছিলেন আটকের সময় আমার সাথে যে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র গুয়ানতানামো বে- এর বন্দীদের ভয়ঙ্কর গল্পের সাথে তুলনা করা যেতে পারে তাকে প্রায় তিন বছর নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কথিত অপরাধের জন্য তাকে কখনও আদালতে হাজির করা হয়নি । ২০২১ সালে, তিনি যুক্তরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে বলেন -চআমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি এখনও বেঁচে আছি। "

এক বছর আগে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি বলছে যে র‍্যাব এখনও এই ধরনের অপব্যবহারের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশে অন্তত ১৬ জনকে বলপূর্বক গুম করা হয়েছে।

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, "বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক গুমের সংখ্যা এর স্পষ্ট প্রমাণ।চ হাসিনা সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্যদের আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকারপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন আমাদের সরকার সবসময় সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। আসন্ন নির্বাচন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে , যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যদিও হংকংয়ের এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে "একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অকল্পনীয়"। তার মতে , বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলকে জবাবদিহি করার মতো কোনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নেই। আশরাফুজ্জামান বলেছেন বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই ক্ষমতাসীন দলের হয়ে নির্বাচনে কারচুপি করতে এবং শাসকের অপরাধ আড়াল করার জন্য একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

ফরাসী মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাসমান হাসপাতাল ও স্কুল

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে রুনাকে নিয়ে বলা হয়, ২০০২ সালে ফ্রেন্ডশিপ নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন রুনা খান। দেশের চরাঞ্চল ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক অঞ্চলেই এনজিওটি কাজ করে। একটা পর্যায়ে ভাসমান হাসপাতাল নিয়ে কাজ শুরু করেন রুনা। ২০২২ সালের মধ্যে তার ভাসমান হাসপাতালের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। এখন পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদেই ফ্রেন্ডশিপের কাজ সীমাবদ্ধ।

হাসপাতালগুলোয় বাংলাদেশি ডাক্তারদের পাশাপাশি ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসি ডাক্তারেরাও কাজ করেন। চোখের নানান ধরনের চিকিৎসা, অপারেশন, স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করা যায় এসব হাসপাতালে। প্রতিবেদনটিতে স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ানের কাজ সম্পর্কে বলা হয়, ২০০২ সাল থেকে ভাসমান স্কুলের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। ইতোমধ্যে তার স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০০। প্রতিটা স্কুলের দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার। এতে ক্লাসরুমের পাশাপাশি রয়েছে ছোট একটি খেলার মাঠ। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের কম্পিউটার, ক্লাসরুমের বাতি ইত্যাদি চলে সৌর বিদ্যুতে। ভাসমান স্কুলের পাশাপাশি ভাসমান খামারের ধারণা নিয়েও কাজ করছেন রেজোয়ান। প্রাথমিকভাবে সবজি ও ড্রমে মাছ চাষ শুরু করেছেন তিনি।

ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্সের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২০ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দেশের অভ্যন্তরে শরণার্থী হয়ে পড়তে পারেন। সূত্র : অয়েস্ট-ফ্রান্স

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াবে চীন

৫ পৃষ্ঠার পর

ওয়েন বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে চীন ৯৮ ভাগ পণ্য রফতানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ-চায়না ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে।' বাংলাদেশে স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগের বিষয়ে চীন খুবই আগ্রহী। আগামী নভেম্বরে চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিতব্য চায়না ইমপোর্ট ফেয়ারে বাণিজ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেন, 'মার্চে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সামিটে চীন গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করবে। আগামীতে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ আরো বাড়বে।'

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী চীনা রাষ্ট্রদূতকে বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তথা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে চীন অনেক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশ চীনের প্রতি কৃতজ্ঞ।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ আরো চীনা বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবধান অনেক বেশি। চীনে রফতানি বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। চীনসহ বিশ্বের অনেক দেশের বিভিন্ন কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান বেশ ভালো। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প-কলকারখানা স্থাপন খুবই প্রয়োজন এবং এখানে বিনিয়োগ লাভজনক হবে।'

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, '২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি সেক্টরের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ খাতে বিনিয়োগ চীনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।' সূত্র দৈনিক বণিকবার্তা

অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল কি বাংলাদেশের রাঘববোয়াল ঋণখেলাপিদের লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেলেন?

৯ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করে আমরা দীর্ঘ বিলম্বের পর গবেষণাটি সম্পন্ন করে ২০১০ সালে বই হিসেবে প্রকাশ করি। বইটি অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। ওই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের শীর্ষ ৩১ জন ঋণখেলাপির কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাদের আমি ১২ বছর ধরে মনিটর করে যাচ্ছি। আমার জানামতে ওই ৩১ জন ঋণখেলাপির মধ্যে ছয়জন ছাড়া অন্যরা হয় এখনো ঋণখেলাপি রয়ে গেছেন অথবা ঋণখেলাপি থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। তাদের একজনের নামও অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে পেশ করা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। (বলা বাহুল্য, খেলাপি ঋণ সমস্যাটিকে আমি এক যুগ ধরে গভীরভাবে স্টাডি করে চলেছি)। অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এবার উপস্থাপিত ২০ জন ঋণখেলাপির মধ্যে অর্ধেক চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান, যেগুলো খেলাপি ঋণের কারণে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তালিকার মধ্যে ঢাকার কয়েকশ রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের একটিকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যাদের প্রতিটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রকাশিত এ ২০টি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি বলে দেশের ব্যাংকিং সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা সবারই জানা আছে। দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, সরকারের প্রদত্ত সুযোগ নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান খেলাপি ঋণের ২ শতাংশ ফেরত দিয়ে হয়তো তাদের নাম ১০ বছরের জন্য ঋণখেলাপি তালিকা থেকে উধাও করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদও বলেছেন, সরকারের প্রদত্ত রিশিডিলিংয়ের নিয়ম শিথিল করার সুযোগ নিয়ে এবং ঋণ ফেরত দেয়ার নীতিকে উদার করায় হয়তো এ ধরনের অপকর্মের হোতারা (ডেলিংকোয়েন্ট বোরোয়ার্স) পার পেয়ে গেছেন! মুস্তফা কামাল ২০১৯ সালে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর খেলাপি ঋণ লুকিয়ে ফেলার যে নীতিগুলো একের পর এক গ্রহণ করেছিলেন তার তালিকাটি দেখুন: ১. ২০১২ সাল থেকে প্রচলিত তিন ধরনের শ্রেণীকরণের নিয়ম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক খাতের অনাদায়ী ঋণ শ্রেণীকরণের নতুন নিয়ম চালু করেছিল: এক. নির্দিষ্ট মেয়াদের তিন মাস পর যেসব ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হতো সেগুলোকে 'সাব-স্ট্যান্ডার্ড ঋণ' শ্রেণীকরণ করা হতো, নতুন নিয়মে তিন মাসের পরিবর্তে সময়টা ছয় মাস করা হয়েছে; দুই. নির্দিষ্ট মেয়াদের ছয় মাসের বেশি যেসব ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হতো সেগুলোকে 'ডাউটফুল ঋণ' বলা হতো, নতুন নিয়মে নয় মাস মেয়াদোত্তীর্ণ হলে 'ডাউটফুল' শ্রেণীকরণ হবে এবং তিন. আগের নিয়মে নয় মাসের বেশি কোনো ঋণ খেলাপি হলে 'মন্দঋণ' শ্রেণীকরণ করা হতো, এখন এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্যে ঋণ অনাদায়ী হলে 'মন্দঋণ' বা 'লস' শ্রেণীকরণ করা হবে। ২০১২ সালের নিয়মটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর চাপে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরনো শ্রেণীকরণ পদ্ধতিতে ফিরে গেল। ২. এরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক মন্দঋণ 'রাইট অফ' বা অবলোপনের নিয়মনীতি অনেকখানি শিথিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করল: আগের নিয়মে যেখানে পাঁচ বছরের খেলাপি মন্দঋণ 'রাইট অফ' করার যোগ্য বিবেচিত হতো সে ক্ষেত্রে নতুন নিয়মে দুই বা তিন বছরের মন্দঋণও 'রাইট অফ' করায় কোনো বাধা থাকবে না। পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, মন্দঋণ 'রাইট অফ' বা অবলোপন করার মানে হলো ওই অবলোপনকৃত মন্দঋণের হিসাবটা ব্যাংকের মূল ব্যালান্স শিট থেকে অপসারণ করে আরেকটি লেজারে হিসাবটা সংরক্ষণ করা। 'রাইট অফ' করার দুটো শর্ত হলো: (১) ওই ঋণ সুদাসলে আদায়ের জন্যে ব্যাংক মামলা দায়ের করবে, (২) যে পরিমাণ ঋণ 'রাইট অফ' করা হয় তার সমপরিমাণ অর্থ 'প্রভিশনিং' বা 'সঞ্চিতি' করতেই হবে। প্রভিশনিং মানে হলো ওই পরিমাণ অর্থ অন্য কাউকে ঋণ দেয়া যাবে না। রাইট অফ করার ফলে ব্যাংকের ক্লাসিফায়েড লোনের পরিমাণ ঠিক অতটুকু কম দেখানো যাবে। অতএব, নতুন নিয়ম চালু করে ক্লাসিফায়েড লোন কমানোর হাতিয়ার ব্যাংকগুলোর হাতে তুলে দেয়া হলো। আর একটা সুবিধা ঘোষিত হলো, মামলা করার বাধ্যবাধকতার জন্য আগে যে সর্বনিম্ন সীমা (ফ্লোর) ছিল ৫০ হাজার টাকা সেটা বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা করা। ৩. তারপর ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, মাত্র ২ শতাংশ খেলাপি ঋণ প্রথম কিস্তিতে শোধ করলে ঋণখেলাপিকে ১০ বছর সময় দেয়া হবে, যার মধ্যে তিন মাসের কিস্তিতে মাত্র ৭ শতাংশ সুদে বাকি ঋণ শোধ করা যাবে। (পরে তিনি বললেন সুদের হার ৯ শতাংশ হবে)। ৪. এরপর ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তিনি বললেন, 'আমি খেলাপি ঋণের জন্যে ব্যবসায়ীদের কীভাবে জেলে পাঠাব?' দুর্নীতির দায়ে যদি দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী জেল খাটেন তাহলে 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি' ব্যবসায়ীরা আইন মোতাবেক শাস্তি পেলে তার প্রাণ কাঁদবে কেন? ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ীরা কি আইনের ঊর্ধ্বে?

৫. ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তিনি সংসদে বললেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন কার্যকর করার মাধ্যমে ঋণখেলাপিদের মাফ করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।

৬. সর্বশেষ যে ১৫ জন খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে ২০১৫ সালে মন্দঋণ রিস্ট্রাকচারিংয়ের সুযোগ দেয়া হয়েছিল তাদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে ওই সুবিধা গ্রহণ করলে আর কখনো নতুন করে ঋণ রিশিডিউলিংয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১৫ জনের মধ্যে মাত্র চারজন ওই শর্ত মেনে সুযোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিল। বাকি ১১ জনকে আর রিশিডিউলিং সুযোগ দেয়া হবে না বলা হলেও অর্থমন্ত্রীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের আবারো ঋণ রিশিডিউল করার অনুমতি দিয়েছিল।

উপরের পদক্ষেপগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, দায়িত্ব নেয়ার শুরু থেকেই বর্তমান অর্থমন্ত্রী ঋণখেলাপিদের অস্বাভাবিক রকম ছাড় দিতে শুরু করেছিলেন। চার বছর ধরে তিনি তার এই ঋণখেলাপি-প্রীতি অব্যাহত রেখেছেন আরো অনেক নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে। ২০১৯ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাসিফায়েড লোনের যে হিসাব প্রকাশ করল তাতে মাত্র ৯৫ হাজার কোটি টাকায় নেমে গেল ক্লাসিফায়েড লোন। বলা হলো, নতুন পদক্ষেপগুলোর কারণে খেলাপি ঋণ কমে গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এ দাবির প্রতিবাদে ব্যাখ্যাসহ জানাল, ওই পর্যায়ে বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আইএমএফের উল্লিখিত পরিমাণে যেহেতু রাইট অফ করা মন্দঋণ অন্তর্ভুক্ত ছিল না তাই প্রকৃত খেলাপি ঋণ তখনই ৩ লাখ কোটি টাকার বেশি হওয়ার কথা। এরপর যখন ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারী আঘাত হানল তখন আর কোনো ঋণগ্রহীতাকে খেলাপি ঘোষণা না করার নীতি গ্রহণ করল সরকার। আড়াই বছর পর গত সেপ্টেম্বরের শেষের হিসাব প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ওই সময় ক্লাসিফায়েড লোন ছিল ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আমার ধারণা, এখন দেশে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ হয়তো ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী তার চার বছরের মেয়াদে সফলভাবে তার 'রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি' বন্ধুদের খেলাপি ঋণকে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে ফেলা সত্ত্বেও দেশের ব্যাংকগুলোতে হু হু করে তা বেড়ে চলেছে। এটাই হলো দুঃখজনক বাস্তবতা। তার প্রদত্ত তালিকার ২০ জন 'শীর্ষ ঋণখেলাপি' শীর্ষে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। 'আসল রাঘববোয়ালরা' এখনো আড়ালেই থেকে গেল, যা দুঃখজনক। - ড. মইনুল ইসলাম: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যকর্ম ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ে এলে পাঠক বাড়বে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮ পৃষ্ঠার পর

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। সংস্কৃতি সচিব মো: আবুল মনসুরও বক্তব্য রাখেন। বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা। আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটন। অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সাতটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলি-১, কারাগারের রোজনামচা পাঠ বিশ্লেষণ, অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ বিশ্লেষণ ও আমার দেখা নয়াচীন পাঠ বিশ্লেষণ; রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ রচিত 'আমার জীবন নীতি, আমার রাজনীতি' এবং জেলা সাহিত্য মেলা ২০২২ (১মখণ্ড)। এছাড়া বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২ প্রাপ্ত ১৫ জন কবি লেখক ও গবেষকের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- ফারুক মাহমুদ ও তারিক সুজাত (যৌথ ভাবে কবিতায়), তাপস মজুমদার ও পারভেজ হোসেন (যৌথভাবে কথাসাহিত্যে), মাসুদুজ্জামান (প্রবন্ধ/গবেষণায়), আলম খোরশেদ (অনুবাদ), মিলন কান্তি দে এবং ফরিদ আহমদ দুলাল (যৌথভাবে নাটকে), ধ্রুব এষ (কিশোর সাহিত্য), মুহাম্মদ শামসুল হক (মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণা), সুভাষ সিংহ রায় (বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষণা), মোকারম হোসেন (বিজ্ঞান/বিজ্ঞান কথাসাহিত্য/পরিবেশ বিজ্ঞান), ইকতিয়ার চৌধুরী (জীবনী/স্মৃতিকার/ভ্রমণকাহিনী) এবং আব্দুল খালেক এবং মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (যৌথভাবে লোককাহিনীতে)। এর আগে জাতীয় সঙ্গীত এবং অমর একুশের সঙ্গীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সমবেত কণ্ঠে পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপরই সকলে অমর একুশের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

উদ্বোধনী স্মারকে স্বাক্ষর করে বইমেলা উদ্বোধনের পর বিভিন্ন স্টলগুলো ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা সূত্র : বাসস

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বইমেলায় কখনো রাজনীতি, কখনো অনুভূতির 'রাজনীতি'

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশকদের বলে দিলো আমাদের চিন্তার বাইরে কোনো বই প্রকাশ করলে তোমরাও বই মেলায় আসতে পারবে না।'' তিনি বলেন, তিন বছর আগের বই নিয়ে এখন তারা স্টল দিলো না। এই তিন বছর তারা কী করেছেন? আর আদর্শর কর্ণধার মাহবুব রহমান বলেন, ''বাংলা একডেমি তো বই নিষিদ্ধ করতে পারে না। তারা স্টল নিষিদ্ধ করে উৎসে সেন্সর করলো। জানিয়ে দিলো, তাদের পছন্দের বাইরে গেলে স্টল পাওয়া যাবে না। ফলে এমনিতেই তো প্রকাশকরা নিজেরা সেন্সর করে, এটা আরো বাড়বে। ফলে সরকারকে আর সেন্সর করতে হবে না।''

তার কথা, ''এর ফলে ভিন্নমত, ভিন্নস্বর কমে যাবে। সেটাই চাওয়া হচ্ছে। এ বছর ৬০ জন লেখকের বই নিয়ে আসতাম, তাদের বই এলো না। প্রকাশক হিসেবেও আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।''

তিনি বলেন, ''আমাকে যদি সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী প্রকাশ করতে হয় , লিখতে হয়, তাহলে তো আমাকে সরকারি চাকরি করতে হবে।''

স্টল বরাদ্দের নীতিমালায় যা আছে : বাংলা একাডেমি তার নীতিমালায় বলেছে- অশ্লীল, রুচিগর্হিত, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কটাক্ষমূলক, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয় এমন বা জননিরাপত্তার জন্য বা অন্য যে কোনো কারণে বইমেলার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো বই বা কোনো পত্রিকা বা অন্য কোনো দ্রব্য অমর একুশে বইমেলায় বিক্রি, প্রচার ও প্রদর্শন করা যাবে না। একাডেমি বা বইমেলা পরিচালনা কমিটি যদি বইমেলায় কোনো বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট বা এ জাতীয় অন্য কোনো দ্রব্য বিশেষ কারণে বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রচার বা প্রদর্শন বা বিক্রি করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা না করে, তাহলে কোনো অংশগ্রহণকারী তা প্রদর্শন বা প্রচার বা বিক্রি করতে পারবেন না। এ সিদ্ধান্ত কোনো অংশগ্রহণকারী যদি মানতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার স্টল বরাদ্দ বাতিল হবে, তার জমা দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হবে না। এবং ভবিষ্যতে তিনি মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

লেখক ও গবেষক আফসান চৌধুরী বলেন, ''এইসব নীতিমালার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আর এর মানদণ্ড কী হবে তা-ও স্পষ্ট নয়। আসল কথা হলো, আমার পছন্দ হলে ঠিক আছে আর পছন্দ না হলে ঠিক নাই। এটা নির্ভর করে কখন কারা ক্ষমতায় তার ওপর।''

তিনি বলেন, ''বিকৃত রুচি বললে এর পক্ষে বিপক্ষে দুই গ্রুপ কথা বলবে। কিন্তু আমাদের বিকৃত রুচির কারণ হলো আমাদের রাজনীতি খুব বিকৃত রুচি হয়ে গেছে।''

''আগেও এটা হতো। তবে এখন বাড়ছে। বাংলা একাডেমি একটা উদাহরণ সৃষ্টি করে দিলো। আগামীতে যে কত স্টল আর বই বন্ধ হবে তা ভাবা যায় না,'' বলেন আফসান চৌধুরী।

নিষেধাজ্ঞার অতীত : ২০১৫ সালে 'নবী মোহাম্মদের ২৩ বছর' নামের একটি বইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে রোদেলা প্রকাশনীর স্টল বন্ধ করে দিয়েছিল বাংলা একাডেমি। সেটি ছিল এক ইরানি লেখকের বইয়ের অনুবাদ। এরপর ২০১৬ সালে 'ইসলাম বিতর্ক' নামে একটি বইয়ের কারণে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার আশঙ্কায় অমর একুশে বইমেলায় ব-দ্বীপ প্রকাশনীর স্টল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এ ঘটনায় লেখকসহ পাঁচ জনকে আটকও করা হয়। একই বছর শ্রাবণ প্রকাশনীকে দুই বছরের জন্য বাংলা একাডেমিতে নিষিদ্ধ করা হয় ধর্ম নিয়ে 'আপত্তিকর' বই প্রকাশের প্রস্তুতির অভিযোগে।

২০২০ সালে বই মেলা চলাকালে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগে দুইটি বই নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট। বই দুইটি হলো দিয়ার্ষি আরাগ নামের এক লেখকের 'দিয়া আরেফিন' এবং 'নানীর বাণী'। আদালত তখন বই মেলার সব স্টল এবং সারা বাংলাদেশ থেকে বই দুটি তুলে নেয়ার নির্দেশ দেয়।

বাংলাদেশে আদালতের নির্দেশের বাইরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরাসরি আইনের অধীনে বই বা কোনো লেখা নিষিদ্ধ করতে পারে। হুমায়ূন আজাদের নারী, তসলিমা নাসরিনের লজ্জা-সহ ছয়টি বই এ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্তণালয় নিষিদ্ধ করেছে। কর্নেল অলি আহাদের 'রেভ্যুলিউশন, মিলিটারি পার্সোনেল অ্যান্ড দ্য ওয়ার অব লিবারেশন' বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল আদালতের নির্দেশে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২০২০ সালের আগস্টে নিষিদ্ধ হয় সাইফুল বাতেন টিটোর 'বিষফোড়া'। ওই বছরের বইমেলায় বইটি প্রথমে বিক্রি হলেও শেষ দিকে বইটির সব কপি মেলা থেকে তুলে নেয় পুলিশ।

প্রতিবছর বইমেলার বইগুলো মনিটর করার দায়িত্বে থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। তাদের পক্ষে কাজটি করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। কোনো বই তাদের কাছে আপত্তিকর মনে হলে তারা প্রথমে বইটি তুলে নেয়। পরে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনে নিষিদ্ধও করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলয়। তাদের বিবেচনায় থাকে 'শান্তিশৃঙ্খলা পরিপন্থী' বিষয়টি। তবে এ বছর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ও একটি কমিটি গঠন করে বই মনিটর করছে।

বিষফোড়া বইয়ের লেখক সাইফুল বাতেন টিটো তার বই নিষিদ্ধ হওয়ার পর দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, ''স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার বইটি নিষিদ্ধ করে। তারা সংবাদমাধ্যমে নিষিদ্ধের প্রেসরিলিজও পাঠায়। আমার বইটি ছিল কওমী মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতন ও বলাৎকার নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ। অবাক করা ব্যাপার হলো, মাদ্রাসা থেকে আমি কোনো প্রতিক্রিয়া পাইনি। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীলরাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছিল। বই নিষিদ্ধের পর নানা ধরনের হুমকি পাওয়ায় আমি দেশ ছাড়ি।''

তিনি বলেন, ''বই নিষিদ্ধ করা মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতাবিরোধী। আমি চাই এই প্রক্রিয়া বন্ধ হোক।''

আফসান চৌধুরি বলেন, ''গত ৫০ বছর ধরেই এই চর্চা চলে আসছে। আমরা এখন বলছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বিএনপি আমলে আমরা পাকিস্তানি বাহিনিকে পাকিস্তানি বাহিনি, ঘাতক বাহিনি বলতে পারতাম না। এখানে সব কিছুকেই রাজনীতি প্রভাবিত করে। সরকার চাইলে বন্ধ হবে, সরকার চাইলে চলবে। বই মেলায় স্টল বন্ধ হলো, এটা কি বাংলা একাডেমি করেছে, না সরকার করেছে? সরকার চাইলে তো বাংলা একাডেমির সেটা করতে হবে।''

''যেটা হবে, তা হলো, তাদের পছন্দের বাইরে লেখকের পছন্দ বা স্বাধীনতা সংকুচিত হবে,'' বললেন আফসান চৌধুরী।

বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ডা. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ''বইয়ের ব্যাপারে আমাদের নীতিমালা আছে, সেটা অনুসরণ করি। আর এটা প্রকাশকদেরও দায়িত্ব। স্টল নিষিদ্ধ হওয়ায় লেখকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে কিনা আমি বলতে পারবো না। আমি তো লেখক না। সেটা দেখবে মেলা পরিচালনা কমিটি, মিডিয়াসহ অন্যান্যরা।'' - হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে ঢাকা

ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষাই বড় চ্যালেঞ্জ

৫ পৃষ্ঠার পর

চীন সমুদ্র নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান খুশি মনে মেনে নেয়নি চীন। কিন্তু তাদের আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলামড়বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের কারণে এর বাড়তি কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অন্য দেশের যে অমিল সেটি নিয়ে যে বিতণ্ডা, তা সবসময় পর্দার অন্তরালে এবং চার দেয়ালের মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়। দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হলে সেটির হিতে-বিপরীত ফল হতে পারে। এ কারণে প্রকাশ্যে ধারাবাহিকভাবে একই সুরে যথাযথ কথা বলা প্রয়োজন।' একই মনোভাব পোষণ করে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, 'লাগামহীন বা অহেতুক কথাবার্তা কোনও দেশের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে ভালো ফল বয়ে আনে না।'

বিভিন্ন সময়ে মার্কিনবিরোধী প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার ধারণা, এটি দেশের বিভিন্ন পক্ষগুলোকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। আমি নিশ্চিত পর্দার অন্তরালে আলোচনা চলমান ছিল।'

যেকোনও সরকার চাইবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন মূল্যবোধ যেমন- গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নির্বাচন নিয়ে মার্কিন অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মার্কিনিরা প্রশংসা করলেও আরও উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়েও বলেছে।'

বড় চ্যালেঞ্জ : সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নীতিনির্ধারকরা যে সুরে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলছেনড়সেটি অত্যন্ত ইতিবাচক। এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যখন তাদের বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট বা মানবপাচার রিপোর্ট প্রকাশ করবে, তখন বাংলাদেশ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

মার্কিন রিপোর্ট প্রণয়নের বিষয়ে ওয়াকিবহাল এমন একজন সাবেক কূটনীতিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেশভিত্তিক রিপোর্ট প্রণয়ন করে থাকে। আমরা আগের রিপোর্টগুলো যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখবোড়তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার বা মানবপাচার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন, এ বছরের রিপোর্টে যদি নেতিবাচক কথা থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা না করাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

শিষ্টাচার ও বেমানান দৃশ্য : সম্পর্কোন্নয়নের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু একইসঙ্গে শিষ্টাচার মেনে চলা এবং দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখাটাও জরুরি বলে মনে করেন সাবেক কূটনীতিকরা।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সাবেক কূটনীতিক বলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের হিসাবে একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রেস ব্রিফিংয়ে ডোনাল্ড লু'র পাশে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যা একদম শোভনীয় নয়।

তিনি বলেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে মার্কিন কর্মকর্তাকে তুষ্ট করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই ব্রিফিংয়ে ছিলেন, তারপরও এটির মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বাড়ে না।

শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন সাবেক কূটনীতিক বলেন, মার্কিন যেকোনও কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রকাশ্যে যদি মার্কিন কোনও কর্মকর্তাকে 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত' বা 'চীনের বংশোদ্ভূত' হিসেবে অভিহিত করা হয়, তবে সেটি অসম্ভব দৃষ্টিকটু। কারণ, শব্দগুলো বর্ণবৈষম্যমূলক।' সুত্র ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন

বাংলাদেশেও বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার

৫ পৃষ্ঠার পর

এআই সহায়তা করছে। কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সে ভুলটা বলে দিচ্ছে, সঠিকটাও জানিয়ে দিচ্ছে। এর জন্য তার প্রয়োজন হয় সঠিক ডাটা। আমাদের এখানে এখন সঠিক ডাটা পাওয়াই প্রধান চ্যালেঞ্জ।''

তিনি জানান, তারা কয়েকটি ব্যাংককেও সার্ভিস দিচ্ছেন। কোনো গ্রাহক ঋণ চাইলে তার তথ্য দিয়ে এআই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ত তথ্য কম। কিন্তু কোনো কর্পোরেট গ্রাহক হলে তার ডাটা হতে পারে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা। সেটা বিশ্লেষণ করা হিউম্যানলি অনেক সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এআই তা খুব অল্প সময়ে করে দিচ্ছে। আর তার অ্যাকিউরেসি অনেক হাই।

তিনি বলেন, ''মোট ১০টি প্রতিষ্ঠান আমাদের ক্লায়েন্ট। বাংলাদেশে পাঁচ এবং বিদেশে পাঁচ। ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া এবং মিয়ানমারে আমারা কাজ করছি এখান থেকে। বাংলাদেশের পাঁচটির মধ্যে চারটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং একটি বহুজাতিক কোম্পানি।''

কৃষি ও শিল্প খাতে ব্যবহার : কৃষিখাতেও এআইর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিএডিসি ব্যবহার করছে। হিমাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিভিন্ন শিল্প কারখানায়ও ব্যবহার শুরু হয়েছে।

তরুণ উদ্যোক্তা পরাগ ওবায়েদের নেতৃত্বে একাধিক এআই প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তাদের পুরো কাজটিই মেশিন লার্নিং। তারা টেলকো এবং কৃষি খাতে কাজ করছেন। তারা সফওয়ার এবং হার্ডওয়্যার- দুইটি নিয়েই মেশিন লার্নিয়ের কাজ করেন। তিনি জানান, ''আমরা পানি, মাটি, কৃষি ও কৃষকের ব্যাপারে এআই ব্যবহার করে সঠিক উৎপাদন চাষ-পদ্ধতির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিচ্ছি। বিএডিসির সোলার পাম্পে আমরা মেসিন লার্নিং ডিভাইস বসিয়ে ডাটা নিয়ে পাম্পের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করছি। সঠিক সময়ে কতটুকু জলসেচ দরকার এইসব সিদ্ধান্ত দিচ্ছে এআই।''

তিনি জানান, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা নেয়ার বাইরেও যে প্রতিষ্ঠানের দরকার তারাও এখন নিজেরাই এআই ডেভেলপ করছে।

আইওটি ডিভাইস বাংলাদেশেই : 'অ্যাকুয়ালিংক'-এর সিইও সৈয়দ রিজওয়ান বলেন, ''আমরা কোয়ালিটি মনিটরের এআই নিয়ে কাজ করি। সেটা যেকোনো প্রডাক্ট হতে পরে। মাটি, পানি হতে পারে। আমরা একটি আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংকিং) ডিভাইস তৈরি করেছি, যার নাম সেন্সোমিটার। এই ডিভাইস দিয়ে এটা করা যায়। এটা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে একটি কারখানার পরিবেশ, বাতাসের আর্দ্রতা সব কিছুই দেখতে পারে। পানির মান দেখতে পারে। এটা কোল্ড স্টোরেজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।''

তিনি জানান, তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বীজের জন্য একটি গ্রিন হাউজ করে দিয়েছেন, যেটা তাদের ডিভাইস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হয়। সেখানে টেম্পারেচারসহ সব কিছু ডিভাইস সয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

তিনি বলেন, ''এআই মাটির গুণাগুণ রিসার্চ করে বলে দেবে কোন ধরনের ফসল ওই মাটিতে চাষ করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হলো, পর্যাপ্ত ডাটা আমাদের এখানে নেই। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেল পমেন্টে (আরএনডি) এটাই প্রধান বাধা এখন।''

তার কথা, ''এটার জন্য খুব অর্থের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় দক্ষতা এবং সব সময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দক্ষতা। আমরা এখন তেমন লাভ করতে পারছি না। লোকসানেও নেই। তবে চাহিদা বাড়ছে। মানুষ জানছে। গ্রাহক বাড়ছে। মার্কেট বড় হবে।''

তিনি জানান, তরুণদের যারা এআই নিয়ে কাজ করছে, তাদের অধিকাংশই বেসিসের অধীনে কাজ করছে।

নেতৃত্বে তারুণ্য : জেমস বন্ড এবং আইনস্টাইনের নাম মিলিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম বন্ডস্টেইন টেকনোলজিস লিমিটেড। এর কো-ফাউন্ডার শাহরুখ ইসলাম জানান, তারা এআই এবং আইওটি দুটি নিয়েই কাজ করছেন। বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তাদের ক্লায়েন্ট বেশি। তারা কৃষিখাতেও কাজ করেন।

তিনি বলেন, ''শিল্প কারখানা তাদের অপচয় কমাতে চায়। মেশিনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়, ব্যয় কমাতে চায় দক্ষ ম্যানেজন্টের মাধ্যমে। পরিবেশ বান্ধব হতে চায়। এইসব আমরা করে দিচ্ছি এআই এবং আইওটির মাধ্যমে।''

তার কথা, ''প্রতিদিনই ক্লায়েন্ট বাড়ছে। অনেকে জানেন না। যখন জানছেন তখন আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমাদের কোনো প্রচার বা বিজ্ঞাপন নেই। কাজের মধ্য দিয়েই চাহিদা বাড়ছে।''

বাংলাদেশে এখন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান হয়েছে। নতুন প্রতিষ্ঠানও আসছে। তরুণরাই এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, ''সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে সব দপ্তরকে টেকনোলজি ব্যবহারের জোর দিতে হবে। এটা আমাদের সহায়তা করছে।''

বিতর্ক আছে এআই এবং আইওটি মানুষকে বেকার করবে কিনা। তারা মানুষের জায়গা দখল করবে কিনা এমন প্রশ্নও করেন অনেকে।

এর জবাবে শাহরুখ ইসলাম বলেন, ''১৮ কোটি মানুষের এই দেশে সব কিছু ম্যানুয়ালি করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করতেই হবে। আসলে এর ব্যবহার অপচয় কমাবে। সঠিক উপায়ে কাজ করা নিশ্চিত করবে। ফলে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান হবে। উৎপাদন বাড়বে।''

আর অলি আহাদ বলেন, ''এটা শিক্ষা, সাংবাদিকতা সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগছে। একটি ছেলে কোন বিষয়ে ভালো করবে তা-ও এআই বলে দিচ্ছে। কিন্তু এটা তো মানুষেরই সৃষ্টি- এটা মনে রাখতে হবে। সে কখনো মানুষকে বিদায় করতে পারবে না।''

বেসিস ছাড়াও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, সরকারের এটুআই প্রকল্পসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান এআই এবং আইওটি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ ও সহায়তা দিচ্ছে।

চীনা রোবটের প্রোগ্রামিং : ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এক সময় বেসিসের সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, ''তরুণরা এই সময়ে অনেক কিছু পাল্টে দিচ্ছে। তারা এআই এবং আইওটি নিয়ে কাজ করছে। তাদের প্রয়োজন সহযোগিতা। সহযোগিতা, মানে তাদের অর্থ ঢেলে দিতে হবে তা নয়, তাদের কাজের পরিবেশটা দিতে হবে। আমরা সেটা দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।''

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশকে নিয়ে যে উদ্ভট ধারণা নিয়ে মানুষ চলতো, আমি মনে করি ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেই ধারণার উল্টোটা হচ্ছে। আমাদের এখানাকার ছেলে-মেয়েরা যত নতুন প্রযুক্তি আছে, তার প্রত্যেকটি নিয়ে কাজ করছে। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় চীনা কোম্পানি যে রোবট এনেছে তার প্রোগ্রামিং করেছে বাংলাদেশের তরুণরা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রযুক্তিতে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য যা যা করা দরকার তা-ই করেছেন।'' তার কথা, ''এর চাহিদা বাড়ছে। এটা এখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।''

এই প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প হবে এমন আশঙ্কা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন অনেকে বলছেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা। আমরা বলি পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের কথা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমি বিশ্বাস করি না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণা হলো মানুষকে যন্ত্র দিয়ে রিপ্লেস করা। আর পঞ্চম শিল্প বিপ্লব হলো যন্ত্রকে মানুষের করায়ত্ব করা। আমরা মনে করি, মানুষ যন্ত্র বানাবে, নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সেই যন্ত্র মানুষের জন্যই কাজ করবে।''-হারুন উর রশীদ স্বপন , জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ফেসবুক ব্যবহারে শীর্ষ তিনে বাংলাদেশ, প্রতিদিন দুই বিলিয়ন মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন

৫ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানিটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছেন, তিনি এখন ব্যয় কমানোর দিকে নজর দিয়েছেন। ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো ফেসবুকের আয় কমেছে। অথচ এর আগের কয়েক বছর আয় বৃদ্ধির হার দুই অংকে ছিল।

নতুন এই অবস্থা নিয়ে জাকারবার্গ বলেন, আমরা এখন একটি ভিন্ন পরিবেশে আছি। আমরা মনে করি না যে, এভাবেই সব চলতে থাকবে। আবার আমি এটাও মনে করি না যে, আগের মতো অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। ২০২২ সাল একটি চ্যালেঞ্জিং বছর ছিল। কিন্তু আমি মনে করি আমরা এর শেষের দিকে ভালো অগ্রগতি করেছি।

ফেসবুক ছাড়াও মেটার অধীনে আছে ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপেও। গত বছর এই কোম্পানিটি একটি বড় পুনর্গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল অফিসের জায়গা কমিয়ে আনা এবং বিশাল সংখ্যক কর্মীকে ছাঁটাই করা। এর ধারায় ১১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে ফেসবুক, যা মোট কর্মীর ১৩ শতাংশ। এত সবের পরেও ২০২২ সালে ফেসবুক ২৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে বলে জানিয়েছে।

গত বছরই মেটা জানিয়েছিল, দৈনিক ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমছে। এটাই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমার ঘটনা। তখন মেটা জানিয়েছিল তারা মেটাভার্স নামে পরিচিত ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপর বিনিয়োগে জোর দেবে। যদিও দ্রুতই ফেসবুকে ব্যবহারকারী আবার বাড়তে শুরু করেছে। ডিসেম্বর মাসে প্রতিদিন সাইটে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এমনকি ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতেও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে। বিবিসি।

এস্টোরিয়ার 'জালালাবাদ ভবন' জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে -সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল

৫০ পৃষ্ঠার পর

পরিপ্রেক্ষিতে ভবন ক্রয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। সেই সময়ের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ এর সম্মতিতেই সাবেক কোষাধ্যক্ষ ভবন ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন বলে সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল সাপ্তাহিক পরিচয় এর প্রশ্নের উত্তরে জানান। ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল আরো জানান ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে সমিতির তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার পুর্ণ বিবরণ বর্তমান কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরকালে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বর্তমান সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম তা গ্রহণও করেছেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার নামে ক্রয় না করে কেন নতুন একটি কর্পোরেশন জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ ইউএসএ-র নামে ভবনটি ক্রয় করা হয়েছিল এমন প্রশ্নের উত্তরে সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল জানান, এদেশে যারা বিভিন্ন সংগঠন যেমন মসজিদ কিংবা সোসাইটির জন্য ভবন ক্রয় করেছেন তাঁরা জানেন প্রাথমিকভাবে 'নন প্রফিট' প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিত মর্টগেজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব সেহেতু ভালো ক্রেডিট এর অধিকারী অন্য কারো নামে প্রথমে ক্রয় করতে হয় এবং পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ হলে সেটি প্রকৃত ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। কম্যুনিটির অনেক মসজিদ এমনকি বিভিন্ন সংগঠনের ভবনও এ প্রক্রিয়াতেই ক্রয় করা হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার ভবনটি জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ ইউএসএ হস্তান্তর করা হবে সেটির একটি নোটারাইজড চুক্তিপত্রও রয়েছে। সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল আরো জানান জালালাবাদ ভবনের জন্য তাঁরা যে ধরনের বাড়ী খুঁজছিলেন এস্টোরিয়ার ভবনটি সেদিক থেকে অনেক উত্তম এবং বাজার দরের চাইতে মুল্য কম হওয়ায় তাঁরা ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হন। তিনি আরো বলেন, সদিচ্ছা থাকলে সঙ্কট সমাধান খুবই সহজ।

এসময় সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের সাথে উপস্থিত ছিলেন ময়নুল-শেফজ কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও পরবর্তীতে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেল থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম। তিনি বলেন সংগঠনের বর্তমান কার্যকরী পরিষদ এর নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দায়ত্বভার গ্রহণের ১০০ দিনের মধ্যে জালালাবাদ ভবন উপহার দেওয়া হবে সেহেতু রিয়েল এষ্টেট ব্যবসার সাথে জড়িত থাকায় তিনি সংগঠনের জন্য লাভজনক হতে পারে এমন একটি ভবন নিলামে ক্রয় করার চুক্তি করেন সেসময়কার সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ এর সম্মতিতে।

২০২০ সালে অনুমোদন ব্যতিরেকে সংগঠনের তহবিল থেকে আড়াই লাখ ডলার জনৈক এম এ আজিজের 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' একাউন্টে ট্রান্সফার প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পরিচয় এর এক প্রশ্নের উত্তরে সেসময়কার কোষাধ্যক্ষ এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি এম এ আজিজের মালিকানাধীন 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপ' জ্যাকসন হাইটস এর ৭৩ ষ্ট্রীটে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন এবং সেখানে জালালাবাদ এসোসিয়েশানের জন্য একটি অংশ কিংবা ফ্লোর ক্রয় করা যায় কিনা এমন বিবেচনায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন ৫ লক্ষ ডলারের মত পরিশোধে করলে একটি অংশ দেওয়া হবে এবং সেজন্যই 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' একাউন্টে অগ্রিম হিসেবে ২৫০০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাঁরা যখন হিসেব করে দেখলেন তাঁদের কমিটির মেয়াদকালে 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' ভবনটির নির্মাণ শেষ হবেনা, তখন তাঁরা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অগ্রিম হিসেবে দেওয়া সমুদয় অর্থ সমিতির একাউন্টে ফিরিয়ে আনা হয়।

সংগঠনের একাউন্ট থেকে তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ (চেক- ১০৭) পরিমান ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার তারিখ ৩০ জুলাই ২০২ প্রসঙ্গে মইনুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম তাঁকে ফোনে জানান সিকিউরিটি গার্ডদের জন্য নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত ৫ হাজার ডলার নগদ প্রয়োজন। সে অর্থ নগদ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন ময়নুজ্জামান চৌধুরী এবং সেই ৫ হাজার ডলার সংগঠনের চেক এর মাধ্যমে পরবর্তীতে তাঁকে পরিশোধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম এর সাথে তাঁর টেক্সট ম্যামেজ আদান প্রদানের রেকর্ডও তাঁর কাছে রয়েছে বলেও তিনি জানান।

মইনুল ইসলাম আরো বলেন, তিনি ভবন ক্রয়ের জন্য যে জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ ইউএসএ গঠন করেছেন সেখানে ডিরেক্টর হিসেবে সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের নাম তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। যেহেতু তাঁদের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে আসছে সেহেতু তাঁরা নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষকে রাখার প্রস্তাব করেন।

এ প্রসঙ্গে মইনুল ইসলাম আরো বলেন, ফেব্রুয়ারী ২০২২ সালে ভবনটি ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছিল এবং জুন ২০২২ এর মধ্যে ক্রয়প্রক্রিয়া চুড়ান্ত করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং ভবনটি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেজন্য সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিবেচনায় তাঁদের কিছু ভুল হতেও পারে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিবেচনায় সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেছেন। ৩৮ বছরেও কম্যুনিটির অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্ সংগঠনের একটি ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভুত পরিস্থিতির সমাধান সংগঠনের সাধারণ সভায় হবে বলেও তিনি আশাবাদী।

তাঁর নিকট প্রেরিত শোকজ নোটিশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যথাসময়ে রেজিষ্টার্ড এবং সার্টিফাইড ডাকে যে ঠিকানা থেকে তাঁর কিছু শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, সে ঠিকানায় তিনি জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে সিষ্টেমে ব্যবহারের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ট্রেন যোগ হচ্ছে বছরের শেষ নাগাদ

৫০ পৃষ্ঠার পর

মেট্রপলিটান ট্রান্সপোর্ট অথরিরিটি ৩.২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়সাপেক্ষ আর ২১১ সিরিজ এর ১২০০টি ট্রেনকার ক্রয়ের আদেশ দেবে বলে জানিয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আর ২১১ সিরিজ ট্রেনকারের বৈশিষ্ঠ হচ্ছে সুপরিসর, এক ট্রেন থেকে অপর ট্রেনে চলাচল করার উন্মুক্ত পথ, হ্যান্পকেপ যাত্রীদের জন্য স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুবিধা ইত্যাদি।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243

*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন

Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজিং রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্টেন্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Call: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9850

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

ওজনপার্কে পুনরায় শুরু হলো খানস টিউটোরিয়াল'র কার্যক্রম

৫০ পৃষ্ঠার পর

নাঈমা খান এবং প্রেসিডেন্ট ও সিইও ড. ইভান খান ছাড়াও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, শাখা ম্যানেজার কাজী উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। এসময় ব্রুকলীনের বিএমএমসিসি ইসলামিক সেন্টারের প্রিন্সপ্যাল ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাংগঠনিক সম্পাদক এটিএম তালহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ড. ইভান খান তার বক্তব্যে তার বাবা বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ও খানস টিউটোরিয়াল-এর প্রতিষ্ঠা ড. মনসুর খান-কে স্মরণ করে বলে তিনি এই ওজনপার্কেই কেটি'র শাখা খুলেছিলেন। সেখানেই আজ নতুন করে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হলো। তিনি শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ায় কেটি'র সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং যেকোন সমস্যা ও প্রয়োজনে অভিভাবকদের খোলামেলা আলোচনার আহ্বান জানান।

নাঈমা খান বলেন, করোনার সময় আমাদের কেটি'র অনেক শাখাই বন্ধ করতে করতে হয়েছে। এখন পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা একে একে সকল শাখাই খোলা হচ্ছে। খবর ইউএনএ'র।

জ্যামাইকায় সেলিম বিরিয়ানী এবং কাবাব এর শুভ উদ্বাধন

পরিচয় রিপোর্ট: গত ৩০ জানুয়ারী সোমবার দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে জ্যামাইকায় শুভ উদ্বোধন হয়েছে সেলিম বিরিয়ানী এবং কাবাব এর। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সত্তাধিকারী ও শেফ আমজাদ হোসেন সেলিম জানিয়েছেন কোভিড পরবর্তী কালে পুর্নাঙ্গ সংস্কারের মাধ্যমে রেষ্টুরেন্টটি সম্পুর্ণ নতুন মেনু প্রবর্তন ও সাজসজ্জার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন সুস্বাদু বাঙালি খাবার মোরগ পোলাও, জনপ্রিয় কাচ্চি বিরিয়ানী, সব ধরনের কাবাব ছাড়াও এবার বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে থাকছে মজাদার রকমারী আফগান খাবার। সেলিম বিরিয়ানী এবং কাবাব সব ধরনের ক্যাটারিং এর জন্য প্রস্তুত উল্লেখ করে শেফ আমজাদ হোসেন সেলিম বলেন সুস্বাদু এবং সুলভে সব ধরনের খাবার ঐতিহ্যবাহী বাঙালি আতিথেয়তায় পরিবেশনই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। শুভ উদ্বাধন উপলক্ষে এক সপ্তাহ সুস্বাদু মোরগ পোলাও প্রতি প্লেট ৫০% হ্রাসকৃত মুল্য মাত্র ৬.৯৯ ডলারে পরিবেশন করা হবে। আমজাদ হোসেন সেলিম সকল বাঙালি ভাইবোনদের একবার অন্তত: তাঁর খাবারের স্বাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

চ্যাটজিপিটি : কৃত্রিম বুদ্ধির বিস্ময়

৫০ পৃষ্ঠার পর

বলা কথার ওপর ভিত্তি করে মানুষের সঙ্গে কথোপকথন চালানোর উদ্দেশ্যে তৈরি। গত ৩০ নভেম্বর নিজেদের সর্বশেষ উদ্ভাবিত এই চ্যাটবটের সর্বজনীন পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে ওপেনএআই। আর এর পর থেকেই প্রযুক্তির বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধির এ অ্যাপ্লিকেশন। রীতিমতো কবিতা লিখে কিংবা কম্পিউটার কোডিং লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অ্যাপটি। তবে সর্বশেষ এটি আইন পরীক্ষাও সাফল্যের সঙ্গে পাস করেছে। ওপেনএআই বলছে, 'রিএনফোর্সমেন্ট লার্নিং ফ্রম হিউম্যান ফিডব্যাক (আরএলএইচএফ)' নামে মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত হয়েছে চ্যাটজিপিটি মডেলটি, যা সংলাপ অনুকরণ, সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ভুল স্বীকার, ভুল অনুমান চ্যালেঞ্জ ও অনুপযুক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কেউ কেউ বলছেন, এ চ্যাটজিপিটি মানুষের মতোই সবকিছু করতে পারবে। চ্যাটজিপিটি কী কী করা যাবে আর যাবে না, তা জেনে নিই। চ্যাটজিপিটি যা পারে... ইংরেজি ভাষায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি চ্যাটজিপিটিকে উদ্ভট কোনো একটি বিষয়ে একটা গান বা কবিতা লিখে দিতে বলেন, এটি তা পারবে। এটি একজন মানুষকে নির্দেশ দেওয়ার মতোই এটিও নির্দেশনা পালন করতে পারে। দীর্ঘ লেখাকে সংক্ষিপ্ত আকারে রূপান্তর করতে পারে, আবার অসম্পূর্ণ লেখাকে সম্পূর্ণ করতে পারে। ভাষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি লেখা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং এর পাশাপাশি লেখার পেছনের ভাবনা নির্ণয় করতে পারে। এটি একাধিক চরিত্রের মধ্যে সংলাপ তৈরি করতে পারে।

স্থান, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা মানুষের নাম শনাক্ত করতে পারে।

যা পারে না : এটি আগে দেখা প্যাটার্নের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। তাই সব সময় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখা যাবে না। এটি কোনো মানুষ নয়, তাই প্রচলিত ভাষার কিছু সূত্র বুঝতে পারে না। এটি নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি, কৌতুক বা বিদ্রুপ বুঝতে বা প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম নাও হতে পারে। এটি ইমেজ রিকগনিশন, স্পিচ রিকগনিশনের মতো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে না। চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে হলে https://chat.openai.com/auth/login ঠিকানায় গিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে।

নিউইয়র্কে মিট দ্য প্রেসে সংগঠনের কর্মকর্তারা
২০২৩ সালে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

নিউইয়র্কের জাফরান গ্রিলে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) গত ৩১ জানুয়ারী সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। মিট দ্য প্রেসে ইউএসবিসিসিআইয়ের ''বিজনেস ইন রিভিউ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট ২০২২-২০২৩'' সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপনা করেন ইউএসবিসিসিআই-এর কার্যনির্বাহী কমিটি, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা। ইউএসবিসিসিআইয়ের ডিরেক্টর শেখ ফরহাদের তত্ত্বধানে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউএসবিসিসিআইয়ের সভাপতি মোহাম্মদ লিটন আহমেদ। এসময় গত বছরের ন্যায় এবছরও 'বিজনেস এক্সপো-২০২৩' আয়োজন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ইউএসবিসিসিআইয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত সকল কাজের সারসংক্ষেপ এবং ২০২৩ সালে যে সকল কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ। ২০২২ সালে ইউএসবিসিসিআইয়ের উল্ল্যেখযোগ্য কাজ নিয়ে তিনি বলেন, নানান রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গত বছর সংগঠনের কিছু কাজ কমিউনিটিসহ সকল জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন, ৩ দিন ব্যাপি ইউএসবিসিসিআই 'বিজনেস এক্সপো-২০২২', অন্যান্য চেম্বার অফ কমার্স এর সাথে এমওইউ সাইনিং, ইউএসবিসিসিআই কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ, ইউএসবিসিসিআই মহিলা উদ্যোক্তা সামিট এবং মহিলা উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২২ এবং বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন।

এরমধ্যে ইউএসবিসিআই 'বিজনেস এক্সপো ২০২২' আমরা সবচেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি। আমরা ব্যবসার নতুন নতুন উপাদান খুঁজে পেয়েছি এই বিজনেস এক্সপোর মাধ্যমে। তাই এই এক্সপো আমাদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্য গতবছরের ন্যায় এবারও আমরা ২ দিন ব্যাপি (২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩) 'ইউএসবিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩' করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি। এছাড়া চলতি বছর আমরা আরো কিছু আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইউএসবিসিসিআই 'মহিলা উদ্যোক্তা সামিট-২০২৩'। যা আগামী ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া কমিউনিটিসহ সকলের স্বার্থে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের টেক্সটাইল এবং আরএমজি এক্সপেন্ডারেশন, রিয়েল এস্টেট এ টু জেড সেমিনার, উদ্যোক্তাদের জন্য ঝইঝ/ঝইঅ সাথে সেমিনার, গ্রান্ট নিয়ে সেমিনার। কিভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়?, আইটি এবং সফটওয়্যার: যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে একটি আইটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা ও যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে ই কমার্স ব্যবসা শুরু করা যায়। উইই২, ই৩ এবং উইঝ এর উপর সেমিনার।

উল্লেখ্য, ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) হল এমন একটি সংস্থা, যা বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য কাজ করে থাকে। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি উদ্যোক্তা পরিবেশ তৈরি করা "ইউএসবিসিসিআই-এর অন্যতম লক্ষ্য। তথ্য সহায়তা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ব্যবসায়িক রেফারেল, নেটওয়ার্কিং, সামাজিকীকরণ এবং আরও অনেক কিছুর উৎস এই ব্যবসায়িক সংগঠনটি। ইতিবাচক নানান কর্মের জন্য ইউএস- বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের 'বিশ্বস্থ কণ্ঠ' বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএসবিসিসিআই এর সদস্য শেখ সাদিয়া আফরিন, শেখ ফারজানা, নাহিদ আহমদ, মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর, আবু নাফে খান, ইসরাত জাহান মারিয়া, শাহ মোহাম্মদ আজিম।

সংবাদ সম্মেলনে বিগত বছরে মিডিয়া কাভারেজের জন্য আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মননা দেওয়া হয়। এ সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টেলিভশনের সিইও ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ প্রতিদিন উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাপ্তাহিক প্রবাসের সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ সাইদ, সাপ্তাহিক ঠিকানার ভাইস প্রেসিডেন্ট মুশরাত শাহীন, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র নিউজ এডিটর কানু দত্ত, চ্যানেল ৭৮৬ এডিটর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, চ্যানেল আই'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহাম্মেদ এবং তুষার পিক-এর এম.বি. হোসেন তুষার।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চাকরিতে নিয়োগ, ছাঁটাইয়ে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ব্যবহার বাড়ছে

৫০ পৃষ্ঠার পর

২০২২ সালে এক হাজার কোম্পানির উপর জরিপ পরিচালনা করেছিল। এসব কোম্পানির মধ্যে কেউ ছয়জনের মধ্যে একজন, আর কেউ চারজনের মধ্যে একজন কর্মীর নিয়োগে এআই ব্যবহার করেছে। এছাড়া প্রায় ৪০ শতাংশ নিয়োগ এআই ব্যবহার করে করা হয়েছে এমন কোম্পানিও আছে বলে জানিয়েছে পিডাব্লিউসি। শুধু নিয়োগ নয়, চাকরিতে যোগ দেয়ার পর একজন কর্মী কেমন কাজ করছে, তারও খবর রাখছে এআই। অ্যামাজন, ইউনিলিভারের মতো কোম্পানির জন্য কর্মী নিয়োগের কাজ করা মার্কিন কোম্পানি 'হায়ারভিউ' বলছে, ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তারা দ্রুত কর্মী নিয়োগ করতে পারে। এছাড়া এআই প্রযুক্তির কারণে নির্দিষ্ট বর্ণ ও লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ এড়ানো সম্ভব। তবে গতবছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত এক জরিপ বলছে, এআই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোবট নারী ও অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি বর্ণবাদমূলক আচরণ করে। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের 'ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশন' কর্মক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতিমালা প্রকাশ করেছে। একই বিষয়ে দুটি আইন করতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা বলছে, নাগরিক ও কোম্পানিগুলো এআই ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে। তবে মৌলিক অধিকার ঝুঁকির মুখে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে মনে করে ইইউ। এআই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় রোবটকে কীধরনের তথ্য দেয়া হচ্ছে তার উপর অনেককিছু নির্ভর করে। ইইউ যে আইন করছে সেখানে এই বিষয়ে নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় মানুষের সংশ্লিষ্টতা কতখানি থাকবে তাও আইনে নির্ধারণ করা থাকবে। কোনো কর্মী যদি মনে করেন তার বস এআই প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তার প্রতি অন্যায় করছে, সেক্ষেত্রে কর্মী কী করতে পারবেন, তা-ও আইনের আওতায় থাকবে।

জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহিত

নিউইয়র্ক : জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৩ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে তিনি ২০২২ সালে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিশনের সদস্যগণ ২০২৩ সালের জন্য ক্রোয়েশিয়াকে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ও জার্মানিকে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। ২ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রোয়েশিয়ার নিকট কমিশনের সভাপতিত্ব হস্তান্তর করেন।

দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যরা ২০২২ সালে কমিশনে অসাধারণ নেতৃত্বদানের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে। তারা ২০২২ সালে কমিশনের জন্য প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বাংলাদেশের সভাপতিত্বকালীন সময়ে কমিশন তার ম্যান্ডেটের আওতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এ সময়ে কমিশনের কর্মপরিধি ভৌগলিকভাবে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমবারের মত পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদান ও মধ্য এশিয়াতে কমিশনের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কমিশনের পরামর্শমূলক কার্যাবলী আরো বেগবান হয়েছে। নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা বাস্তবায়নে কমিশনের কাজে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশনের অংশীদারিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজকের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মুহিত বাংলাদেশের সভাপতিত্বকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রতি কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার জন্য তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী দেশ হিসেবে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাংলাদেশের এই সফলতার প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত আগামি দিনগুলোতে কমিশনের কাজে বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুন:ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, পিসবিল্ডিং কমিশন (পিবিসি) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা সংস্থা। এই সংস্থা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে শান্তি বিনির্মাণের জন্য কাজ করে, যাতে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) থেকে নির্বাচিত সদস্যসহ ৩১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পিবিসি। ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ পিবিসি'র সদস্য হিসেবে কাজ করছে। এর পূর্বে বাংলাদেশ ২০১২ সালে কমিশনের সভাপতি এবং ২০১৫ সালে কমিশনের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটর রজার মার্শালের সহায়তার আশ্বাস

ওয়াশিংটন ডিসি : মার্কিন সিনেটর রজার মার্শাল বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিতে তার সহায়তা প্রদানের কথা ব্যক্ত করেছেন। কানসাস থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শাল ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে তার ইউএস ক্যাপিটল হিল অফিসে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সাথে এক বৈঠকে এই আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে মার্কিন সিনেটর আশা প্রকাশ করেন যে দুই দেশ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে কাজ করে যাবে। সিনেটর মার্শাল বাংলাদেশের অসাধারণ অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রশংসা করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদানেরও প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত ইমরান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে সেই বিষয়ে সিনেটরকে অবহিত করেন।

তিনি বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্যসেবা খাতে অগ্রগতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার কথাও তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশে মার্কিন সরকারের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন অনুদানের প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুর বিষয়ে অবহিত করার সময় তিনি রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে সিনেটর রজার মার্শাল এবং মার্কিন কংগ্রেসের সমর্থন কামনা করেন।

তারা উভয়েই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত করা এবং দুদেশের চমৎকার অংশীদারিত্ব আগামীতে আরো গভীর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।-এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে অংশ নিচ্ছেন ডিজাইনার নুসরাত

নিউইয়র্ক : ফ্যাশন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চারটি আসরের একটি 'নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক'। নতুন বছরের শুরুতে প্রথম শীতকালীন এ আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন নিউইয়র্কের ডিজাইনার নুসরাত জাহান- এর 'এনজে বুটিক'। গত ২৯ জানুয়ারী রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডে একটি কমিউনিটি হলে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান ইন্টারলিঙ্ক নেট। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ম্যানহাটানে সপ্তাহব্যাপী 'নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক' শুরু হচ্ছে। এই বাংলাদেশি ডিজাইনারের পোশাক র‍্যাম্পে প্রদর্শনী হবে শেষ দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক' এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'এনওয়াইসি লাইভ ফ্যাশন উইক'- এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাইকেল রিড, ডিজাইনার নুসরাত জাহান, কোরিওগ্রাফার নজরুল কবীর এবং মূলধারার স্বনামধন্য বাংলাদেশি মডেল মাহমুদা ইয়াসমীন। নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক এনওয়াইসি লাইভ'- এর উইলিয়াম মাইকেল রিড বলেন, আমি এই প্রথম বাংলাদেশি কমিউনিটির কোনো অনুষ্ঠানে এসেছি। আনেক দূর থেকে আমি কুইন্সে এসেছি, এবং আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে মডেল মাহমুদা ইয়াসমীনের সাথে কাজ করেছি কিন্তু বাংলাদেশি কোনো ডিজাইনারের সাথে কাজ করা এই প্রথম। তিনি আরও বলেন, এস কে বুটিকের নুসরাত জাহানের কাজ ও কোরিওগ্রাফার নজরুল কবীরের পরিকল্পনা আমার ভাল লেগেছে। আমি আশা করছি ১৫ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের শেষ দিনটিতে তাদের দারুণ কিছু হবে। ডিজাইনার নুসরাত জাহান বলেন, মাত্র ২০ দিন খুবই অল্প সময়ের নোটিশে আমরা এই অফারটি পেয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। এত কম সময়ে নতুন ধারনার ডিজাইন করে, বাংলাদেশে কারিগরের কাছে পাঠিয়ে নকশা, হাতের কাজ, পেইন্ট ইত্যাদি করিয়ে শেষ করে আনানো খুবই কঠিন। তবে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমার চেষ্টা থাকবে নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে বাংলাদেশকে ধারণ করে ডিজাইন করা। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প, মসলিন, জামদানিকে বিশ্ব আসার তুলে ধরার প্রত্যয়ের কথা জানান প্রবাসী এই ডিজাইনার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় চারটি ফ্যাশন আসর হচ্ছে প্যারিস, লন্ডন, মিলান ও নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর ও ফেব্রুয়ারিতে দুটি আসর বাস নিউইয়র্কে। এবার শীতকালীন নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক শুরু হচ্ছে ৯ ফেব্রুয়ারি। আর এতে বাংলাদেশি ডিজাইনারের পোশাক প্রদর্শনী হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। এর আগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনত্রী তমা মির্জা, মডেল মোজেজা আশরাফ মোনালিসা, জান্নাতুল পিয়া, প্রথম ট্রানজেন্ডার সংবাদ উপস্থাপিকা তাসনুজা শিশিরসহ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় মডেল নুসরাত তিশাম, জেরিন সাদিয়া সোহা ও নাজিয়া জাহান এবং বাংলাদেশের ডিজাইনার ফারহান চৌধুরী নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে অংশ নিয়েছেন।-সুত্র ইউএসএনিউজ

নিউইয়র্ক পুলিশে আরেক বাংলাদেশি-আমেরিকান ক্যাপ্টেন সাইফুল

নিউইয়র্ক : বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী পুলিশ বিভাগ এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান সাইফুল ইসলাম ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এর আগে তিনি ডিটেক্টিভ হিসেবে ব্রুকলিন সাউথ ভায়োলেন্ট ক্রাইম স্কোয়াডে কর্মরত ছিলেন।

ফেনী জেলার সাইফুল ইসলামের বাবা রফিকুল ইসলাম, মা হাজেরা ইসলাম ১৯৮৬ সালে আমেরিকায় আসেন। পরের বছরই জন্ম সাইফুলের। ৫ ভাই ৪ বোনের মধ্যে সাইফুল ইসলাম সবার ছোট। স্কুলে পড়াশুনার সময়ে তার স্বপ্ন জাগে বড় হয়ে একদিন পুলিশ অফিসার হবেন। লেখাপড়া শেষে ২০০৮ সালে যোগ দেন নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে সাহসী ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কয়েক দফা পদোন্নতি শেষে ক্যাপ্টেন পদে পদায়িত হন। তার সহোদর বড় ভাই ফখরুল ইসলাম এনওয়াইপিডির লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত আছেন। তাদের বাড়ি ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ওলামা বাজার গ্রামে। সাইফুলের ভগ্নিপতি আনোয়ার হোসাইন একই ডিপার্টমেন্টের ট্রাফিক সুপারভাইজারের দায়িত্ব পালন করছেন। পদোন্নতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি অফিসার জসিম মিয়া এবং অফিসার রিপন ইসলাম।

সাইফুল ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাপার প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী এবং সেক্রেটারি লেফটেন্যান্ট একেএম আলম। সংগঠনটি প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী জানান, ক্যাপ্টেন পদে বাংলাদেশি-আমেরিকান ৫ জন এ পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়েছেন।

এনওয়াইপিডি এখন বাংলাদেশি-আমেরিকানদের কাছে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। বাপার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লেফটেন্যান্ট সাইদ সুমন জানান, বর্তমানে আনুমানিক ১৪৫০ জন বাংলাদেশি এনওয়াইপিডির বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন। যাদের মধ্যে ১ জন ডেপুটি ইন্সপেক্টর, ৪ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার, ৯ জন লেফটেন্যান্ট, কয়েক ডজন সার্জেন্ট, ডিটেক্টিভ এবং আনুমানিক পুলিশ অফিসার সহ ৫০০ জন ইউনিফর্ম অফিসার রয়েছেন। এছাড়া এনওয়াইপিডিতে প্রায় ১,১০০ সিভিলিয়ান লোক নিযুক্ত রয়েছেন তারা স্কুল সেফটি এজেন্ট, ট্রাফিক এজেন্ট, পুলিশ এডমেনিস্ট্রেটিভ, স্কুল ক্রসিং গার্ড হিসেবে কর্মরত। তারা সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

এস্টোরিয়ার 'জালালাবাদ ভবন' জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নয়, সকল অর্থ সংগঠনের একাউন্টে ফেরত দেয়ার আহ্বান, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা

৫০ পৃষ্ঠার পর

সাবেক সভাপতি মইনুল এইচ চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথায় সংগঠনের তহবিল তছরুফ, গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে গঠনতান্ত্রিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'জালালাবাদ ভবন' নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কার্যকরী পরিষদ-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, প্রচার সম্পাদক ফয়সল আলম, আইন বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দীন, ক্রিড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান ও কার্যকরি সদস্য শামীম আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পঠিত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান জানান, জালালাবাদ ইউএসএ ইনক নামের একটি করপোরেশন গঠন করে শোকজ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম নিজে এ বাড়িটি ক্রয় করেছেন। বিতর্কিত এ বাড়ি ক্রয়কালে মইনুল ইসলাম সংগঠনের একাউন্ট থেকে ৩,৩২,৮০৬.৬৯ ডলার 'নীরবে' সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি সংগঠনের তহবিল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে অগঠনতান্ত্রিক কাজ করেছেন। ২০২০ সালে মইনুল ইসলাম অনুমোদন ব্যতিরেকে সংগঠনের তহবিল থেকে আড়াই লাখ ডলার জনৈক এম এ আজিজের 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' একাউন্টে ট্রান্সফার করেছিলেন। অথচ ৫ হাজার ডলারের বেশি সংগঠনের তহবিল থেকে তুলতে হলে কার্যকরি কমিটিসহ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমতি গ্রহণের বিধান রয়েছে সংগঠনের গঠনতন্ত্রে। সভাপতি বদরুল হোসেন খান আরো উল্লেখ করেন সাবেক কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের এইসব অসাংগঠনিক কাজের অংশীদার সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ। তাদেরকেও আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির সাধারণ সভায় সকল অনিয়ম ও অগঠনতান্ত্রিক কর্মকান্ডের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সাধারণ সদস্যরাই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান বর্তমান সভাপতি।

সভাপতি বদরুল খান লিখিত বক্তব্যে বৃহত্তর সিলেট এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় সাহায্য বিতরণে সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলালের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, মইনুল হক চৌধুরী হেলাল দেশে গিয়ে এসোসিয়েশনের দেয়া অর্থ প্রকৃত অভাবী লোকজনদের মাঝে বিতরণ না করে তার পরিচিত অবস্থাসম্পন্ন লোকদের মাঝে সাহায্যের অর্থ বিলিয়েছেন। সাধারণ সভায় এসবের হিসেব চাওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান জানান, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে দেয়া শো'কজের জবাব এখনো তিনি পাননি।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি বদরুল খান জানান, এ মুহূর্তে ৬ লক্ষ ডলার দিয়ে সমিতির জন্য ভবন ক্রয়ের সামর্থ্য সংগঠনের নেই।

ভবন ক্রয়ের নামে জালালাবাদের তহবিল কেলেংকারীর প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্ক এর সভাপতি বদরুল হোসেন খান কর্তৃক পঠিত লিখিত বক্তব্য :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হযরত শাহজালাল ও শাহ্পরাণের স্মৃতি বিজরিত বৃত্তর সিলেটের মানুষের প্রাণের সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্ক এর পক্ষ থেকে আপনাদের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সভাপতি দুলাল বেহেদু, সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল, দোহার উপজেলা সমিতির ২০২৩-২০২৪ সালের কার্যকরী কমিটি গঠিত

নিউ ইয়র্ক:দোহার উপজেলা সমিতির ২০২৩-২০২৪ সালের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায় সংগঠনের সদস্য-সদস্যাদের উপস্থিতিতে ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান গিয়াস আহমেদ সিলেকশনের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটির ৬ জন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। ২০২৩-২০২৪ সালের কার্যকরী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মোস্তফা কামাল মুকুল। আলোচনার মাধ্যমে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে রিনা মাসুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এম ডি সোহেল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শফিউদ্দিন সফা এবং বিমল চন্দ্র বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড প্রধান গিয়াস আহমেদ এবং সভা পরিচালনা করেন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম মুরাদ। সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক ২টি কার্যকরী কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক (নান্নু) ও দুলাল বেহেদু, সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান লিপন ও আব্দুল আজিজ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম (মন্টু), মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, উপদেস্টা মো: মাসুদ, সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার,সালাউদ্দিন খোকন প্রমূখ। উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর দোহার উপজেলা সমিতির ট্রাস্টি বোর্ড এবং উপদেষ্টা পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভায় দোহার উপজেলা সমিতির বিগত দুইটি কমিটি বিলুপ্ত করে সিলেকশনের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ সালের জন্যে কার্যকরী কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

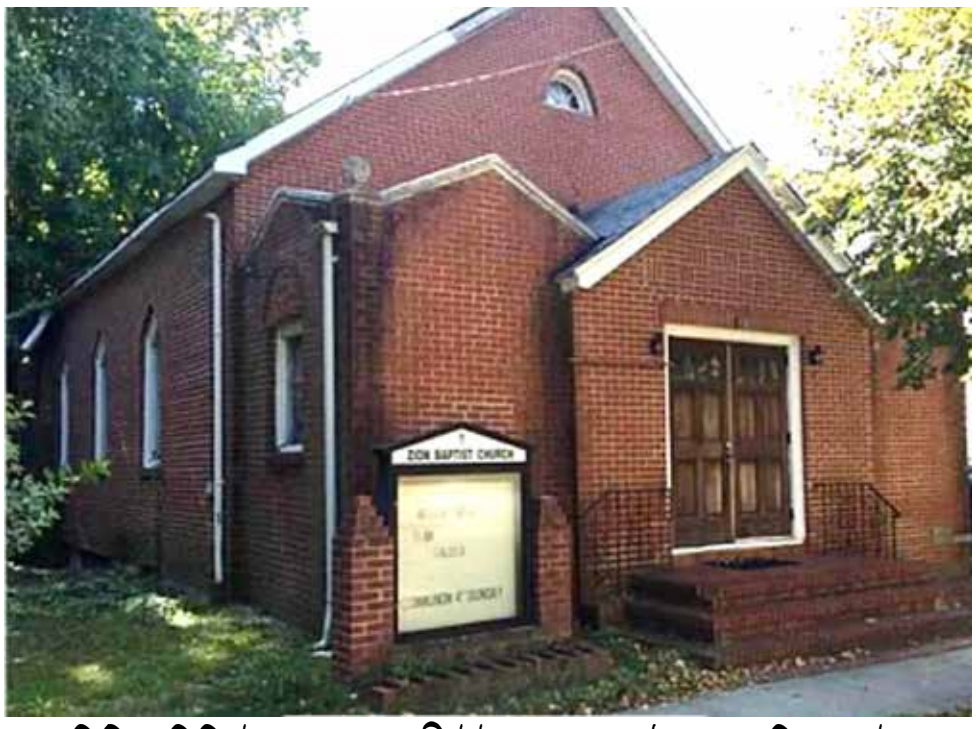

কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট আসেফ বারী টুটুল ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

নিউইয়র্কের পোর্ট ওয়াশিংটনে চার্চ এখন 'পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ'

নিউইয়র্ক: বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ইমিগ্রান্টরা বিভিন্ন সময় ইউরোপ, কানাডা ও আমিরাকায় অনেক অচলবস্থায় পড়ে থাকা চার্চ/ সিনেগাগ (ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রার্থনাকেন্দ্র) ক্রয় করে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার তৈরীর কথা শোনা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় বাঙালী কম্যুনিটির কিছু ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লং আইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টির পোর্ট ওয়াশিংটন এলাকার ১১৮ হারবার রোডে একটি চার্চ ক্রয় করে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে রূপান্তরিত হয়েছে! বিশিষ্ট কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট ও ব্যাবসায়ী আসেফ বারী টুটুল ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহতী উদ্যোগটি আল্লাহর রহমতে সফল্যের মুখ দেখেছে। এই মসজিদটির নাম করণ করা হয়েছে 'পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ ইন্ক'। উল্লেখ্য, মসজিদের প্রপার্টির মুল্য কর্যে হাসানাসহ নগদ অর্থে পরিশোধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কম্যুনিটিতে জনপ্রিয় বারী হোম কেয়ারের প্রধান নির্বাহী আসেফ বারী টুটুল বলেন, আমেরিকান মুসলিম সেন্টর নামে

একটি সংগঠনের ব্যানারে জেএমসির প্রধান ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ, মুফতি মালেক ও ইমাম রফিকুল ইসলাম মিলে নিউইয়র্কের পোর্ট ওয়াশিংটনের ১১৮ হারবার রোডের চার্চটি কেনার উদ্যোগ নেন ও এটিকে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুক্তি করেন। সে সময় ফান্ড রেইজিং এর চেষ্টা শুরু হয়। চার্চটি ক্রমে মোট মূল্য ছিল ৭.৫০ লাখ ডলার। দেড় বছর সময়ে তারা পুরো অর্থ সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। যার ফলে এটি হাত ছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়। উদ্যোক্তরা আমার কাছে আসেন এবং মাওলানা আবু জাফর বেগ আমাকে বিস্তারিত জানিয়ে সহযোগিতা চান, লং আইল্যানের ঐ এলাকায় যে সব বাংলাদেশি আছেন তাদের পক্ষে এত অর্থ দেয়া সম্ভব হবে না বলে আমার কাছে বাকী টাকা কর্জে হাসানা হিসেবে সহযোগিতা চান। এ সময় আমার সাথে আরো এগিয়ে আসেন ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমের কর্ণধার ও জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও রনকনকমা প্রবাসী মো: জিয়া খান। আমরা এই তিন জন মিলেই কর্জে হাসানা হিসেবে বাকী টাকা সংগ্রহ করে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ উক্ত চার্চটি ক্রয় করি। এ সংবাদে কমিউনিটিতে এক বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় যে নিউইয়র্কে এই প্রথম একটি চার্চ মসজিদে রূপান্তরিত হলো।

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩, রবিবার মসজিদ প্রাঙ্গণে মসজিদ ক্রয় উপলক্ষ্যে শোকর ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কম্যুনিটির উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তারা সবাইকে সাধ্যনুযায়ী সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে মসজিদের কর্যে হাসানা পরিশোধে শরীক হতে আহবান জানিয়েছেন।

মসজিদ পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসেফ বারী টুটুল ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়া খান সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। আসেব বারী টুটুল জানান, এই মুহূর্তে আমরা নতুন করে ফান্ড রেইজ করছি না। আগামীতে এটি করা হবে। তার পরও এই দিন প্রায় আমন্ত্রীত অতিথিরা ৭ হাজার ডলারের মত ফান্ড দিয়েছেন।

নাজাম আদায়, রমজানে তারাবির নামাজ, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইসলামিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আরবি শিক্ষাও চালু করা হবে বলে পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল জানান।

উক্ত শোকর ও দোয়া অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে ফার্মাসিস্ট সালেহ আহমেদ, ডা. আতুউল ওসমানী, ডা. নাহীদ সুলতানা, বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিনা বারী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাসান ইমাম, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার মামুন মির্জা, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নাসির খান পল, আবদুল লতিফ সম্রাট, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবীব, বগুড়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মহব্বত আকন্দ ও সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম, সাফক ইসলামিক সেন্টর থেকে মো: জিয়া খান ও মো: জিল্লুর রহমান, ইমিগ্রান্ট এল্ডর হোমের কর্ণধার ও জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বারাকা কনস্ট্রাক্সনের প্রেসিডেন্ট ইফতেখার আহমেদ, রিয়েলেটর আজিজুল হক মুন্না ও মেজবা উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও স্থানীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসান ইমাম, মামুন মির্জা, মিঠু মুরাদ, মো: মির্ধা, মিসেস নাজনিন মির্জা, আব্দুর রাজ্জাক, মৌসুমী ভূইয়া, আফরোজা বেগম, মারুফ মির্জা, সানি হোসাইন, তানভির কবির, পিনো কবির, মুরাদ হোসেন, মিজানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পোর্ট ওয়াশিংটন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট-এর সার্জেন্ট পিটার গিরিভিট ও তার টিম।

২০২৩ সালের প্রথম মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে আশাতীত ৫১৭,০০০ চাকুরী যুক্ত হয়েছে

৫০ পৃষ্ঠার পর

হারও ডিসেম্বর ২০২২ এর ৩.৫% হার থেকে ২০২৩ এর জানুয়ারীতে ৩.৪% এ নেমে এসেছে যখন আশঙ্কা করা হয়েছিল বেকারত্বের হার সামান্য বাড়তে পারে । অর্থনীতির উপরোক্ত দুটি গুরুত্বপুর্ণ সুচকের উন্নতি সত্ত্বেও ফেডারেল রিজার্ভ জানিয়েছে তারা মুদ্রস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রা সরবরাহ আরো কঠিন করতে সুদের হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবেন। যার ফলে বাড়ীর মর্টগেজসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদের হার আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের কবর স্থান ক্রয়

নিউ ইয়র্ক: গত ২রা ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার নিউজার্সীর ফাউন্টেন লউন মেমোরিয়াল পার্ক কবরস্থানে ২০০ টি কবর ক্রয় করা হয় । কবর স্থান পরিদর্শন ও ক্রয়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান , সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম , ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য মোঃ গিয়াস উদ্দীন , মাসুদুল ইসলাম লিপু , উপদেষ্টা আব্দুল মমিন বিশ্বাস ,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান , সমাজ কল্যাণ ও ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ তৈয়ুবুর রহমান । কবর পরিদর্শন শেষে অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্পন্ন করে কবরের কাগজপত্র সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেন কবরের মালিক মাইকেল ।

দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সমিতির কবরস্থান ক্রয় করা , আজ ক্রয়ের মধ্যে দিয়ে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো এবং সমিতি তার পরিপূর্ণতা লাভ করলো । উল্লেখ্য কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে শুধু পিকনিক ইফতারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জব সেমিনার , জব ও হাউজিং ব্যবস্থা , কেউ অসুস্থ হলে পাশে এগিয়ে যাওয়া , লাশ দেশে পাঠানো ও দাফনের পাশাপাশি বিগত করানোর সময় দেশে কুষ্টিয়ার ইউনিয়ন পর্যায়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার , খাবার বিতরণ , সকল উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করে আসছে । বর্তমান কার্যকরী কমিটি ট্রাস্টীবোর্ড ও উপদেষ্টা মন্ডলীদের সঠিক দিক নির্দেশনায় সংগঠনটি সকল মহৎ কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রেখে আসছে। এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে সমিতির নিজস্ব ভবন ও ইনশাল্লাহ হবে ।

সমিতির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সকল কুষ্টিয়াবাসী ও শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ জানান এই ধরণের মহৎ উদ্দোগ সম্পন্ন করার জন্য ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নীলফামারী ও কুড়িগ্রামে নিউইয়র্কের মামুনস টিউটোরিয়ালের ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প এবং শীত বস্ত্র বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মামুনস টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে সামাজিক কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে গত ২১শে জানুয়ারি ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প এবং শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রংপুর বিভাগের নীলফামারী জেলার কচুকাটা ও নাগেশ্বরী গ্রামে এবং কুড়িগ্রামের কচাকাটার নারায়ণপুর গ্রামে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প এবং শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ওটা সম্পূর্ণ চর এলাকা। পাশের ভূমি ভারতের সাথে লাগানো বাংলাদেশের সাথে স্থলপথে সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। ব্রহ্মপুত্র নদের জায়গায় জায়গায় চর পড়ায় অনেক ঘুরে যেতে হয়। এলাকা এতোটা প্রত্যন্ত যে আমাদের আগে কখনো কোনো শীত-বর্ষায় সাহায্য নিয়ে কেউ যায় নি ওই এলাকায়। আছে ১টা ছোট্ট স্কুল, আর কয়েকটা মাদরাসা। প্রায় প্রতিটা পরিবার দরিদ্র এবং বাচ্চাগুলোর অবস্থা অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-ক্লান্ত..। ওই এলাকায় কোনো পাকা রাস্তা নেই। চারদিকে বালি আর বালি। ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম শুধু বাইক আর ঘোড়া। রংপুর মেডিক্যাল থেকে আগত ডাক্তার জাকারিয়া ও ডাক্তার যামান রোগী দেখতে শুরু করেন। বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত তারা রোগী দেখেন। আর প্রেসক্রিপশন অনুসারে ওষুধ বের করে দিচ্ছিলেন তারই এক সহকর্মী রাজন। ওদিকে রাসেল এবং সাদাফ এর সাহায্যে এমাদ কম্বল বিতরণের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সময় খুব কম থাকায় চিকিৎসার ব্যাপারে বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে প্রায়োরিটি দেয়া হয়েছে। দুজন ডাক্তার একশ' র বেশি রোগী দেখেছেন। অন্যদিকে, ওই এলাকায় দুস্থ-দরিদ্র মানুষের কোনো অভাব নেই। শুধুমাত্র গরীব শিক্ষার্থীদের হাতে ৩০০ কম্বল পৌছে দেয়া হয়। গত বন্যায় সিলেট-সুনামগঞ্জ এলাকায় সাড়ে ৩শ পরিবারকে সাহায্য দেয়া হয়। এবার কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী-কচাকাটা মিলে সংখ্যাটা ৬শ।

অপরদিকে কুড়িগ্রামের কচাকাটার নারায়ণপুর গ্রামে ১ম টিম প্রায় ৫০০টি কম্বল বিতরণ করেছে এবং ৩ জন ডাক্তারের দ্বারা মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন রচিত আটটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী

নিউ ইয়র্ক : ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের মধ্যে যেমন দৃঢ়তা রয়েছে, তার লেখার মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। তার লেখায় যেমন রাজনীতি রয়েছে, তেমন অর্থনীতিও রয়েছে বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ২৯ জানুয়ারী রোববার নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের লেখা আটটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মির্জা ফখরুল ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আরো বলেন, বইগুলো পড়ে পাঠক ইতিবাচক ধারণা নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। তার রচিত বইগুলো ছড়িয়ে দিলে জনগণ ও রাজনীতি উপকৃত হবে'।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার মারুফ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ড. মোশাররফ রচিত আটটি গ্রন্থের বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরে বলেন, 'আমরা বর্তমানে একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছি। দেশের গণতন্ত্রকে হরণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আগেও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। জনগণকে বোকা বানিয়ে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কায়দায় বর্তমানেও একদলীয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছে।'

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আজকে বিএনপি চরম দুঃসময় কাটাচ্ছে। চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গৃহবন্দি এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন। ৩৫ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দেওয়া হয়েছে। অনেকে কারাগারে রয়েছেন। আগামী নির্বাচন অনিশ্চিত। আমরা জনগণকে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করছি।'

সাবেক সিনিয়র জেলা জজ নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকারের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর ও অধ্যাপক মনির হোসেনের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কমিটির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিএনপি, অংগ সংগঠন সমুহের নেতা-কর্মী ও বৃহত্তর কুমিল্লা প্রবাসীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে বইসমুহ প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস এর নতুন কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি সামাদ, সাধারণ সম্পাদক টিপু

নিউ ইয়র্ক: প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক, ইনকের নতুন কার্যকরী কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। ২৫ সদস্যের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ এমরান আলী টিপু।গত ২৯ জানুয়ারী রোববার ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার এলাকার নিরব রেস্টুরেন্টে এ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের নির্বাচন কমিশনার মো. শামীম মিয়ার পরিচালনায় নির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম। এসময় অপর নির্বাচন কমিশনার আবু কায়সার চিশতী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার এ নির্বাচনে একটি মাত্র প্যানেল সামাদ-টিপু পরিষদ মনোনয়ন পত্র দাখিল করে।

২০২৩-২০২৪ সালের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন : সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া, সহ সভাপতি প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু), শামীম আহমেদ ও মনিকা ডি মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমরান আলী টিপু, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মিলন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ বশির মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুহিত, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাজীরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মসনুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সাবু, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক কবি জুলি রহমান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রউফ পাশা, ধর্ম ও সমাজ সেবা সম্পাদক আবু সাঈদ মোঃ শাহরিয়া চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাদস্যিক সম্পাদক রুবেজ সাদিক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমা এ রহমান, কার্যকরী সদস্য : মোল্লা আবিদ মোহাম্মদ, হুমায়ূন কবির সুহেল, মোহাম্মদ আবু ফজর, শাহজাহান শফিক, মোঃ আনোয়ারুল আলম ভূঁইয়া, চৌধুরী এম. মুমিত তানিম, মোহাম্মদ মাসুদ বেগ ও সালাহ উদ্দিন।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম ও নির্বাচন কমিশনার মো. শামীম মিয়া জানান, এ নির্বাচনে তফসিল অনুযায়ী গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার নির্বাহী কমিটির ২৫ সদস্যের একটি মাত্র প্যানেল নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। এ প্যানেলের সকলের মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিন ১৮ জানুয়ারী কেউ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার না করায় নির্বাচনে একমাত্র মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী সামাদ-টিপু প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন ২৯ জানুয়ারী রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্যানেলকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ব্রঙ্কসের ১ম ও প্রাচীন এ সংগঠনটি দীর্ঘ প্রায় দু'যোগ ধরে গঠনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা এবং ঐহিত্য অক্ষুন্ন রেখে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নব নির্বাচিত সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনি করোনা মহামারিতে দুস্থ, অসহায় রুগ্নদের সেবায় কাজ করেছেন। স্কুল সাপ্লাই থেকে শুরু করে সোসাইটির অতীতের সেবামূলক নানা কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করে এধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া। খুব শিগগির বেশ জমজমাট আয়োজনে নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমরান আলী টিপু বলেন, প্রবাসীদের যেকোনো প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার প্রয়াস থাকবে সবসময়। তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং তাদের নির্বাচিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নবনির্বাচিত সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়ার সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদের পরিচালনায় তাৎক্ষণিক এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস'র সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, নিরব রেস্টুরেন্টের কর্ণধার বখতিয়ার রহমান খোকন, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসাসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এমডি আলাউদ্দিন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জামাল আহমেদ, আবুল হাসেম, মাহবুব চৌধুরী, কামাল আহমেদ, গোলজার হোসাইন, নতুন প্রজন্মের আইমান মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে সংগঠনকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে কমিউনিটি সেবায় তাদের আরো বড় ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। সুত্র ইউএসএনিউজ

নিউইয়র্কে এবারের ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ম্যানহাটান সেন্টারে জুনে, বাংলাদেশ থেকে অনেক স্বনামধন্য শিল্পীকে একই মঞ্চে আনার উদ্যোগ

নিউ ইয়র্ক: আগামী জুনে ম্যানহাটান সেন্টারে নিউইয়র্কে শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে এবারের ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ২০১২ সালেও ম্যানহাটান সেন্টারে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক যুগ পর আবারও ম্যানহাটান সেন্টারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছেন শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম।

আলমগীর খান আলম জানান, এবারের আয়োজন বড় পরিসরে হবে। এ কারণে বাংলাদেশ থেকে স্বনামধন্য অনেক শিল্পীকে একই মঞ্চে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা শাকিব খান, অভিনেত্রী পূজা চেরি, অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস, অভিনেত্রী পরীমনি ও অভিনেতা শরিফুল রাজ। তাদের এক মঞ্চে হাজির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়োজক। বাকিটা নির্ভর করছে শিল্পীদের শিডিউল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার পর।

আলমগীর খান আলম আরো বলেন, আগামী অনুষ্ঠানের জন্য নায়ক শাকিব খান, পূজা চেরি ও অপু বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান সময়ের আলোচিত পরীমনি ও রাজকে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, তারাও আসতে পারেন। এ ছাড়া আরিফিন শিশো, সাবিলা নূরসহ বেশে কয়েকজনকে আনা হতে পারে। বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীও তালিকায় রয়েছেন। জনপ্রিয় সব শিল্পীকে একই মঞ্চে হাজির করতে পারলে অনুষ্ঠানটি জাঁকজমক হবে।

আলমগীর খান আলম আরও বলেন, আমি চেষ্টা করছি করোনার পর এবার আরও বড় পরিসরে অনুষ্ঠানটি করার। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নিচ্ছি। সবার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। শাকিব খান এখন এখানেই আছেন। তার সঙ্গে কথা বলেই চূড়ান্ত করা হবে। অনেক দর্শকই জানতে চেয়েছেন, কারা কারা আসছেন, তারা এ ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী। আমরা দর্শকদের আগ্রহকেও প্রাধান্য দিচ্ছি। দর্শকদের কেউ কেউ নিজেদের পছন্দের শিল্পীর সরাসরি পারফরম্যান্স দেখতে চান। ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ অনুষ্ঠান দর্শকদের কাছে অনেক উপভোগ্য হবে জানান আলমগীর খান আলম।

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকএর ইফতার ৩ এপ্রিল এবং বনভোজন ২০ আগস্ট

পরিচয় ডেস্ক: হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক গত ২৯শে জানুয়ারি ২০২৩, রবিবার উপদেষ্টা মন্ডলী ও কার্যকরী কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।সংগঠনের সভাপতি আজদু মিয়া তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেনউপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, সৈয়দ নজমুল হাসান কোবাদ, রমিজ উদ্দিন খান,তাজুল ইসলামতালুকদার, ছুরত আলী মাষ্টার, সহ সভাপতি আতাউর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার

হোসেন মানিক, সংগঠনিকসম্পাদক রুবেল মিয়া, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ টিপু, কার্যকরী সদস্য সাব্বির হোসেন, মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার ওশেখ মোস্তাফা কামাল প্রমুখ।

সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ৩রা এপ্রিল ২০২৩ ইং সোমবার ১১/১২ রামাদান হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণসমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের ইফতার মাহফিলে মোঃ তাজুল ইসলাম তালুকদারকে আহবায়ক, শেখ মোস্তফা কামালকে সদস্য সচিব, রুবেল মিয়াকে সমন্বয়কারী আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়।

এবং আগামী ২০শে আগস্ট ২০২৩ ইংরেজি, রবিবার সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলার তারিখ ঘোষণা করা হয়।বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় জনাব আতাউর রহমানকে আহবায়ক, এমডি দেলোয়ার হোসেন মানিকে সদস্যসচিব ওশফিউদ্দিন তালুকদার কে প্রধান সমন্বয়কারী করে সর্বসম্মতিক্রমে বনভোজন ও মিলনমেলা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত বনভোজন ও মিলনমেলার স্থান শীঘ্রই জানানো হবে। এতে সবাই সপরিবারে উপস্থিত থাকার জন্য অগ্রিম দাওয়াতজানানো হয়। পরিশেষে সংগঠনের সার্বিক কল্যানের লক্ষে সকলের করণীয় ও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনাকরেন।- বার্তা প্রেরক মোঃ আলী খান জুনেদ , প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির মতবিনিময় সভা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে অমর একুশে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক গত ২৯ জানুয়ারি রোববার কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেছে। এলমহার্স্টস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিউদ্দীন দেওয়ান, ফারুক চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, নওশেদ হোসেন, মাইনুদ্দিন মাহবুব, ডা.শাহানাজ লিপি, আখতার বাবলু, বগুড়া এসোশিয়েশনের সভাপতি মোহাব্বত আকন্দ ও এনায়েত আলী। সভায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে কিভাবে সুন্দর ও স্বার্থক করা যায় তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে এবারের একুশ উদযাপন উডসাইডস্থ তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে (৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ , উডসাইড, নিউইয়র্ক) অনুষ্ঠিত হবে। ৬ শ লোকের আসন বিশিষ্ট এ সেন্টারে গাড়ি পার্কিং এরও ব্যবস্থা রয়েছে। অমর একুশ উপলক্ষ্যে সোসাইটির গঠিত কমিটিতে রয়েছেন আহবায়ক মহিউদ্দীন দেওয়ান, মেম্বার সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারি মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, যুগ্ম আহবায়ক ফারুক চৌধুরী, সমন্বয়কারি প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান ও ফারহানা চৌধুরী। স্মরণিকা উপকমিটিতে রয়েছেন নওশেদ হোসেন, রিজু মোহাম্মদ ও আবুল বাশার ভূইঁয়া।

দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ব্রাজিল-বাংলাদেশ একসাথে কাজ করবে

ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল: বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ ও রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসার উপস্থিতিতে ১ ফেব্রুয়ারী এফবিসিসিআই ও ব্রাজিলের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক শীর্ষসংস্থা এপেক্স-ব্রাজিলের মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসীম উদ্দিন এবং এপেক্স-ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জর্জ ভিয়ানা । উল্লেখ্য, মারকসুরভুক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের নেতৃত্বে এফবিসিসিআই সভাপতি জসীম উদ্দিনসহ ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সফর করছেন।

ব্রাজিলের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ হতে আলোচনায় অংশ নেন ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা, এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসীম উদ্দিন, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উপ-প্রধান মাহমুদুল ইসলাম এবং টিসিবির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আবুল হাসনাত চৌধুরী। ব্রাজিল প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আনা রিপেজা, ডিরেক্টর, বিজনেস প্রমোশন অব এপেক্স-ব্রাজিল।

ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের এম্বাসেডর এলেক্স জিয়াকোমেলি, মি. লুকাস পরটেলা, ডিরেক্টর অব ব্রাজিলিয়ান এসোসিয়েশান ফর এনিমেল রিসাইক্লিং (অইজঅ), মি. লুইস রুয়া ডিরেক্টর অব ব্রাজিলিয়ান এসোসিয়েশান ফর এনিমেল প্রোটিন (অইচঅ), মি. এডুয়ার্ডো লিয়াউ ডিরেক্টর অব ব্রাজিলিয়ান এসোসিয়েশান ফর সুগারকেন (টঘওঈঅ), মি. আলেক্সান্দ্রে পেড্রো, প্রেসিডেন্ট অব ব্রাজিলিয়ান কটন প্রডিউসারস এসোসিয়েশান (অইজঅচঅ), মি. উবিরেসি ফনসেকা, প্রেসিডেন্ট অব ব্রাজিলিয়ান এসোসিয়েশান ফর চকোলেটস, পিনাটস এন্ড ক্যান্ডি (অইওঈটই), ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি পরিচালক এলোইসিও বারবোসা প্রমুখ ব্রাজিলের পক্ষ হতে আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ব্রাজিলের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড প্রমোশন বিভাগের ডিরেক্টর মিসেস জানাইনা সিলভা। আলোচনায় সকলেই ব্রাজিল-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

ব্রাজিলের নবগঠিত সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় যেমন দারিদ্র বিমোচন ও বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জসমূহ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ব্রাজিল প্রতিনিধিদলের প্রধান আনা রিপেজা বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মাঝে বিদ্যমান সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারীর মাঝেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি থাকায় আনা রিপেজা বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর প্রশংসা করেন। এসময় এফবিসিসিআই-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১১-১৩মার্চ, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ এ অংশগ্রহণ করার জন্য ডিরেক্টর আনা রিপেজা ও এপেক্স ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ হতে আগত প্রতিনিধিদল, ব্রাজিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সংস্থা অইওঙঠউ (ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী এসোসিয়েশন)- এর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে নাসার-এর সাথে দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক রাজধানী সাওপাওলোতে এক বাণিজ্য আলোচনায় অংশ নেন এবং ফরেন ট্রেড সেক্রেটারি মিস তাতিয়ানা প্রাজেরেস এর সাথে ব্রাসিলিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিনিধিদল ১ ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল (ফরেন সেক্রেটারি) মারিয়া রোশার সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ব্রাজিল-বাংলাদেশ একসাথে কাজ করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কের প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদের ইন্তেকাল

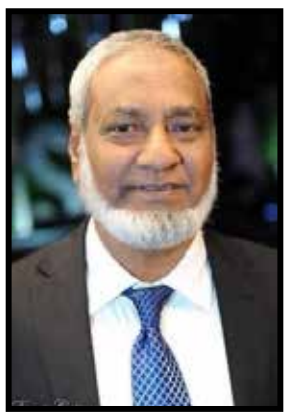

নিউ ইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ, প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদ আর নেই। মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারী) দিবাগত রাতে তিনি ম্যানহাটনের বেত ইসরাইল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি মদিনা মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বসবাস করতেন ডাউন টাউন ম্যানহাটনে। তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সহ ৪ মেয়ে ও এক ছেলে সহ নাতি-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ী মৌলভীবাজার জেলার সদর থানার উত্তর মোলাইম। খবর ইউএনএ'র।

প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদের নামাজে জানা বুধবার (১ ফেব্রুয়ারী) বাদ এশা মদিনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন। নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন মদিনা মসজিদের ইমাম মওলানা সুন্নাতুর রহমান। জানাজায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য ও বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম শমসের আলী, জালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি জালাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মৌলভীবাজারে ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, ডাউন টাউন এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি একেএম মিজানুর রহমান ভুইয়া, উপদেষ্টা হাফিজ নূরুজ্জামান, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মোতাললিব বাবু, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হক, মুবাশ্বির চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার তার মরদেহ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: এদিকে বেলায়েত আহমেদ-এর ইন্তেকালে মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর পক্ষ থেকে সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। ইউএনএ

রেমিট্যান্স প্রেরণে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস ও পূবালী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

৫০ পৃষ্ঠার পর

পাঠিয়ে পূবালী ব্যাংকের একাউন্টে এবং তাদের ৬৪৭টি শাখা থেকে ক্যাশ পিকআপে টাকা উঠাতে পারবেন। পূবালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিকাশ একাউন্ট এ সপ্তাহে সাতদিন টাকা পাঠাতে পারবেন এবং গ্রাহকদের বেনিফিসারি এক মিনিটের মধ্যে তার একাউন্ট থেকে সরকারি ২.৫% প্রণোদনাসহ টাকা উঠাতে পারবেন। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস নিউইয়র্কে ২৫ বছরের উপরে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, কানাডা এবং ওয়েস্ট আফ্রিকাতে টাকা পাঠিয়ে আসছে। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডসহ সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের বাংলাদেশের ১০টি ব্যাংকের সাথে রেমিটেন্স পার্টনারশি চুক্তি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিডেট, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার লিমিটেড: সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এবং উত্তরা ব্যাংক লি:।

উল্লেখ্য, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কমিউনিটিতে রেমিটেন্স সেবা দেওয়ার জন্য এবছর ট.ঝ. ঝবহধঃড়ৎ ঈযধৎষবং, ঝপযঁসবৎ ট.ঝ. ঈড়হমৎবংং অফিস থেকে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে। এছাড়া সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মাসুদ রানা তপন ণড়ঁঃয উহঃৎবঢ়ৎবহবঁৎ ড়ভ ঃযব ণবধৎ হিসেবে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব ইন্ক থেকে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

'চ্যাটজিপিটি দিয়ে একাডেমিক চুরি' থামানোর উপায়

৫০ পৃষ্ঠার পর

কারণ শিক্ষকদের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট চ্যাটজিপিটিই করতে সক্ষম। আর সেগুলো উতরে যায় প্লেজারিজমও।

এবার এ সমস্যা সমাধানে খোদ এগিয়ে এসেছে চ্যাটজিপিটির স্রষ্টা ওপেনএআই। বুধবার এক ব্লগপোস্টে তারা জানিয়েছে, নতুন একটি সফটওয়্যার টুল প্রকাশ করেছে তারা। যা চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বানানো টেক্সট শনাক্ত করতে সক্ষম। 'এআই ক্লাসিফায়ার' নামের সফটওয়্যারটি মূলত মানুষের লিখিত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লিখিত টেক্সটের ডেটা সেটের ওপর প্রশিক্ষিত একটি ভাষা মডেল। যার মূল কাজ এআইয়ের লেখা টেক্সট থেকে মানুষের লেখা টেক্সটকে আলাদা করা। এই ভাষা মডেলটিকে একাডেমিক অসততার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা করতে পারবে।

ওপেনএআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চ্যাটজিপিটির বেটা ভার্সন উন্মুক্তের পর একাডেমিক অসততা নিয়ে যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা নিরসনে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চায় তারা। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট উঠিয়ে দিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছে। এ ছাড়া আমেরিকার কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করেছে ক্যাম্পাসে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এমবিএ পরীক্ষা ও আইন অনুষদের বিষয়গুলোতে পাস করার নজির গড়েছে চ্যাটজিপিটি। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই নিয়ে এসেছে টেক্সটের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) 'চ্যাটজিপিটি' ও টেক্সট থেকে নির্দেশনা নিয়ে ছবি আঁকতে সক্ষম এআই দ্যাল-ই। এই দুটি এআই একই সঙ্গে যেমন নতুন ভবিষ্যতের চেহারা আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে, তেমনি ভবিষ্যৎ শঙ্কার বিষয়েও জানান দিচ্ছে। কিছু সমালোচক যেমন এদের কার্যাবলির প্রশংসা করছেন, আবার অনেকে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিল্পের মৃত্যু দেখছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এত দিনের মানুষের প্রভাব বিস্তারে থাকা চেনাজগৎ গল্প লেখা কিংবা ছবি আঁকার মতো সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ঠিক কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারবে?

স্ক্রলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত চ্যাটজিপিটি বা দ্যাল-ইর ওপর পুরোপুরি নির্ভরের সময় আসেনি। ছবি আঁকা কিংবা প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এটিকে ভালোমানের করতে এখনও মানুষের সৃজনশীলতার স্পর্শ দরকার হচ্ছে। কারণ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা যত ভালোভাবে দেওয়া হচ্ছে, চ্যাটজিপিটির লেখাতে এর প্রভাব পড়ছে।

সেই হিসেবে বলা যায়, আমাদের ক্লান্তিকর সম্পাদনার কাজ করবে চ্যাটজিপিটি। ফলে মানুষের পক্ষে আরও উদ্ভাবনী কাজে সময় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, কম আয় করা পেশাদার চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে। এরই মধ্যে কাজ হারাচ্ছেন তারা। বলা হচ্ছে, দ্যাল-ই এ ধরনের শিল্পীদের কাজকে এক অর্থে অবমূল্যায়নই করছে। সূত্র : এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার ইঙ্গিত দিলেন বাইডেন

চাকরিতে নিয়োগ, ছাঁটাইয়ে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ ব্যবহার বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: এতদিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করেছে। তবে এখন অন্যান্য খাতের কোম্পানিতেও এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।
লন্ডনভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পিডাব্লিউসি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

চ্যাটজিপিটি : কৃত্রিম বুদ্ধির বিস্ময়

তানভীর সিদ্দিক টিপু : যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক এআই কোম্পানি ওপেনএআইয়ের সাড়া জাগানো চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’। চ্যাটবট এক ধরনের সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, যা ব্যবহারকারীর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘চ্যাটজিপিটি দিয়ে একাডেমিক চুরি’ থামানোর উপায়

পরিচয় ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় আলোড়ন তোলা চ্যাটজিপিটি এরই মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে হুমকিতে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফিরছে খাতা-কলমে, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও লড়তে যাচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন জো বাইডেন। যদিও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেননি তিনি। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ফিলাডেলফিয়ায় ডেমোক্রেট সমর্থকদের একটি সমাবেশে যোগ দেন তিনি। এসময় সেখান থেকে সমর্থকরা ‘আরও চার বছর’ বলে স্লোগান দিতে থাকে।
এদিন ফিলাডেলফিয়ায় ‘ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির’ সঙ্গে বৈঠক করেন বাইডেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে নিজের কৃতিত্বের দাবি করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, তার প্রশাসন গত কয়েক দশকের মধ্যে পাবলিক ওয়ার্কস, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রিন টেকনোলজিতে সবথেকে বেশি বিনিয়োগ করেছে। তিনি রিপাবলিকান চরমপন্থারও নিন্দা জানান। বলেন, রিপাবলিকানরা এখনও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ প্রচারণা নিয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে আছে।
এরপরই ফিলাডেলফিয়ার বিশাল মঞ্চ থেকে বাইডেন সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে

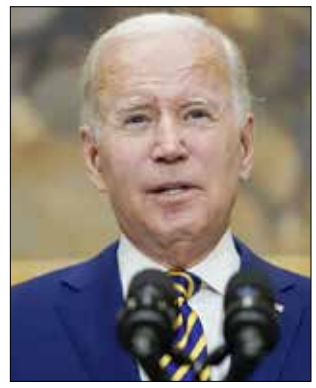

দেন, আপনারা কাকে ভোট দেবেন? এসময় সেখানে সারা দেশ থেকে আসা হাজারো ডেমোক্রেট সমর্থকরা ‘আরো চার বছর! আরো চার বছর!’ বলে স্লোগান দিতে থাকে। বাইডেন এতে খুশি হয়ে বলেন, আমেরিকা আবারও ফিরে এসেছে এবং আমরা এখন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। তার এমন বক্তব্যকে মূলত পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেয়ার ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। যদিও এখনও ডেমক্রেটদের থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।
সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প এরইমধ্যে নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন। যদিও রিপাবলিকান দল থেকে তাকে মনোনয়ন দেয়া হবে কিনা তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না। বাইডেন অবশ্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া থামাননি। তিনি এখনও প্রায়ই ট্রাম্পকে টেনে আনছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাইডেনের বাসভবন থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে এবং আরও নথির সন্ধান চলছে। এসব নথি তিনি যখন সিনেটর এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময়কার। এই নথি বিতর্ক বাইডেনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ঘোষণার পথে বড় বাধা হতে পারে।

২০২৩ সালের প্রথম মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে আশাতীত ৫১৭,০০০ চাকুরী যুক্ত হয়েছে

পরিচয় রিপোর্ট: মন্দা অর্থনীতির আশঙ্কা যখন যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাথার উপর ঝুলছে ঠিক তখুনি জানা গেল ২০২৩ সালের প্রথম মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আশাতীত ৫১৭,০০০ চাকুরী যুক্ত হয়েছে অর্থনীতিতে। এ পরিমাণ চাকুরী যুক্ত হবে কোন অর্থনীতীবিদের ধারণার মধ্যেও ছিলনা। অর্থনীতিবিদরা ১৮৫,০০০ এর মতো চাকুরী যুক্ত হওয়ার আভাস দিয়েছিলেন।
অর্থনীতিতে কেবল চাকুরী যুক্ত হওয়াই নয়, বেকারত্বের *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে সিষ্টেমে ব্যবহারের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ট্রেন যোগ হচ্ছে বছরের শেষ নাগাদ

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে সিষ্টেমে ব্যবহারের জন্য নতুন ধরনের ট্রেন এর প্রথম চালান (আর ২১১ সিরিজ) মেট্রপলিটান ট্রান্সপোর্ট অথরিরিটির হাতে এসেছে। তবে সেগুলিকে ব্যবহার করতে চলতি বছরের শেষ নাগাদ সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে এমটিএ কর্তৃপক্ষ। আপাতত: ২টি ট্রেন ব্যবহার করা হবে এ/সি লাইনে। বেশ কিছুদিন নানাবিথ পরীক্ষানিরীক্ষার পর পুরোমাত্রায় ব্যবহার যোগ্য হিসেবে সব লাইনে প্রবর্তন করা হবে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

রেমিট্যান্স প্রেরণে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস ও পূবালী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি বাংলাদেশ পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে ইউএস এর সবচেয়ে পুরাতন টাকা পাঠানোর প্রতিষ্ঠান সানম্যান এক্সপ্রেস এর রেমিটেন্স পার্টনারশিপ চুক্তি সই হয়েছে। পূবালী ব্যাংকের জিএম এবং হেড অব দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন নিশাত মাইসুরা রহমান এবং সানম্যানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ রানা তপন চুক্তিপত্রে সই করেন। এখন থেকে গ্রাহকরা সানম্যান এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে টাকা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

এস্টোরিয়ার ‘জালালাবাদ ভবন’ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে

-সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল

পরিচয় রিপোর্ট: এস্টোরিয়ার ‘জালালাবাদ ভবন’ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল।
গত ২৮ জানুয়ারি শনিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার আয়োজনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান সভাপতি বদরুল হোসেন খান এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন ২৯ জানুয়ারী সর্বশেষ সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করে তিনি বলেন সংগঠনের সাধারণ সভায় জালালাবাদ ভবন ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং তারই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ওজনপার্কে পুনরায় শুরু হলো খানস টিউটোরিয়াল'র কার্যক্রম

নিউ ইয়র্ক: মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে ওজনপার্কে পুনরায় শুরু হলো খানস টিউটোরিয়াল'র (কেটি) কার্যক্রম। এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় ৮৬-০১ ১০১ এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত খানস টিউটোরিয়াল-এ শনিবার (২৮ জানুয়ারী) দুপুরে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন।
নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের পক্ষে ফাস্ট সেক্রেটারী এবং হেড অব চ্যান্সেরী ইসরাত জাহান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

এস্টোরিয়ার ‘জালালাবাদ ভবন’ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নয়, সকল অর্থ সংগঠনের একাউন্টে ফেরত দেয়ার আহ্বান, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা

-সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি বদরুল খান

নিউইয়র্ক : জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান বলেছেন,এস্টোরিয়ার ‘জালালাবাদ ভবন’ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার বাড়ি নয়। এটি বর্তমানে শো'কজপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের ক্রয় করা। গত ২৮ জানুয়ারি শনিবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ইটজি রেষ্টুরেন্টে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি বদরুল খান আরো বলেন অবিলম্বে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর ‘আত্মসাতকৃত’ সকল অর্থ সংগঠনের একাউন্টে ফেরত দেয়ার জন্য বর্তমান শো'কজ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*